VERNACULAR COMPOSITION
AND TRANSLATION
MADE EASY.

[INTENDED FOR EXAMINEES OF THE CALCUTTA UNIVERSITY]

BY

MAHADHYAPAKA

RAKHAL DAS VIDYARATNA

HEAD PANDIT, RIPON COLLEGIATE SCHOOL, HOWRAH, AUTHOR OF "A MANUAL OF SANSKRIT COMPOSITION AND TRANSLATION," NITIPRABANDHAM &c.

FOURTH EDITION.

S. K. LAHIRI & CO.,
54, COLLEGE STREET, CALCUTTA.
1927

PREFACE.

The Vernacular Composition and Translation Made Easy has been written to meet the requirements of the new regulations of the Calcutta University. The authorities of the Calcutta University in their laudable attempts at promoting the study of the Vernacular Literature of the land, have made Vernacular Composition and Translation compulsory, not only in the Matriculation Examination but even in the higher Examinations up to the B.A. Degree. The present work while primarily intended for the Matriculation candidates, will also, it is hoped, satisfy the reqirements of candidates for the Intermediate and B.A. Degree Examinations. The translation portion has been very carefully written and English phrases and idioms have been lucidly explained by corresponding Bengali phrases and idioms. In this portion of the work I have received valuable assistance from some distinguished graduates of the Calcutta University, themselves practical workers of long experience in the field of education. My experience as a teacher of Bengali youths over a period of more than a quarter of a century, has I trust, been of considerable help to me in writing the present volume. Any suggestion for its further improvement will be thankfully accepted.

Ripon Collegiate School
HOWRAH.
THE AUTHOR.

CONTENTS.

PART I.

BENGALI COMPOSITION.

PART II.

PART III.

TRANSLATION.

VERNACULAR COMPOSITION

AND TRANSLATION

MADE EASY.

PART I.

BENGALI COMPOSITION.

সংজ্ঞা (Definitions.)।

১। যে সকল শব্দদ্বারা মনোগত ভাব প্রকাশ পায় তাহার নাম ভাষা। ভাষা দ্বিবিধ—স্ফুট এবং অস্ফুট। যে সকল শব্দদ্বারা পশু-পক্ষিগণের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশিত হয় তাহাকে অস্ফুট ভাষা, এবং যে সকল শব্দ মনুষ্যদিগের বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত হইয়া তাহাদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশিত করে, তাহাকে স্ফুটভাষা কহে। এই স্ফুটভাষা আবার দ্বিবিধ—বাক্যকথনভাষা এবং সাধুভাষা। যে ভাষায় সচরাচর কথাবার্ত্তা কহা যায় তাহাকে বাক্যকথনভাষা (spoken language) কহে; এবং যে ভাষায় লিখন পঠনাদি হইয়া থাকে তাহাকে সাধুভাষা (written language) কহে।

২। কোন একটী বর্ণ, অথবা দুই তিনটী বা ততোধিক বর্ণের সংহতিকে 'শব্দ' বলে। যথা, ব্+আ+ল্+অ+ক্+অ=বালক; স্+অ+ক্+অ+ল্+অ=সকল; ভ্+আ+ষ্+আ=ভাষা; এখানে 'বালক', 'সকল' ও 'ভাষা' এই তিনটী 'শব্দ'।

৩। 'শব্দ'সকলে বিভক্তি যোগ করিলে উহাদিগকে 'পদ' বলে।

যথা, সুশীল 'বালককে' 'সকলে' ভালবাসে। এখানে 'বালক' শব্দের উত্তর কর্ম্মকারকের (দ্বিতীয়া) এবং 'সকল' শব্দের উত্তর কর্ত্তৃকারকের (প্রথমা) বিভক্তি যোগ করাতে উহারা 'পদ' হইয়াছে।

৪। কতকগুলি পদ পর পর যথানিয়মে বিন্যস্ত হইয়া যদি একটী সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই পদসংহতিকে 'বাক্য' (sentence) বলে। যথা, শিশু হাসিতেছে ; পাটলিপুত্রনগরে চন্দ্রগুপ্ত নামে রাজা ছিলেন ; আপনার শুভাগমনে গৃহ পবিত্র হইল ইত্যাদি।

৫। যদি কতকগুলি পদ পর পর যথানিয়মে বিন্যস্ত হইয়া একটী সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ না করিয়া কেবল উহার অংশমাত্র প্রকাশ করে তাহা হইলে ঐ পদসংহতিকে 'বাক্যাংশ' (part of a sentence) কহে। যথা, দশরথ রাজাসনে আসীন হইলে ; আপনার শুভাগমনে ; তিনি না আসায় ; বয়োবৃদ্ধির সহিত ; পর্ব্বতে আরোহণ করিবার জন্য ইত্যাদি। এই সকল স্থলে বক্তার সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশিত হইতেছে না, এই জন্য ইহাদিগকে 'বাক্য' না বলিয়া 'বাক্যাংশ' বলে।

(ক) কোন কোন স্থলে একটী মাত্র পদও বাক্যাংশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যথা, শিশু হাসিতেছে ; আমি যাইতেছি ; তুমি থাক ; ইত্যাদি স্থলে দুইটী মাত্র পদদ্বারা বাক্যগুলি গঠিত হইয়াছে ; সুতরাং উহাদের প্রত্যেকটী, এক একটী বাক্যাংশ।

৬। বাক্যান্তর্গত পদগুলির যথারীতি বিন্যাসকে 'বাক্যরচনা' বলে।

৭। যখন একটীমাত্র মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য কয়েকটী পদ যথানিয়মে বিন্যস্ত হইয়া লিখিত হয়, তখন উহা 'বাক্য' বলিয়া অভিহিত হয়। কোন একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া ঐরূপ বহুসংখ্যক বাক্য যথারীতি লিখিত হইলে, তাহাকে 'প্রবন্ধ' কহে।

৮। যে সকল পদ লইয়া একটী বাক্য গঠিত হয়, ঐ সকল পদের পরস্পর সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। ঐ সম্বন্ধ তিন প্রকার—যোগ্যতা,

আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহকে বাক্য বলেন।

৯। যদি বাক্যের অন্তর্গত পদসকলের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ থাকে যে তদ্দ্বারা উহাদের অন্বয়টী অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া যায়, এবং অর্থবোধেরও কোনরূপ বাধা হয় না, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধকে 'যোগ্যতা' বলে। যথা, 'কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিতেছি' বলিলে, কর্ণদ্বারা শ্রবণ সম্ভব; অতএব এ স্থলে যোগ্যতা আছে বলিয়া, ঐ পদগুলি মিলিত হইয়া একটী বাক্য হইতে পারে। কিন্তু যদি বলা যায় 'সে কর্ণদ্বারা দর্শন করিতেছে', তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কর্ণদ্বারা দর্শন অসম্ভব; সুতরাং এস্থলে যোগ্যতা নাই বলিয়া, উহারা মিলিত হইয়া বাক্য হইতে পারে না। এইরূপ যে সকল স্থলে পদগুলির মধ্যে যোগ্যতা না থাকে, সেই সকল স্থলে ঐ পদগুলি একত্র মিলিত হইয়া বাক্য হইতে পারে না।

(ক) কিন্তু উপহাসস্থলে বা দৈবশক্তির বর্ণনাকালে কখন কখন পদসকলে যোগ্যতা না থাকিলেও, উহারা মিলিত হইয়া বাক্য হইতে পারে। যথা, উপহাস—(১) তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিয়া শ্রান্তি দূর কর; (২) তুমি পা মাথায় করিয়া আসিয়াছ নাকি?

(৩) "মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে শান্ত ক'ল্লে বকে।
ভেকের শোকে সাঁতার পানি হেরি সাপের চোকে॥"

এই সকল বাক্য কেবল পরিহাস কৌতুকাদিব্যঞ্জক মাত্র। দৈবশক্তির বর্ণনা যথা,—

"পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও রাজপদ, কারে করবা ভিখারী॥"

১০। যদি কোন বাক্যের অন্তর্গত একটী পদ বা পদসমূহ ব্যতিরেকে ঐ বাক্যের অন্তর্গত অপর কোন পদ বা পদসমূহের অন্বয়বোধ না হয়, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী পদ বা পদসমূহের সহিত, ঐ পরবর্ত্তী পদ বা

পদসমূহের যে সম্বন্ধ তাহাকে 'আকাঙ্ক্ষা' কহে। যথা, 'বায়ু' এই পদটীর প্রয়োগ করিয়া যদি 'বহিতেছে' এই পদটীর প্রয়োগ না করা যায়, তাহা হইলে 'বায়ু' এই পূর্ব্বপদটীর অন্বয় বোধ হয় না; সুতরাং 'বায়ু বহিতেছে' এই দুইটী আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদ। এইরূপ রাম শ্যামকে' এই দুইটী পদের প্রয়োগ করিয়া যদি 'ভালবাসে' এই পদটীর প্রয়োগ না করা যায়, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী পদ দুইটীর অন্বয় বোধ হয় না,; সুতরাং 'রাম শ্যামকে ভালবাসে' এই তিনটী আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদ। এইরূপ আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদসকল মিলিত হইয়া বাক্য হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, অগ্নি, বায়ু, এইরূপ পদ সকল একত্র প্রয়োগ করিলে বাক্য হয় না, যেহেতু ঐ সকল পদে আকাঙ্ক্ষা নাই। অতএব যে সকল পদ আকাঙ্ক্ষাযুক্ত নহে, তাহারা মিলিত হইয়া বাক্য হইতে পারে না।

১১। কোন বাক্যমধ্যে একটী পদ বা পদসমূহের প্রয়োগ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যে অন্যপদ বা পদসমূহের প্রয়োগ করিতে হয় তাহাকেই 'আসত্তি' কহে (ঐ পদগুলি অবশ্যই যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হওয়া চাই)। আসত্তিযুক্ত পদ সকলই বাক্য হইয়া থাকে। যথ, বৃষ্টি হইতেছে; রামচন্দ্র রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যে সকল পদে আসত্তি নাই, তাহারা মিলিত হইয়া বাক্য হইতে পারে না। যথা, আজ কাহারও নিকট 'বৃষ্টি' এই পদটীর বা 'রামচন্দ্র রাবণকে' এই দুইটী পদের প্রয়োগ করিয়া যদি পরদিন 'হইতেছে' এই পদটী বা 'বিনাশ করিয়াছিলেন' এই দুইটী পদের প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল পদে আসত্তি থাকে না। যেহেতু 'বৃষ্টি' এই পদটীর অব্যবহিত পরেই 'হইতেছে' এই পদটী অথবা 'রামচন্দ্র রাবণকে' এই দুইটী পদের অব্যবহিত পরেই 'বিনাশ করিয়াছিলেন' এই দুইটী পদের প্রয়োগ করা হইল না। অতএব ঐরূপে প্রয়োগ করিলে উহারা বাক্য হইতে পারে না।

(ক) 'যাইতেছিলাম আমি একাকী' অথবা "কহিতে লাগিলা দেবী ঈষৎ হাসিয়া" ইত্যাদি বাক্যসকলে আসত্তি আছে; যেহেতু উহাদের অর্থবোধের কোনরূপ বাধা হইতেছে না, এবং ঐ বাক্যস্থিত পদগুলি সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চারিত হইতেছে। কালবিলম্বও হইতেছে না, কিংবা কোন বাক্যের ব্যবধানদ্বারা অর্থবোধের কোন বাধাও হইতেছে না।

শব্দ ও পদ (words)

১। শব্দ তিনপ্রকার—রূঢ়, যৌগিক ও যোগরূঢ়।

২। যে শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়-লভ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটী প্রসিদ্ধ অর্থ বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে 'রূঢ়' শব্দ কহে। যথা মণ্ডপ, গো, কুঞ্জর, ব্যাঘ্র, পঞ্চাস্য ইত্যাদি।

৩। যে শব্দদ্বারা কেবল প্রকৃতি-প্রত্যয়-লভ্য অর্থের বোধ হয়, তাহাকে যৌগিক শব্দ কহে। যথা, অধ্যাপক, পাচক, কর্ত্তা, খেচর, কৌরব, পাণ্ডব, গায়ক ইত্যাদি।

৪। যে শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়-লভ্য অর্থ বুঝাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে 'যোগরূঢ়' শব্দ কহে। যথা, পঙ্কজ, জলনিধি, হস্তী, দ্বিরেফ, জলধর ইত্যাদি।

৫। পদ পাঁচপ্রকার—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া।

বিশেষ্য (Noun)।

১। যে শব্দদ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, গুণ বা কার্য্যাদির বোধ হয়, তাহাকে বিশেষ্য (Noun) কহে। বিশেষ্য শব্দ ব্যক্তিবাচক, বস্তুবাচক, জাতিবাচক, গুণবাচক হইয়া থাকে। যথা রাম, জল, অশ্ব, সৌন্দর্য্য, গমন ইত্যাদি।

২। লিঙ্গ, পুরুষ, বচন ও কারক ভেদে বিশেষ্যপদের নানাপ্রকার রূপ হইয়া থাকে।

লিঙ্গ (Gender)।

১। লিঙ্গ তিনপ্রকার—পুংলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ।

২। যে শব্দে পুরুষজাতির বোধ হয়, তাহা পুংলিঙ্গ। যথা, রাজা, পুত্র, মানব, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি।

৩। যে শব্দ দ্বারা স্ত্রী কিংবা পুরুষ কোন জাতিরই বোধ হয় না, তাহা ক্লীবলিঙ্গ। যথা, দধি, মধু, ফল, বন, মূল, গমন ইত্যাদি।

(ক) বঙ্গভাষায় পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের কোন রূপভেদ নাই।

৪। যে শব্দে স্ত্রীজাতির বোধ হয়, তাহা স্ত্রীলিঙ্গ। যথা রাজ্ঞী, কন্যা, বালিকা, মানবী, হস্তিনী ইত্যাদি।

স্ত্রীপ্রত্যয় (Feminine affixes)।

৫। স্ত্রীলিঙ্গের সাধারণতঃ অকারন্ত শব্দের অ'কার স্থানে 'আ'কার হয়। যথা, কোকিল—কোকিলা, মূষিক—মূষিকা, সরল—সরলা, বাম—বামা, কৃশ—কৃশা, চপল—চপলা, দ্বিজ—দ্বিজা ইত্যাদি।

৬। 'অক'ভাগান্ত শব্দের 'অ'কার স্থানে স্ত্রীলিঙ্গে 'আ'কার হইলে 'ক'এর পূর্ব্ববর্ত্তী 'অ'কার স্থানে 'ই' হয়। যথা, পাচক—পাচিকা, নায়ক—নায়িকা, গায়ক—গায়িকা, কারক—কারিকা ইত্যাদি।

(ক) মক্ষিকা, পিপীলিকা, বলাকা, পুত্তিকা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ।

৭। জাতিবাচক 'অ'কারান্ত শব্দের 'অ'কার স্থানে স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' হয়। যথা, মানুষ—মানুষী, হংস—হংসী, ছাগ—ছাগী, রজক—রজকী, সিংহ—সিংহী, কুরঙ্গ—কুরঙ্গী, গোপ—গোপী, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী ইত্যাদি।

৮। মাতৃ, ননান্দৃ, দুহিতৃ, স্বসৃ ও যাতৃ শব্দ ভিন্ন সমস্ত 'ঋ'কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' হয় এবং 'ঋ' স্থানে 'র' হয়। যথা, কর্তৃ—কর্ত্রী, ধাতৃ—ধাত্রী, দাতৃ—দাত্রী। দুহিতা, মাতা, স্বসা ইত্যাদি।

৯। 'ইন' ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' হয়। যথা, গুণিন্—গুণিনী, ধনিন্—ধনিনী, তেজস্বিন্—তেজস্বিনী ইত্যাদি।

১০। সীমন্ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ভিন্ন 'অন্'ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' হয় এবং 'অন্'এর 'অ'কারের লোপ হয়। যথা রাজন্—রাজ্ঞী, নামন্—নাম্নী ইত্যাদি।

(ক) শ্বন্—শুনী, যুবন্—যূনী, যুবতী ও যুবতি; বিদ্বস্—বিদুষী; এইরূপ হইয়া থাকে।

১১। 'বৎ' 'মৎ' ও 'অৎ'ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' হয়। যথা, গুণবৎ—গুণবতী, বুদ্ধিমৎ—বুদ্ধিমতী, সৎ—সতী ইত্যাদি।

১২। 'ঈয়স্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' হয়। যথা, পাপীয়স্—পাপীয়সী, গরীয়স্—গরীয়সী ইত্যাদি।

১৩। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভিন্ন পূরণবাচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' হয়। যথা, চতুর্থ—চতুর্থী, পঞ্চম—পঞ্চমী, একাদশ—একাদশী ইত্যাদি। প্রথম—প্রথমা, দ্বিতীয়—দ্বিতীয়া, তৃতীয়—তৃতীয়া।

পুরুষ (Person)।

১। পুরুষ তিনপ্রকার—প্রথম, মধ্যম ও উত্তম। অস্মদ্ শব্দ (আমি) উত্তমপুরুষ (1st person), যুস্মদ্ শব্দ (তুমি) মধ্যমপুরুষ (2nd person) এবং এতদ্ভিন্ন যাবতীয় শব্দ প্রথমপুরুষ (3rd person)

বচন (Number)।

১। বাঙ্গালাভাষায় বচন দুইটী—একবচন (singular) এবং বহুবচন (plural)।

২। একবচনে শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না। যথা, যুবা হাসিতেছে, বৃদ্ধ নিদ্রা যাইতেছে ইত্যাদি।

(ক) শব্দবিশেষে একবচনে 'টী' বা 'টা' সংযুক্ত হয়। যথা, শিশুটী খেলা করিতেছে ; ঘোড়াটা দৌড়িয়া গেল ইত্যাদি।

(খ) সংখ্যাবাচক শব্দে সকল বচনেই 'টী' বা 'টা' সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, একটী, দুইটী, তিনটী, চারিটা, ছয়টা ইত্যাদি।

৩। বহুবচনে শব্দের উত্তর রা, এরা, দিগ, গণ, সকল, গুলি, গুলা ইত্যাদি বহুত্ববোধক চিহ্ন প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, পশুরা, লোকেরা, বালকগণ, মনুষ্যসকল, পুস্তকগুলি, বানরগুলা, পক্ষীদিগকে ইত্যাদি।

৪। জাতি বুঝাইলে অনেকস্থলে বহুবচনের পরিবর্ত্তে একবচন ব্যবহৃত হয়। যথা, সিংহ শ্বাপদদিগের মধ্যে বলবান্।

কারক (Case)।

১। বাঙ্গালাভাষায় কারক ছয় প্রকার—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। এতদ্ব্যতীত সম্বোধন, হেতু, সম্বন্ধ, নির্দ্ধার প্রভৃতিকে উপপদ কহে।

কর্ত্তা (Nominative)।

১। কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগে কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। একবচনে প্রায়ই কোন বিভক্তি বা চিহ্ন থাকে না। যথা, রাম গমন করিতেছে ; মৃগ দৌড়িতেছে ; বৃষ্টি হইতেছে ; তুমি প্রস্থান কর ইত্যাদি।

২। কোন কোন স্থলে কর্ত্তৃকারকে 'এ' এবং 'আয়'বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'লোকে' বলে ; 'চন্দ্রকিরণে' দিঙ্মণ্ডল আলোকময় করিয়াছে ; 'পিপীলিকায়' উৎপাত করিতেছে ইত্যাদি।

৩। যদি সমাপিকা ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে 'তে' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহা হইলে কর্ত্তৃকারকে 'য়', 'র' বা 'কে'বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'আমায়' সকলসুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল ; 'তোমার' ইহা করিতে হইবে না ; 'আমাকে' যাইতেই হইবে ইত্যাদি।

৪। যদি 'না' পূর্ব্বক 'লে'যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার পর 'নয়' এই সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহা হইলে কর্তৃকারকে 'র'বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'রামের' না গেলে নয় ইত্যাদি।

৫। কৃদন্ত পদের যোগে কর্ত্তায় 'র'বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা, 'আমার' পিপাসা, 'রামের' পূজ্য, 'হরির' শয়ন ইত্যাদি।

(ক) 'ক্ত' প্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তায় 'র'বিভক্তি যুক্ত হয় না। যথা, 'রামচন্দ্র' রাজপদে আরূঢ় হইলেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে বিহিত 'ক্ত' প্রত্যয়ের যোগে হয়। যথা, 'রামের' বিদিত; 'সকলের' পূজিত; 'পণ্ডিতগণের' অনুমোদিত ইত্যাদি।

৬। পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াস্থলে কর্ত্তায় 'এ' এবং 'য়' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা, 'পণ্ডিতে' 'পণ্ডিতে' বিচার করিতেছেন; 'ছেলেয়' 'ছেলেয়' মারামারি করিতেছে ইত্যাদি।

৭। কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগে কর্ত্তায় 'কর্তৃক' এই তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন বা সম্বন্ধের বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা, হরিণ, 'ব্যাঘ্রকর্তৃক' আক্রান্ত হইয়াছে; নৃপতি 'কোন ব্যক্তি কর্তৃক' পঠ্যমান শ্লোকটী শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; 'আমার' রঘুবংশ পড়া হইয়াছে ইত্যাদি।

(ক) কর্ম্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত পদের কর্তৃকারকে কখন 'কর্তৃক' কখন বা 'র' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা, রামায়ণ মহর্ষি 'বাল্মীকিকর্তৃক' রচিত; মহাভারত 'বেদব্যাসের' প্রণীত ইত্যাদি।

(খ) কখন কখন কর্ম্মবাচ্যে কর্তৃপদের উত্তর 'হইতে,' 'নিকট,' 'কাছে' প্রভৃতি বিভক্তিও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, আমার বন্ধু 'তোমা হইতে' অবমানিত হইয়াছেন; পৃথ্বীরাজ 'মুসলমানদিগের নিকট' পরাভূত হইয়াছিলেন ইত্যাদি।

৮। ভাববাচ্যের প্রয়োগে কর্ত্তার 'র' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা, 'আমার' এখানে থাকা হইবে না; 'তোমার' যাওয়া হইবে না ইত্যাদি।

(ক) কর্ম্ম ও ভাববাচ্যের প্রয়োগে কখন কখন 'কে' প্রভৃতি দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'তাহাকে' এই পুস্তকখানি পাঠ করিতেই হইবে; 'তোমাকে' থাকিতেই হইবে ইত্যাদি।

৯। কোন কোন অকর্ম্মক ধাতুর প্রয়োগে কখন কখন কর্ত্তৃকারকে 'কে' প্রভৃতি দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন যুক্ত হয়। যথা, 'তাঁহাকে' কি তোমার মনে হয়?

কর্ম্ম (Objective)।

১। কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। বাঙ্গালা ভাষায় কে, রে, এ, এরে, য়, এই গুলি দ্বিতীয়া বিভক্তিব চিহ্ন। যথা, তিনি আমাকে ডাকিতেছেন; হরিরে ডাক; চোরেরে ধর; আমায় ধর।

(ক) অনেক স্থলে প্রাণিবাচক শব্দের পব দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন থাকে না। যথা, সর্প দেখিয়া সকলেই ভীত হয় ইত্যাদি।

২। কতকগুলি ক্রিয়ার দুইটী করিয়া কর্ম্ম থাকে। উহাদের একটীকে মুখ্য বা প্রধান এবং অপরটীকে গৌণ বা অপ্রধান কর্ম্ম কহে। মুখ্য কর্ম্মে বিভক্তির যোগ না হইয়া গৌণকর্ম্মেই যোগ হইয়া থাকে। যথা, গুরু শিষ্যকে শাস্ত্র পড়াইতেছেন; শিষ্য গুরুকে শাস্ত্র জিজ্ঞাসা করিতেছে; এস্থলে 'শিষ্যকে' ও 'গুরুকে' এই দুইটী গৌণ কর্ম্ম।

৩। উদ্দেশ্য বিধেয় এবং প্রকৃতি বিকৃতি স্থলে উভয়েই এককারক। কর্ম্মকারক স্থলে উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি পদেই বিভক্তি থাকে। যথা, পিতামাতাকে দেবতা জ্ঞান করিবে; দুগ্ধকে দধি করিতেছে। এখানে 'পিতামাতাকে' উদ্দেশ্য এবং 'দেবতা' বিধেয়, উভয়ই কর্ম্মপদ; 'দুগ্ধকে' প্রকৃতি এবং 'দধি' বিকৃতি, উভয়ই কর্ম্মপদ।

৪। বিশেষ্য-ভাবাপন্ন ক্রিয়ার কর্ম্মে প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন প্রযুক্ত হয়। যথা, 'রাজার' দর্শন অর্থাৎ 'রাজাকে' দেখা ইত্যাদি।

৫। বিস্ময়স্থলে কর্ম্মকারকে প্রায়ই বিভক্তি থাকে না। যথা, আহা! এমন সুন্দর 'পুরুষ' কখন দেখি নাই ইত্যাদি।

৬। কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, 'তিনি' ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। কখন কখন দ্বিতীয়া বিভক্তিও হয়। যথা, 'তাহাকে' আহ্বান করা হইয়াছে; 'তোমাকে' সুন্দর দেখাইতেছে।

করণ (Instrumental)।

১। করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। বাঙ্গালা ভাষায় দ্বারা, দিয়া, এ, তে, এতে, য়, করিয়া বা করণক, এইগুলি তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন; যথা, 'অস্ত্রদ্বারা' ছেদন করিতেছে; তিনি এই পুত্তলিকাটী 'হস্তে' প্রস্তুত করিয়াছেন; 'চক্ষু দিয়া' দেখিতেছে; আকাশ 'মেঘে' বা 'মেঘেতে' আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; তিনি 'পীড়ায়' দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন; তিনি 'রথে করিয়া' এখানে আসিয়াছেন ইত্যাদি।

২। ক্রীড়ার্থ ধাতুর করণকারকে প্রায়ই বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না। যথা, তাঁহারা 'পাশা' খেলিতেছেন ইত্যাদি।

সম্প্রদান (Dative)।

১। বাঙ্গালা ভাষায় সম্প্রদান কারকের পৃথক্ বিভক্তি নাই। কর্ম্মকারকের বিভক্তি দ্বারাই সম্প্রদানের প্রয়োগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যথা, 'দরিদ্রকে' ধন দাও; 'দুর্য্যোধনে' কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।"

২। স্বত্ব ত্যাগ করিয়া কোন বস্তু না দিলে দান সিদ্ধ হয় না। সেরূপ দান না হইলে সম্প্রদান কারকও হয় না। যথা, রজককে বস্ত্র দিতেছে; এস্থলে 'রজককে' এইটী কর্ম্মকারক, সম্প্রদান নহে।

অপাদান (Ablative)।

১। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। বাঙ্গালা ভাষায় 'হইতে' বা 'থেকে' এই দুইটী পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন। যথা, 'বৃক্ষ হইতে' পত্র পতিত

হইতেছে; 'ব্যাঘ্র হইতে' ভীত হইতেছে; 'মৃত্যু হইতে' রক্ষা পাইল; 'স্বর্ণ হইতে' লৌহ পৃথক্; 'এখানথেকে' যাও ইত্যাদি।

২। অপাদান কারকে কখন কখন 'এ', 'এতে,' 'তে' বা 'য়' বিভক্তি হয়। যথা, 'লোকমুখে' শুনিয়াছি; 'মেঘেতে' বৃষ্টি হয়; 'জলে' বাষ্প হয়; 'লোহাতে' বা 'লোহায়' অস্ত্র প্রস্তুত হয় ইত্যাদি।

৩। আরোহণ করিয়া, থাকিয়া, উঠিয়া, উঠিলে, প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থে কখন কখন শব্দের উত্তর অপাদানের বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'পর্ব্বত হইতে' সমুদ্র দেখিতেছে অর্থাৎ 'পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া' সমুদ্র দেখিতেছে; 'ছাদ হইতে' তাহাকে মারিলেন অর্থাৎ 'ছাদে থাকিয়া' তাহাকে মারিলেন ইত্যাদি।

৪। দূর, ক্রোশ, যোজনাদি শব্দের যোগে. প্রথমসীমাবোধক শব্দের উত্তর অপাদানের বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা, 'কলিকাতা হইতে' কাশী অনেক দূর; 'এখান থেকে' কাশী ২৭০ ক্রোশ ইত্যাদি।

অধিকরন (Locative)।

১। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়! এ, এতে, তে, য়, এইগুলি সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন। যথা, 'বায়ুতে' কীটাণু আছে; রামচন্দ্র 'রাজপদে' প্রতিষ্ঠিত হইলেন; 'পৃথিবীতে' সকল বস্তুই আছে; মৎস্যেরা 'জলে' বাস করে; তিনি 'শয্যায়' শয়ন করিতেছেন ইত্যাদি।

২। অধিকরণ তিন প্রকার—কাল, ভাব ও আধার।

৩। যে কালে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাকে কালাধিকরণ কহে। যথা, 'রাত্রিতে' চন্দ্রোদয় হয়; 'শরৎকালে' আকাশমণ্ডল নির্ম্মল হয়; 'বর্ষায়' আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে ইত্যাদি।

৪। যদি কোন ভাববাচক পদদ্বারা 'হইলে,' 'করিলে' এইরূপ অর্থ বুঝায়, তাহা হইলে সেই পদটী ভাবাধিকরণ হয়। যথা, 'সূর্য্যোদয়ে'

(অর্থাৎ 'সূর্য্যোদয় হইলে') অন্ধকার দূরীভূত হইল ; তাঁহার 'গমনে' (অর্থাৎ তিনি 'গমন করিলে') আমি দুঃখিত হইয়াছি ইত্যাদি।

৫। যে স্থানে ক্রিয়াটী সম্পন্ন হয় তাহাকে আধারাধিকরণ কহে। আধার চারিপ্রকার—বিষয়, সামীপ্য, একদেশ ও সাকল্য। যথা, 'ধর্ম্মে' (ধর্ম্মবিষয়ে) মতি আছে ; তিনি 'পম্পাসরোবরে' (পম্পাসরোবরসমীপে) অবস্থান করিতেছেন ; 'কাননে' (কাননের একদেশে) সিংহ বাস করে ; 'তিলে' (তিলের সকল অংশ ব্যাপিয়া) তৈল আছে।

৬। দিন, দিবস, যখন, তখন প্রভৃতি কালবাচক এবং বাটী প্রভৃতি স্থানবাচক শব্দে অনেক সময় বিভক্তি থাকে না। যথা, যে 'দিন' তিনি আসিবেন, সেই 'দিন' তুমি যাইবে ; সে 'দিবস' আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম ; তিনি 'যখন' আসিবেন, আমি 'তখন' যাইব ; ঈশ্বর 'চিরকাল' আছেন ; আমি 'বাটী' যাই ; তিনি 'কাশী' গিয়াছেন ইত্যাদি।

(ক) কোন কোন স্থলে বিভক্তি থাকে। যথা, 'যৎকালে' তিনি এখানে ছিলেন, 'সে সময়ে এখানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ; 'এক্ষণে' তিনি এখানে থাকেন না ইত্যাদি।

৭। যদি একটী বিশেষ্য পদের দুইটী কারক হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সমীপবর্ত্তী ক্রিয়ার অনুসারেই কারক হইয়া থাকে। যথা, গোপালকে পড়াইলে পণ্ডিত হইত ; এখানে 'গোপাল' এই পদে, অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী 'হইত' এই ক্রিয়ার কর্ত্তৃকারক হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও উহা সমীপবর্ত্তী 'পড়াইলে' এই ক্রিয়ার কর্ম্ম হইল।

সম্বন্ধ (Possessive)।

১। সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। 'র' এবং 'এর' এই দুইটী ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন। সম্বন্ধ চারি প্রকার—স্বস্বামিত্ব, জন্যজনকত্ব, অবয়বাবয়বিত্ব

এবং আধারাধেয়ত্ব। ক্রমিক উদাহরণ যথা, 'রামের' পুস্তক; 'গোপালের' পুত্র; 'আমার' হস্ত; 'নদীর জল ইত্যাদি।

২। প্রতি, সহিত, সমান, নিকট, দিকে, পর, উপরি, উপর, উচিত, উপযুক্ত প্রভৃতি শব্দ ও ঐ সকল অর্থপ্রকাশক শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, 'দীনের' প্রতি দয়া কর; 'আমার' সহিত আইস; 'ক্রোধের' সমান রিপু নাই; 'পিতামাতার' নিকট সকলেই ঋণী; তিনি 'মাঠের' দিকে যাইতেছেন; 'দিনের' পর দিন যাইতেছে; তোমাকে সাহায্য করা 'আমার' উচিত; 'আমার' উপর তাঁহার দয়া নাই; ইহা 'আপনার উপযুক্ত নহে ইত্যাদি।

৩। সমুদয় স্বজাতীয় হইতে একের যে পৃথক্‌করণ তাহাকে নির্দ্ধার কহে। নির্দ্ধারে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, কালিদাস 'কবিদিগের' শ্রেষ্ঠ; রামচন্দ্র 'নৃপতিদিগের' শ্রেষ্ঠ; হিমালয় 'পর্ব্বতের' শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

৪। 'নিমিত্তার্থ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, 'জ্ঞানের' নিমিত্ত অধ্যয়ন; 'কুণ্ডলের' জন্য স্বর্ণ ইত্যাদি।

(ক) নিমিত্ত অর্থ বুঝাইলে ও 'শোক' শব্দ পরে থাকিলে, যাহার জন্য শোক হয় তদর্থবোধক শব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, রাজা দশরথ 'পুত্রের' শোকে কাতর হইলেন; রামচন্দ্র 'সীতার' শোকে ব্যাকুল হইলেন; তুমি 'পত্নীর' শোকে বিহ্বল হইয়াছ ইত্যাদি।

৫। দুই বিশেষ্যের অভেদরূপে অন্বয় হইলে অথবা স্বরূপার্থ বুঝাইলে কখন কখন ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, " 'লঙ্কার' পঙ্কজরবি গেল অস্তাচলে" অর্থাৎ লঙ্কারূপ পঙ্কজের রবি অস্তাচলে গমন করিল ইত্যাদি।

৬। 'নির্ম্মিত' 'বিশিষ্ট' প্রভৃতি অর্থেও কখন কখন ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, 'মৃত্তিকার' পাত্র; 'সুবর্ণের' অলঙ্কার; 'নীলবর্ণের' পুষ্প।

সম্বোধন (Vocative)।

১। কাহাকেও আহ্বান করিলে, তদবস্থাপন্ন ব্যক্তি বা বস্তু সম্বোধনের আশ্রয় হইয়া থাকে। সম্বোধনের রূপ ঠিক কর্ত্তৃকারকের ন্যায়। সম্বোধনপদের সহিত 'ওহে', 'হে', 'ও', 'অয়ি', 'ওগো', 'হা', 'রে', 'ওরে', 'অরে'. 'আরে', 'হাঁরে', 'হলো', 'লো, প্রভৃতি সম্বোধনসূচক অব্যয়শব্দ গুলি প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, হে শিশু; ওহে বণিকেরা; অহে শিশুরা; হা পুত্র; ও গোপাল ইত্যাদি

(ক) কখন কখন সম্বোধনপদের সহিত ঐ সকল অব্যয়শব্দ ব্যবহৃত হয় না। সম্বোধনপদের পর যুষ্মদর্থক পদের প্রয়োগ আবশ্যক। যথা, 'গোপাল', 'তুমি' অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান কর; 'যদু', 'তুমি' ভাল আছ? 'বালকগণ' তোমরা' পাঠে মনোনিবেশ কর ইত্যাদি।

২। কখন কখন একবচনে সম্বোধনের রূপান্তর হইয়া থাকে। যথা, হে ধনিন্; রে দুর্মতে; হে সখে; হা ভগবন্; হা প্রেয়সি; হে অশ্ব; হে মাতঃ; অয়ি জননি ইত্যাদি।

বিভক্তিনির্ণয় (Case-endings)।

১। 'ধিক্' শব্দের যোগে শব্দসকলে 'কে', 'এ' বা 'য়' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা, 'তোমাকে' ধিক্; আমার 'জীবনে' ধিক্; এ 'কথায়' ধিক্, এরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে ধিক্, পাপীকে ধিক্ ইত্যাদি।

২। 'বিনা' শব্দটী কোন শব্দের পরে প্রযুক্ত হইলে সেই শব্দে প্রায়ই কোন বিভক্তি থাকে না। যথা, 'বিষ্ণু' বিনা লক্ষ্মী থাকেন না। কিন্তু কোন শব্দের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইলে, ঐ শব্দে প্রায়ই 'এ' বিভক্তি হয়। যথা, বিনা 'ক্রন্দনে' তাঁহার দিন যায় না। ইত্যাদি

(ক) 'বিনা শব্দটী কোন বহুবচনান্ত পদের পরে প্রযুক্ত হইলে

উহাতেও প্রায়ই কোন বিভক্তি থাকে না। যথা, 'মহাত্মারা' বিনা এই কার্য্য হইতে পারে না ইত্যাদি।

৩। ব্যতীত, ব্যতিরেকে, ভিন্ন, বই, ছাড়া, প্রভৃতি শব্দগুলি প্রায়ই শব্দের পরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং তখন ঐ শব্দে প্রায়ই কোন বিভক্তি থাকে না। যথা, 'অধ্যয়ন' ব্যতীত জ্ঞান হয় না; 'জ্ঞান' ব্যতিরেকে যশ হয় না; 'ভক্তি' ভিন্ন বা 'ভক্তি' বই মুক্তি হয় না; 'তুমি ছাড়া কেহই যাইতে পারিবে না ইত্যাদি।

৪। নির্দ্ধার অর্থাৎ জাতি, গুণ বা ক্রিয়া দ্বারা বহুর মধ্যে এক বা অনেকের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে, যাহা হইতে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতেছে সেই শব্দের উত্তর 'অপেক্ষা', 'চেয়ে', 'কত্তে' প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হয়; কখন কখন হইতে বা সম্বন্ধের বিভক্তিও প্রযুক্ত হয়। যথা, রাম 'গোপাল অপেক্ষা' বুদ্ধিমান্; ক্ষত্রিয়েরা 'সকল জাতি অপেক্ষা' সাহসী; 'কাষ্ঠ হইতে' লৌহ কঠিন; লক্ষণ 'রামের ছোট ইত্যাদি।

(ক) নির্দ্ধার অর্থে কখন কখন 'মধ্যে' এই শব্দটী শব্দের উত্তর প্রযুক্ত হয় এবং তখন প্রায়ই ঐ শব্দে সম্বন্ধের বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে। যথা, রাজা জনক 'রাজর্ষিদিগের মধ্যে' জ্ঞানী ছিলেন; 'পশুর মধ্যে' সিংহ বলবান; 'আমাদিগের মধ্যে' গোপাল বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি।

৫। স্থানে, কাছে, ঠাঁই, নিকট, প্রভৃতি শব্দের যোগে কখন কখন শব্দের উত্তর সম্বন্ধের বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'দেবতার স্থানে' দাও; 'আমার কাছে' এস; 'তাঁহার ঠাঁই' টাকা রাখ; 'আমার নিকট' গচ্ছিত রাখ। কখন কখন স্থানে, কাছে প্রভৃতি শব্দগুলিতেও অপাদান বা অধিকরণের বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা, পুস্তকখানি আমার 'নিকটে' ছিল; রামের 'নিকট হইতে' পুস্তকখানি আনয়ন কর; তাঁর 'কাছ থেকে' আনা কঠিন ইত্যাদি।

৬। কোন শব্দের উত্তর অপেক্ষার্থক শব্দ প্রযুক্ত হইলে, ঐ শব্দ

সম্বোধন ভিন্ন সকল কারকেই ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু উহার উত্তর কোন বিভক্তি প্রযুক্ত হয় না। যথা, 'শ্যাম' অপেক্ষা রাম পরিশ্রম করিতে পারে; এখানে 'শ্যাম' কর্ত্তৃকারক। 'শ্যাম' অপেক্ষা রামকে পরিশ্রমী বলিতে হইবে; এখানে 'শ্যাম' কর্ম্মকারক। এইরূপ 'চক্ষু' অপেক্ষা দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দূরের বস্তু ভাল দেখা যায়; 'ধনবান' অপেক্ষা দরিদ্রকে ধনদান করা ভাল; 'হিংস্র জন্তু' অপেক্ষা খল হইতে অধিক ভয় জন্মে; 'পল্লিগ্রাম' অপেক্ষা সহরে অধিক লোকের বাস ইত্যাদি।

৭। ক্রোশ, হস্ত, যোজন প্রভৃতি পরিমাণবাচক এবং গ্রাম নগর স্থান প্রভৃতি দেশবাচক শব্দের যোগে, গমনার্থক প্রভৃতি অকর্ম্মক ধাতু সকর্ম্মক হয় অর্থাৎ ঐ 'ক্রোশ' 'হস্ত' প্রভৃতি শব্দগুলিই উহাদের কর্ম্ম হইয়া থাকে। যথা, আমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক 'ক্রোশ' ভ্রমণ করিয়া থাকি; তিনি নানা 'স্থান' পর্য্যটন করেন; আমরা অনেক 'পথ' অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি ইত্যাদি।

৮। বিশিষ্ট অর্থ বুঝাইলে কখন কখন 'নাম' শব্দের উত্তর 'এ বিভক্তি এবং 'জাতি' শব্দের উত্তর 'তে' বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, দশরথ 'নামে' রাজা ছিলেন; তিনি 'জাতিতে' ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

৯। ক্রিয়ার বিশেষণে প্রায়ই 'এ' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়; কোথাও বা বিভক্তির চিহ্ন থাকে না। যথা, তিনি 'কুশলে' আছেন; তুমি 'সুখে' থাক; আমি 'দুঃখে' কালযাপন করিতেছি; 'শীঘ্র' যাও ইত্যাদি।

১০। প্রয়োজনার্থ শব্দের যোগে প্রায়ই শব্দসকলে 'এ' বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, আমাদের 'ধনে' প্রয়োজন নাই; "কি ফল 'বিলাপ' তব কি ফল 'রোদনে'" ইত্যাদি।

১১। 'নমস্কারার্থক শব্দের যোগে শব্দসকলে 'কে' 'এ' প্রভৃতি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'তাঁহাকে' নমস্কার; 'পিতৃচরণে' প্রণাম; "নমি আমি কবিগুরু বাল্মীকির 'পদে'" ইত্যাদি।

১২। ব্যাপ্তি অর্থ বুঝাইলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, কিন্তু প্রায়ই বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না। যথা, সে 'দুই বৎসর' ব্যাকরণ পড়িতেছে; আমি 'তিন বৎসর' এখানে আছি ইত্যাদি।

১৩। দুই বা বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে, নিকৃষ্টের উত্তর 'হইতে,' 'চেয়ে,' 'অপেক্ষা' প্রভৃতি পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন প্রযুক্ত হয়। যথা, জননী এবং জন্মভূমি 'স্বর্গ হইতেও' গুরুতর; রাম 'শ্যামের চেয়ে' বুদ্ধিমান্; গোপাল 'রাম অপেক্ষা' বলবান্ ইত্যাদি।

১৪। হেতুবাচক শব্দপরে থাকিলে পূর্ব্ব পদে সম্বন্ধের বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা, ইহাই আমার 'বিপদের' হেতু; সন্তোষ সকল 'সুখের' নিদান; 'পীড়ার' নিমিত্তই তিনি যাইতে পারেন নাই ইত্যাদি।

বিশেষণ (Adjective)।

১। বিশেষ্যপদ যে লিঙ্গ, তাহার বিশেষণও সেই লিঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু কারক, বচন বা পুরুষভেদে বিশেষণের রূপভেদ হয় না। যথা, 'সাধু' পুরুষ, 'সাধ্বী' স্ত্রী; 'সুশীল' বালক, 'সুশীলা' বালিকা। 'সচ্চরিত্র' বালক, 'সচ্চরিত্র' বালকগণ; 'সুশীল' বালককে, 'সুশীল' বালকদিগকে; 'সুশীল' বালকের, 'সুশীল' বালকদিগের ইত্যাদি।

(ক) পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে বিশেষণের কোন রূপভেদ হয় না। যথা, 'উত্তম' বালক; 'উত্তম' জল ইত্যাদি।

(খ) অনেকস্থলে শ্রুতিকটুদোষ পরিহারের জন্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পুংলিঙ্গের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, তাহার বুদ্ধি অত্যন্ত 'তীক্ষ্ণ' ছিল, এই বালিকাটী অতি শান্ত ইত্যাদি।

২। বিশেষণ পদ কখন বিশেষণের বিশেষণ, কখন ক্রিয়ার বিশেষণ এবং কখন ক্রিয়ার বিশেষণেরও বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা, 'অতি' মধুর, 'বড়' নীরস, 'অতিশয়' কোমল ইত্যাদি; 'আস্তে আস্তে' যাইতেছে,

'সুখে বাস করিতেছে 'সহাস্যে' বলিল ইত্যাদি ; 'অতিশয়' বিনীতভাবে বলিল ; বালকটী অতি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিল ইত্যাদি।

৩। বিশেষণপদ প্রায়ই বিশেষ্যপদের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা, 'বিদ্বান্' লোক সর্ব্বত্রই সকল সময়ে পূজ্য হইয়া থাকেন ইত্যাদি।

(ক) কখন কখন দৃঢ়তা বা প্রাধান্য বুঝাইবার জন্য বিশেষণ পদ বিশেষ্যপদের পরেও বসিয়া থাকে। যথা, এই বালকটী অতি 'সচ্চরিত্র' রাম সীতার অপবাদ শ্রবণে 'চঞ্চলচিত্ত' হইলেন ইত্যাদি।

৪। যে পদার্থকে অন্য কিছু বলিয়া বর্ণনা করা যায় তাহাকে উদ্দেশ্য এবং উহাতে যাহার আরোপ করা যায় তাহাকে বিধেয় কহে। যথা, বিদ্যা অমূল্য ধন ; এখানে 'বিদ্যা' উদ্দেশ্য এবং 'ধন' বিধেয়। বিধেয় পদ বিশেষণ স্বরূপ, সুতরাং উহাকে বিধেয় বিশেষণ কহে। বিধেয় বিশেষণ উদ্দেশ্য পদের পরেই বসিয়া থাকে। যথা, জননী প্রত্যক্ষ দেবতা অর্থাৎ দেবতা স্বরূপা ; এখানে 'দেবতা' বিধেয় বিশেষণ।

৫। বাঙ্গালাভাষায় সর্ব্বনাম শব্দের পূর্ব্বে বিশেষণের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না। দুই এক স্থলে প্রয়োগ আছে। যথা, "'অক্ষম' আমি কবিকীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি" ; অচিরমৃত সেই "মহাপুরুষকে 'এই হতভাগিনী ও পাপকারিণী' আমি গিয়া দেখিলাম" 'মুর্খ' তিনি, যিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেন" ইত্যাদি।

৬। অতিশয়, সমুদায়, প্রসন্ন, অর্দ্ধ প্রভৃতি শব্দগুলি কখন বিশেষ্য এবং কখন বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা, 'অতিশয়' ক্ষুধা হইয়াছে তিনি 'আগ্রহাতিশয়' সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ; তিনি 'সমুদায়' ব্যাপার দেখিলেন, আমি 'সমুদায়' আপনার নিকট ব্যক্ত করিব ; "প্রসন্ন সেরূপ সরঃ উর্দ্ধে শোভা পায়" "দেখ চারু যুগ্মভুরু ললাট প্রসন্ন" ইত্যাদি।

৭। বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন পদসকল বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা, 'পুণ্যসলিলা' ভাগীরথী ; 'পীতাম্বর' হরি ইত্যাদি।

৮। সর্ব্বনাম শব্দ ও সংখ্যাবাচক শব্দসকল কোন বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইলে বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, 'এই' ঘটনা ; 'সেই' আদেশ ; 'চারি' বেদ ; 'সপ্ত' সমুদ্র ইত্যাদি।

৯। বিশেষণ পদ কখন কখন বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তখন উহাদের উত্তর কারক ও বচনের বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা 'দরিদ্রেরা' প্রায়ই সৎ হইয়া থাকে ; 'বিজ্ঞগণ' এইরূপ কহিয়া থাকেন ; 'দরিদ্রদিগকে' কেহই আদর করে না ইত্যাদি।

১০। একান্ত, পরম, অতি, অতিশয়, সাতিশয়, অত্যন্ত, নিতান্ত, নিরতিশয়, কিঞ্চিৎ, সবিশেষ, যৎপরোনাস্তি, অপেক্ষাকৃত, অলৌকিক প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষণের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, 'একান্ত' দুঃখিত ; 'পরম' পবিত্র ; 'অতি' বিস্মৃত ; 'অতিশয়' প্রীত ; 'সাতিশয়' অনুরক্ত ; 'অত্যন্ত' সুন্দর ; 'নিতান্ত' উৎপীড়িত ; 'নিরতিশয়' ক্লান্ত ; কিঞ্চিৎ সুস্থ ; 'সবিশেষ' অনুগৃহীত ; 'যৎপরোনাস্তি' শোকাকুল ; 'অপেক্ষাকৃত' সুখী ; আলৌকিক' প্রীতিপ্রদ ; 'বড় মন্দ'।

১১। শীঘ্র, সত্বর, অবশ্য, মিথ্যা, সতত, নিরন্তর, অনন্তর, প্রায়, অকস্মাৎ, হঠাৎ, অচিরাৎ, সহসা প্রভৃতি শব্দগুলি প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, 'শীঘ্র' বল ; 'সত্বর' প্রস্থান কর ; 'অবশ্য' যাইব ; সে 'মিথ্যা' বলিল ; 'সতত' বিচরণ করে ; সে 'নিরন্তর' দুঃখ ভোগ করিতেছে ; 'অনন্তর' তিনি প্রস্থান করিলেন ; তিনি 'প্রায়' আসেন ; 'অকস্মাৎ' ঝড় উঠিল ; 'হঠাৎ' বৃষ্টি হইল ; তিনি 'অচিরাৎ প্রস্থান করিলেন ; তিনি 'সহসা' আসিলেন ইত্যাদি।

১২। অল্পে অল্পে, আস্তে আস্তে, মৃদু মৃদু, ধীরে ধীরে, ক্ষণে ক্ষণে, হাতে হাতে, পুনঃ পুনঃ, মুহুর্মুহু, ভূয়োভূয়ঃ, বারংবার, ক্রমে ক্রমে, বার বার, ঘন ঘন, প্রভৃতি শব্দগুলি প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা, তাঁহার শোক 'অল্পে অল্পে' তিরোহিত হইল ; মাতা নিদ্রিত

শিশুটীকে 'আস্তে আস্তে' ক্রোড় হইতে নামাইলেন; সে 'মৃদু মৃদু' হাসিতে লাগিল; তিনি 'ধীরে ধীরে' আসিলেন; আমি তাহার 'কাণে কাণে' বলিলাম; আমি হাতে হাতে ফল পাইয়াছি; তিনি 'পুনঃ পুনঃ' জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; "মুহুর্মুহুঃ বংশীরব শ্রুত হইতে লাগিল"; তোমাকে 'ভূয়োভূয়ঃ' নিষেধ করিয়াছি; আমি 'বারংবার' বলিয়াছি; 'ক্রমে ক্রমে' সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল; 'বার বার' তোমাকে নিষেধ করিয়াছি; "'ঘন ঘন' বংশীধ্বনি হইতে লাগিল" ইত্যাদি।

১৩। বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন পদের শেষে 'পূর্ব্বক' বা 'পুরঃসর' শব্দ থাকিলে অথবা 'এ' বা 'য়' বিভক্তি থাকিলে, উহারা প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা, দূত 'বিনয়পূর্ব্বক' নৃপতিগোচরে নিবেদন করিল; নৃপতি 'সাদরসম্ভাষণ-পুরঃসর' কহিতে লাগিলেন; রাজা সক্রোধে বলিলেন; 'অবিরলধারায়' বৃষ্টি পড়িতে লাগিল ইত্যাদি;

১৪। সুখে, স্বচ্ছন্দে, বেগে, বিক্রমে, আনন্দে, আদরে, যত্নে, পুলকে, কুশলে, সঙ্গে, সমভিব্যাহারে, উদ্দেশে, ত্বরায়, নিশ্চয়, প্রভৃতি শব্দসকল প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা, "পূর্ব্বমুখে 'সুখে' গজগমনে চলিলা"; তিনি 'স্বচ্ছন্দে' আছেন; "তীরবৎ ছুটে 'বেগে' মৃগ-আক্রমণে"; "বহুক্ষণ শিলাসহ 'বিক্রমে' যুঝিয়া"; "'আনন্দে' করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা"; তিনি আমাকে 'আদরে' সম্ভাষণ করিলেন; "এই ঝাপি 'যত্নে রাখ কভু না খুলিবে"; " 'পুলকে' পুরিল অঙ্গ"; তিনি 'কুশলে' আছেন; আমার 'সঙ্গে' আইস; তিনি 'পুত্রসমভিব্যাহারে' আগমন করিলেন; "রাজা বেতালের 'উদ্দেশে' প্রস্থান করিলেন"; " 'ত্বরায়' আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি"; তিনি 'নিশ্চয়' এখানে আসিবেন ইত্যাদি।

১৫। 'মাত্র' প্রত্যয়ান্ত পদ প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা, তিনি সেই সংবাদ 'শ্রবণমাত্র' ক্রোধে অধির হইয়া উঠিলেন; ভবদীয় দর্শনমাত্রেই' পবিত্র ও কৃতার্থ হইলাম ইত্যাদি।

১৬। কখন কখন 'করিয়া' এই শব্দযুক্ত পদ ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা, ভাল করিয়া পড় ইত্যাদি।

১৭। 'তস্,' 'শস,' 'চ্বৎ' 'ধাচ্,' ও 'থাচ্,' প্রত্যয়ান্ত পদসকল অব্যয় এবং উহারা প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা, 'বস্তুতঃ' আমি তথায় যাই নাই; 'ক্রমশঃ' তিনি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; "তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল"; তাঁহার হৃদয় 'শতধা' বিদীর্ণ হইল; আমি তাঁহার সাহায্য করিতে 'সর্ব্বথা' অশক্ত ইত্যাদি।

১৮। অধিকাংশ তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং ভাববাচ্য ভিন্ন অন্য-বাচ্যে বিহিত অধিকাংশ কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ প্রায়ই বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা পরে বিশদরূপে দর্শিত হইবে।

সর্ব্বনাম (Pronoun)।

১। 'যে,' 'সে,' 'এ,' 'এ,' প্রভৃতি কতকগুলি সর্ব্বনাম পদ বিশেষণ-রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, তুমি আমাকে 'যে' পুস্তকখানি দিয়াছিলে তাহা আমি পাঠ করিয়াছি; 'সে' লোকটা অতি পাষণ্ড; 'এ' ফলটী সুপক্ক হইয়াছে; 'এই' বালকটা বড় শান্ত ইত্যাদি।

২। সর্ব্বনাম পদ যে বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, তাহার যে লিঙ্গ ও যে বচন সর্ব্বনামেরও সেই লিঙ্গ ও সেই বচন হইয়া থাকে। যথা, মহারাজ যুধিষ্ঠির গুণগ্রাহী ছিলেন, কারণ 'তিনি' নিজে অতিশয় গুণবান্ ছিলেন; দ্রৌপদীকে লাভ করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক নৃপতির সমাগম হইয়াছিল, কারণ 'তিনি' অতিশয় গুণবতী ছিলেন; এই বালকগুলি সকলেরই প্রিয়, কারণ 'ইহারা' বড় বিনয়ী ইত্যাদি।

৩। যদি কোন ব্যক্তি বা বস্তু নিকটে থাকে, তবে তাহার পরিবর্ত্তে 'ইনি, 'এ,' 'এই,' বা 'ইহা,' এই সর্ব্বনাম পদগুলি ব্যবহৃত হয়; আর যদি দূরে থাকে, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে 'উনি,' 'ও,' 'উহা'

বা 'ঐ' এইগুলি অথবা 'তিনি', 'সে', 'তাহা' বা 'তা' এইগুলি ব্যবহৃত হয়। অনেক স্থলে 'আপনি' এই শব্দটীর পরিবর্ত্তে 'মহাশয়' এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

৪। কোন বাক্য মধ্যে প্রথমে 'যিনি', 'যে', 'যাহা' বা 'যা' এইগুলি প্রযুক্ত হইলে, পরে 'তিনি', 'সে', 'তাহা' বা 'তা' এইগুলির প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, 'যিনি' কল্য প্রাতঃকালে এখানে আসিয়াছিলেন, অদ্য সায়ংকালে আবার 'তিনি' আসিবেন; এখানে 'যে' ছিল, 'সে' অতি সচ্চরিত্র; "নিত্য 'যাহা' পড়িবে, নিত্য 'তাহা' অভ্যাস করিবে;" "সে 'যা' পায় 'তাই' খায়" ইত্যাদি।

৫। কোন প্রসিদ্ধ বা মনোগত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে 'তিনি' বা 'সে' প্রযুক্ত হইলে, 'যিনি' বা 'যে' শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় না। যথা 'তিনিই', দুঃখ দূর করিবেন; 'সেই' সর্ব্বান্তর্যামীকে ভক্তি কর।

(ক) যদর্থক সর্ব্বনাম শব্দ, দুইটী বাক্যের মধ্যে সংযোজক অব্যয়-রূপে ব্যবহৃত হইলে, তদর্থক সর্ব্বনাম শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় না। যথা, রাম বলিল 'যে' এই বালকটী অতি সচ্চরিত্র; আমি শব্দানুসারে দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম 'যে' একটী ঋষিকুমার শরাহত হইয়া সলিলে পতিত রহিয়াছে ইত্যাদি।

(খ) কোন কোন স্থলে ক্রিয়ার বিশেষণ যদর্থক শব্দের পর তদর্থক সর্ব্বনাম শব্দ প্রযুক্ত হয় না। যথা, তিনি 'যে' এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন; আমি 'যে' ইহার কিছুই জানি না ইত্যাদি।

(গ) কখন কখন ক্রিয়ার বিশেষণ যদর্থক সর্ব্বনাম শব্দের পর 'এমন', 'এরূপ' প্রভৃতি শব্দ ও এতদর্থক সর্ব্বনাম শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, তিনি 'যে' যান 'এমন' বোধ হয় না; তিনি 'যে' একার্য্য করিয়াছেন 'এরূপ' মনে হয় না; সে 'যে' পড়িতে যায় ইহা সকলেই জানে ইত্যাদি।

কখন কখন ঐগুলি প্রযুক্ত হয় না। যথা, তিনি 'যে' আসিয়াছেন দেখিতেছি ; তুমি 'যে' বড়ই ব্যস্ত হইয়াছ ইত্যাদি।

(ঘ) যাহাকে কখন যে কার্য্য করিতে দেখা যায় না, সে সেই কার্য্যটী করিতেছে এইরূপ বুঝাইলে 'যে' এই ক্রিয়ার বিশেষণটীর সহিত 'বড়' এই অব্যয়টী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, তিনি 'যে বড়' এখানে আসিয়াছিলেন ? তুমি 'যে বড়' চুপ করিয়া বসিয়া আছ ?

৬। প্রথমে 'ইনি', 'এই', 'ইহা', বা 'এ' এইগুলি প্রযুক্ত হইলে, পরে প্রায়ই 'যিনি', 'যে', 'যাহা', বা 'যা', এইগুলির প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, 'ইনিই' মহাত্মা জীমূতবাহন, 'যিনি' পরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ; 'এই, তাপমান যন্ত্র 'যাহা' দ্বারা আমাদিগের মহৎ উপকার সাধিত হয় ; 'ইহা, বাষ্পীয় পোত, 'যাহাদ্বারা' দুস্তর সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায় ; 'এ' সেই ব্যক্তি, যে' ইতিপূর্ব্বে একবার এখানে আসিয়াছিল ইত্যাদি।

৭। যদি পূর্ব্বে কোন বিষয় বা ব্যক্তির প্রসঙ্গ হইয়া গিয়া থাকে। অথবা মনোগত থাকে তাহা হইলে প্রথমে 'ইনি', 'এই', 'ইহা' বা 'এ', এইগুলির প্রয়োগ করিয়া পরে 'যিনি', 'যে', 'যাহা' বা 'যা' এইগুলির প্রয়োগ করিতে হয় না। যথা, 'ইনিই' বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ; 'এই' চিতোর নগর ; 'ইহাই' কি স্বর্গলোক ইত্যাদি।

৮। 'যদ্' ও 'তদ্' শব্দের সম্বন্ধ নিত্য। অতএব পূর্ব্ববাক্যে 'যদ্' শব্দের কোন পদ থাকিলে পরবাক্যে 'তদ্' শব্দের কোন পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। ঐস্থলে 'যদ্' শব্দটীর যে লিঙ্গ ও যে বচন, 'তদ্' শব্দটিরও সেই লিঙ্গ ও সেই বচন হইয়া থাকে এবং 'যদ্' শব্দটী সম্ভ্রম বা অসম্ভ্রম সূচক হইলে, 'তদ্' শব্দটীরও তদনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু উহাদের কারক ভিন্নরূপ হইতে পারে। যথা, তিনি 'যখন' আসিবেন, আমি 'তখন' যাইব ; 'যে' এরূপ কার্য্য করিতে পারে 'সে'

কখনই সৎলোক নহে; 'যাহারা' সচ্চরিত্র, 'তাহাদিগকে' সকলেই ভালবাসে; 'যাঁহার' জ্ঞান আছে, 'তিনি' সকলেরই পূজনীয়; 'যে' সর্ব্বদা মিথ্যা কথা কহে, কেহই 'তাহাকে' বিশ্বাস করে না ইত্যাদি।

৯। পূর্ব্ববাক্যে 'যদ্' শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইলেও পরবাক্যে 'তদ্ 'শব্দটী ক্রিয়ার বিশেষণ না হইয়া প্রায়ই কোন কারক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, তিনি 'যে' এরূপ কার্য্য করিবেন 'তাহা' আমি জানিতাম না। কখন কখন 'তদ্' শব্দ উহ্যও থাকে। যথা, তিনি 'যে' এরূপ গর্হিত কার্য্য করিবেন, কে ভাবিয়াছিল?

১০। পূর্ব্ববাক্যে 'যদ্ শব্দটী দ্বিরুক্ত হইলে, পরবাক্যে 'তদ্' শব্দটীও দ্বিরুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বহুবচন বা বহুত্ববোধক কোন শব্দ প্রযুক্ত হইলে দ্বিরুক্ত হয় না। যথা, তুমি 'যাহা যাহা' চাহিবে, আমি 'তাহা তাহাই' তোমাকে দিব বা আমি 'সে সমস্তই' তোমাকে দিব; তথায় 'যাহা যাহা' ঘটিয়াছিল, 'সেই সেই' ব্যাপার বর্ণনা করা যায় না, অথবা 'সে সকল' ব্যাপাব বর্ণনা করা যায় না; আমি 'যাহাকে যাহাকে' সেখানে দেখিয়াছিলাম 'তাহারা আসিয়াছে ইত্যাদি।

১১। কখন কখন বাক্যের ওজস্বিতা সম্পাদন করিবার জন্য পরবাক্যে 'যদ' শব্দ প্রযুক্ত হইলেও পূর্ব্ববাক্যে 'তদ্' শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় না। কিন্তু বিধেয়ের প্রাধান্য বুঝাইলে, প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, অর্জ্জুন মহাবীর ছিলেন, 'যাঁহার' গাণ্ডীবনির্ঘোষে ত্রিভুবন কম্পিত হইত; ইনি 'সেই' অর্জ্জুন, 'যিনি' কিরাতরূপ মহাদেবকে যুদ্ধে প্রীত করিয়া পাশুপাতাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন ইত্যাদি।

১২। কখন বা 'যদ্' শব্দ এবং কখন বা 'তদ্' শব্দ উহ্য থাকে। যথা, "সকল প্রাণীকে দেখে আপনার মত। 'সেই সে' পণ্ডিত হয় শাস্ত্রের সম্মত॥" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সকল প্রাণীকে ইত্যাদি। তুমি যা বলিবে, করিব অর্থাৎ তাহা করিব ইত্যাদি।

১৩। প্রসিদ্ধ অর্থ বুঝাইলে 'তদ্' শব্দটী, 'যদ্' শব্দ ব্যতিরেকেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, ঐ 'সেই' নগরটি দেখা যাইতেছে ইত্যাদি।

১৪। অর্থবিশেষে যদর্থক ও তদর্থক সর্ব্বনাম শব্দ এক সঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, তিনি 'যেখানে সেখানে' থাকেন অর্থাৎ 'সর্ব্বত্র' থাকেন; তুমি 'যা তা' বলিতেছ অর্থাৎ 'অসঙ্গত কথা' বলিতেছ; এইরূপ সে 'যার তার' সঙ্গে বেড়ায়; সে কি একটা 'যে সে' লোক?

অব্যয় (Indeclinables)।

১। অব্যয় শব্দ নানা প্রকার। যথা, সংযোজক, বিযোজক, সঙ্কোচক, বিস্ময়াদি-সূচক, উপমাসূচক, অনুকারবোধক, সমুচ্চয়-সূচক, সম্বোধনসূচক, বিভক্তিসূচক, বাক্যালঙ্কারসূচক ইত্যাদি।

২। এবং, ও, আর, অথচ, অপিচ, অধিকন্তু, অতএব, সুতরাং, প্রভৃতি যে সকল অব্যয় একপদের সহিত অন্যপদের, অথবা একটী বাক্য বা বাক্যাংশের সহিত অন্য বাক্য বা বাক্যাংশের যোজনা করিয়া দেয় তাহাদিগকে সংযোজক অব্যয় কহে। যথা, রাম 'ও' গোপাল; হরি 'এবং' যদু; আমি 'আর' তুমি; তিনি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, 'সুতরাং' এখন আর কেহ তাঁহার নিকটে আসে না ইত্যাদি।

৩। বা, অথবা, কিংবা, কি, কিবা, না, নচেৎ, নয়ত, নহিলে, প্রত্যুত, তথাপি, অন্যথা, প্রভৃতি যে সকল অব্যয় একপদকে অন্যপদ হইতে বা এক বাক্যকে অন্য বাক্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, তাহাদিগকে বিযোজক অব্যয় কহে। যথা, রাম 'অথবা' হরি এই কথা বলিয়াছে; যথাসময়ে সাহায্য পাওয়ায় জীবন রক্ষা হইল, 'নচেৎ' নিশ্চয়ই মৃত্যু হইত।

৪। কিন্তু, পরন্তু, বরং প্রভৃতি অব্যয় শব্দগুলি অর্থের সঙ্কোচ বিধান করে বলিয়া ইহাদিগকে সঙ্কোচক অব্যয় কহে। যথা, দরিদ্রতা অপেক্ষা

'বরং' মৃত্যু ভাল ; 'আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি টে, 'কিন্তু' আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্রগুণে অধম" ইত্যাদি।

৫। উঃ, কি, হায়, আহা, হা আঃ, ও, ওঃ, উহু, ইস্, ওহ, ধন্য, ধন্য ধন্য, সাধু, সাধু সাধু, মরি, আমরি, মরি মরি, হরি হরি, রাম রাম, মহাভারত, ছি, ছিছি, দুর, ধিক্, বাপ্‌রে, মারে, ভাল, বাঃ, বাহবা, বেস বেস্, দোহাই, সাবাস, বলিহারিযাই প্রভৃতি অব্যয় শব্দগুলি বিস্ময়, শোক, দুঃখ, আহ্লাদ প্রভৃতি আন্তরিক ভাব প্রকাশ করে বলিয়া ইহাদিগকে বিস্ময়াদিসূচক অব্যয় বলে।, 'কি, আশ্চর্য্য ! 'কি' সর্ব্বনাশ ! 'উঃ আজ কি শীত ; 'উঃ' এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই ; 'ওঃ' ইহার কি ক্ষমতা দেখ ; 'মরি মরি, কি সুন্দর মুখকান্তি ; 'রাম রাম' একথা শুনিলেও পাপ হয় ; 'ছিছি' এরূপ কথা মুখে আনিও না ; 'সাধু' মিত্র 'সাধু', তুমি ত্রিভুবনের অধিপতি হইবার যোগ্য ; 'বেস্' ভাই 'বেস্', তুমি দীর্ঘজীবী হও, 'দোহাই' আপনারা আমাকে রক্ষা করুন ইত্যাদি।

৬। ন্যায়, যেমন, তেমন, যেরূপ, সেরূপ ইত্যাদি অব্যয়গুলি উপমা-সূচক। যথা, তিনি সূর্য্যের 'ন্যায়' তেজস্বী ; এই ব্যক্তি ভীমের 'ন্যায়' বলবান ; গোপাল 'যেমন' সুবোধ রাম 'তেমন নয় ; তিনি 'যেরূপ' বুদ্ধিমান্ তুমি 'সেরূপ নয় ইত্যাদি।

৭। ঝন্ ঝন্, ঠন্ ঠন্, খট্ খট্, টং টং, ববম্ বম্, ভবম্ ভবম্, টক্ টক্, শন্ শন্ প্রভৃতি অব্যয় শব্দগুলি অব্যক্তশব্দের অনুকরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে অনুকারবোধক অব্যয় বলে। যথা, বাসনগুলি 'ঝন্ ঝন্' শব্দে পতিত হইল ; ঘড়িতে 'টং টং' করিয়া ১০টা বাজিল ; ঘোড়ায় চড়িয়া 'খট্ খট্' করিয়া চলিয়া গেল ইত্যাদি।

৮। এবং, ও, প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয়কে সমুচ্চয়সূচক অব্যয় বলে। যথা, তিনি'ও' এখান হইতে গিয়াছেন ইত্যাদি।

৯। অয়ি, অরে, হে, অহে, ভো, হ্যাদে, রে, প্রভৃতি অব্যয়গুলি সম্বোধনসূচক। যথা, 'হে' ভগবন্ আমাকে রক্ষা করুন ইত্যাদি।

১০। কে, দ্বারা, দিয়া, হইতে, চেয়ে, এ, তে, র, প্রভৃতি অব্যয়গুলি দ্বিতীয়া বিভক্তির সূচনা করিয়া দেয় বলিয়া ইহাদিগকে বিভক্তিসূচক অব্যয় বলে। যথা, রামকে ডাক ইত্যাদি।

১১। ত, তা, তাইত, বড়, বলি, প্রভৃতি অব্যয়গুলি বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত হইয়া কোন অর্থই প্রকাশ করে না, কেবল বাক্যটীকে সাজাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়; সেইজন্য এই গুলিকে বাক্যালঙ্কারসূচক অব্যয় কহে। যথা, "'তাইত' ঠিক যেন আর্য্যপুত্র হরধনু উত্তোলন করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন"; আমি 'ত' এই কথাই বলিতেছি ইত্যাদি।

১২। আনন্দ বা বিস্ময় প্রকাশ করিবার জন্য এবং প্রশংসা স্থলেও 'বা!' 'বাহবা!' 'বলিহারিযাই!' 'সাবাস্!' প্রভৃতি অব্যয়গুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, বা! কেমন সুন্দর দৃশ্য!

১৩। কোন একটী শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যে অর্থহীন আর একটি শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তাহার নাম অনুরূপ অব্যয়। যথা, ঘটী 'টটী'; ছেলে 'পিলে' বা 'টেলে'; খেতে 'টেতে' ইত্যাদি।

১৪। প্র, পরা প্রভৃতি উপসর্গগুলিও অব্যয়। ইহারা ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া নানা অর্থ প্রতিপন্ন করিয়া দেয়। যথা, হার=অলঙ্কার বিশেষ; 'সং'হার=বিনাশ; 'আ'হার=ভোজন; 'বি'হার=ভ্রমণ; 'উপ'হার=উপঢৌকন; 'প্র'হার=মারা; 'অ'পহার=অপহরণ; 'সমভিব্যা'হার=সঙ্গে; 'উপসং'হার=শেষ ইত্যাদি।

(ক) ইহারা ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া কখন ঠিক বিপরীত অর্থ বুঝাইয়া দেয়, কখন সেই অর্থটীই বিশেষ করিয়া বলিয়া দেয়, কখন ধাতুর অর্থের কিছুই অন্যথা করে না। যথা, আদান, প্রত্যাগমন, অবেক্ষণ, পর্য্যটন, প্রসব, অধ্যয়ন ইত্যাদি।

১৫। অদ্য, অধুনা, অনন্তর, অতঃপর, অন্যত্র, ইদানীং, ইহ, একত্র, দিবা, পুনঃ, পুনশ্চ, পুনঃপুনঃ, পুনর্ব্বার, পুনরায়, প্রাতঃ, বারবার, সদা, সর্ব্বদা, সম্প্রতি, সায়ং, প্রভৃতি অব্যয়গুলি কাল ও স্থানবাচক।

১৬। অন্ততঃ, আপাততঃ, ইতস্ততঃ, ধর্ম্মতঃ, প্রথমতঃ, প্রধানতঃ, পরতঃ, ফলতঃ, বশতঃ, বিশেষতঃ, লোকতঃ, সম্ভবতঃ, স্বতঃ, সভাবতঃ, আদিতঃ, ফলতঃ, এইগুলি 'তস্' প্রত্যয়ান্ত অব্যয়।

১৭। অকস্মাৎ, অগত্যা, অচিরাৎ, অচিরে, অর্থাৎ, তৎক্ষণাৎ, প্রসাদাৎ, প্রমুখাৎ, হঠাৎ, প্রভৃতি বিভক্ত্যন্ত অব্যয়।

১৮। এতদ্ব্যতীত, অতি, অতীব, সহ, সহিত, যথা, তথা, যেমন, তেমন, নানা, পৃথক্, দ্বারা, বিনা, ব্যতীত, ধিক্, ধন্য, নমঃ, ঈষৎ, কথঞ্চিৎ, বৃথা, মিথ্যা, সহসা, দিবা, হঠাৎ, অকস্মাৎ, পশ্চাৎ, কারণ, উপর, প্রভৃতি বহুসংখ্যক অব্যয় শব্দ প্রচলিত আছে।

ক্রিয়া (Verb)।

১। ক্রিয়া দুই প্রকার—সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক। যাহার কর্ম্ম থাকে তাহাকে সকর্ম্মক ও যাহার কর্ম্ম থাকে না তাহাকে অকর্ম্মক ক্রিয়া কহে। যথা, ঈশ্বর সকল করিতেছেন ; ফল ঝুলিতেছে ইত্যাদি।

২। কোন কোন ক্রিয়ার দুইটী কর্ম্ম থাকে, তাহাদিগকে দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া কহে। যথা, তিনি 'আমাকে' এই 'কথা' বলিলেন : গুরু 'শিষ্যকে' 'পুস্তক' পড়াইতেছেন ইত্যাদি।

৩। উপসর্গযোগে অকর্ম্মক ধাতুও সকর্ম্মক হইয়া থাকে। থাকা অর্থে 'স্থা' ধাতু অকর্ম্মক। যথা, তিনি অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু 'অনু+স্থা' ধাতু সকর্ম্মক হয়। যথা, তিনি বিবিধ সৎ'কার্য্যের' অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এইরূপ 'ভূ' ধাতু অকর্ম্মক। যথা, বৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু

'অনু+ভূ'ধাতু সকর্ম্মক। যথা, তিনি 'সুখ দুঃখ' অনুভব করিতে পারেন, পশুরাও ক্লেশ অনুভব করিতে পারে ইত্যাদি।

৪। কর্ম্মের বিবক্ষা না থাকিলে সকর্ম্মক ধাতুও অকর্ম্মক হয়। যথা, তিনি জানেন; আমি শুনিয়াছি ইত্যাদি।

৫। অকর্ম্মক ধাতু ণিজন্ত হইলে সকর্ম্মক হয়। যথা, মাতা 'পুত্রকে' শয়ন করাইতেছেন ইত্যাদি।

৬। সকর্ম্মক ধাতু ণিজন্ত হইলে প্রায়ই দ্বিকর্ম্মক হয়। যথা, মাতা 'পুত্রকে' 'অন্ন' ভোজন করাইতেছেন ইত্যাদি।

৭। ক্রিয়াসকল আবার সমাপিকা ও অসমাপিকাভেদে দুই প্রকার। যে ক্রিয়ার প্রয়োগ করিলে বাক্য সমাপ্ত হইয়া যায়, আর কিছু বলিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া কহে। যথা, রাম রাজপদে অধিরূঢ় হইলেন। যে ক্রিয়ার প্রয়োগ করিলে বাক্য সমাপ্ত হয় না, আরও কিছু বলিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া কহে। যথা, রাম রাজা হইয়া—; তিনি গমন করিলে—ইত্যাদি।

৮। কর্ত্তৃপদ যে পুরুষের, ক্রিয়াপদও সেই পুরুষের হইয়া থাকে অর্থাৎ কর্ত্তৃপদ প্রথম পুরুষের হইলে ক্রিয়াপদে প্রথমপুরুষ, কর্ত্তৃপদ মধ্যমপুরুষের হইলে ক্রিয়াপদে মধ্যমপুরুষ এবং কর্ত্তৃপদ উত্তমপুরুষের হইলে ক্রিয়াপদেও উত্তমপুরুষের বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বচনভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ হয় না। যথা, সে বা তাহারা যাইতেছে; তুমি বা তোমরা যাইবে; আমি বা আমরা গিয়াছিলাম ইত্যাদি।

৯। একটী ক্রিয়ার অনেকগুলি কর্ত্তৃপদ থাকিলে এবং ঐ কর্ত্তৃপদগুলির মধ্যে কোনটী উত্তম পুরুষের হইলে ক্রিয়াপদে উত্তমপুরুষের বিভক্তি প্রযুক্ত হয়; কোনটী মধ্যম পুরুষ ও কোনটী প্রথমপুরুষের হইলে ক্রিয়াপদে মধ্যমপুরুষের এবং অন্যত্র ক্রিয়াপদে প্রথম পুরুষের বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, রাম, তুমি ও আমি তথায় গিয়াছিলাম; তুমি ও

আমি যাইব ; রাম ও আমি পড়িতেছিলাম ; হরি ও তুমি তথায় গিয়াছিলে ; রাম ও গোপাল গিয়াছিল ইত্যাদি।

(ক) বিনয়, শোকাদি স্থলে উত্তম ও মধ্যমপুরুষ, প্রথমপুরুষের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ক্রিয়াতেও প্রথমপুরুষের বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা, মহাশয় যাহা অনুমতি করিলেন এ 'দাস' অবশ্যই তাহা 'সম্পাদন করিবে' ; "হা বিধাতঃ এ 'হতভাগিনী' কি কেবল দুঃখভোগের জন্যই 'জন্মগ্রহণ করিয়াছিল' ?" ইত্যাদি।

(খ) একটী উদ্দেশ্য ও একটী বিধেয় কর্তৃপদ থাকিলে, উদ্দেশ্য কর্তৃপদেব যে পুরুষ, ক্রিয়ারও সেই পুরুষ হইয়া থাকে। যথা, 'তুমি' যে কল্পতরু 'হইয়াছ' ; 'আমি' এখানে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা 'হইয়াছি'।

১০। বর্ত্তমান কালে 'হওয়া' বা 'থাকা' ধাতুর ক্রিয়াপদ প্রায়ই উহ্য থাকে। কিন্তু নিষেধবাচক অব্যয় শব্দের যোগে বা বর্ত্তমান ভিন্ন অন্য কালে প্রায়ই উহ্য থাকে না। যথা, তিনি জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান্ ; আমি অতি দরিদ্র ; এই বালকটী দুর্বিনীত নহে ; তিনি ধনবান্ ছিলেন ; এ ব্যক্তি কালে ধনবান্ হইবে ইত্যাদি।

(ক) প্রশ্নস্থলেও 'হওয়া' বা 'থাকা' ধাতুর ক্রিয়া প্রায়ই উহ্য থাকে। যথা, মহাশয়ের নাম কি ? আপনার নিবাস কোথায় ?

(খ) শোক, বিস্ময়াদি স্থলেও কথন কথন উহ্য থাকে। যথা, হা পুত্র ! এখন তুমি কোথায় ইত্যাদি।

১১। সমাপিকা ও অসমাপিকা দুই ক্রিয়ারই প্রায় একই কর্ত্তা হইয়া থাকে। যথা, এক্ষণে তিনি এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। কখন কখন ঐ নিয়মের ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। যথা, সেই সুন্দর পুষ্পটী দেখিয়া আমার আনন্দ হইল ; তোমাকে এ কথা বলিয়া কোন ফল নাই ; তিনি জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি উত্তর দিব ? আমি প্রকৃত কারণটী বলিলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না ইত্যাদি।

১২। একবাক্যের অন্তর্গত অনেকগুলি সকর্ম্মক ক্রিয়ার যদি একটী মাত্র কর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে উহা প্রথম ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসিলেই অপর-গুলির সহিত অন্বয় হইয়া যায়। যথা, তিনি তণ্ডুল আনিয়া, ধৌত করিয়া, স্থালীতে রাখিয়া পাক করিতেছেন ইত্যাদি।

কাল (Tense)।

১। কাল তিন প্রকার—বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। ক্রিয়াটী সম্পন্ন হইতেছে এইরূপ বুঝাইলে বর্ত্তমান, ক্রিয়াটী সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ত্রইরূপে বুঝাইলে অতীত এবং ক্রিয়াটী পরে সম্পন্ন হইবে এইরূপ বুঝাইলে ভবিষ্যৎ কাল হয়। যথা, তিনি 'যাইতেছেন,' আমি 'ভোজন করিতেছি' ; চন্দ্রোদয় 'হইয়াছে' ; তিনি 'আসিবেন' ইত্যাদি।

২। যে সকল ক্রিয়া স্বভাবতঃ নিয়মিতরূপে চিরকাল ঘটিয়া থাকে বা কেহ করিয়া থাকে, সেই সকল ক্রিয়াপদে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ করিতে হয়; ইহাকেই নিত্য-বর্ত্তমান ক্রিয়া কহে। যথা, প্রভাতে সূর্য্যোদয় 'হয়' ; বর্ষাকালে বৃষ্টি 'হইয়া থাকে' ইত্যাদি।

৩। যে সকল ক্রিয়া অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে বা পরক্ষণেই ঘটিবে সেই সকল ক্রিয়াপদে প্রায়ই বর্ত্তমানের বিভক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। উহাদের প্রথমগুলিকে ভূতসামীপ্যে বর্ত্তমান এবং শেষেরগুলিকে ভবিষ্যৎ-সামীপ্যে বর্ত্তমান কহে। যথা, কখন আসিলে ? এইমাত্র 'আসিতেছি, ; কখন যাইবে ? এই 'যাইতেছি' ইত্যাদি।

৪। অতীত তিন প্রকার—অদ্যতন, অনদ্যতন ও পরোক্ষ।

৫। অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে তাহার কালকে অদ্যতন অতীত কহে। যথা, আমি 'শুনিলাম' ; তুমি 'পাঠ করিলে' ; তিনি 'গমন করিলেন' ইত্যাদি।

৬। অদ্যতন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পূর্ব্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন

হইয়াছে তাহার কালকে অনন্ততন অতীত কহে। যথা, আমি 'শুনিয়াছি'; তুমি 'পাঠ করিয়াছ'। তিনি 'গমন করিয়াছেন' ইত্যাদি।

৭। বহুপূর্ব্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে তাহার কালকে পরোক্ষ অতীত কহে। যথা, আমি 'শুনিয়াছিলাম'; তুমি 'পাঠ করিয়াছিলে'; রাম সমুদ্রে সেতু 'বন্ধন করিয়াছিলেন' ইত্যাদি।

৮। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বকালে স্বভাবতঃ যে সকল কার্য্য ঘটিত তাহা বুঝাইতেও অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। উহাদিগকে নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত কহে। যথা, কলিকাতায় যাইতে বড় ক্লেশ 'হইত'; পূর্ব্বে এখানে বন্যা 'আসিত' ইত্যাদি।

৯। একটী অতীত ক্রিয়ার পূর্ব্বে কোন ক্রিয়া চলিতেছিল, কিন্তু উহা নিষ্পন্ন হয় নাই, এইরূপ বুঝাইলে ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী অনিষ্পন্ন ক্রিয়ার কালকে অসম্পন্ন অতীত কহে। ঐ সকল ক্রিয়া বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ তিন কালেরই রূপ ধারণ করিতে পারে। যথা, আমি 'পড়িতেছি' এমন সময় তিনি এখানে আসিলেন; যখন আমি 'আহার করিতেছিলাম' তখন তিনি এখানে আসিলেন; আমি বিদ্যালয়ে 'যাইব' এমন সময় তিনি এখানে আসিলেন ইত্যাদি।

১০। কখন কখন অতীতকালেও বর্ত্তমানের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা, ১৭৫২ শকে কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ 'সংস্থাপিত হয়'; ১২২৭ সালে বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র 'জন্মগ্রহণ করেন'; ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ 'হয়'; পরাসর মুনি 'বলেন' ইত্যাদি।

১১। বিধি অর্থে ক্রিয়ার ভবিষ্যতের বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা, গুরুজনকে ভক্তি 'করিবে'; সর্ব্বদা সত্য কথা 'কহিবে'; প্রাণান্তেও মিথ্যা 'কহিবে' না; পরিমিত 'আহার করিবে' ইত্যাদি।

১২। অনুমতি অর্থে ক্রিয়ার বর্ত্তমানের বিভক্তি হয়। যথা, তিনি 'দেখুন'; তুমি 'যাও'; আমি 'গমন করি' ইত্যাদি।

১৩। নিয়োগ, প্রার্থনা ও অনুরোধ অর্থে ক্রিয়ায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বিভক্তি হয়। যথা, নিয়োগ—তুমি 'যাও'; তাহাকে এই কথা 'বলিবে' ইত্যাদি। প্রার্থনা—আমাকে কিছু 'দাও'; সেখানে যাইতে 'বিলম্ব করিবেন না' ইত্যাদি। অনুরোধ—আপনি ইহা 'গ্রহণ করুন'; মহাশয় এখানে 'শয়ন করিবেন' ইত্যাদি।

১৪। ক্ষমতা অর্থে 'পারা' ধাতুর ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় এবং বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ তিন কালেরই বিভক্তি হইয়া থাকে ও উহার সহিত প্রায়ই 'তে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, আমি সমুদ্রকেও 'শুষ্ক করিতে পারি'; তুমি অনায়াসেই 'পড়িতে পারিতে'; তিনি তথায় 'যাইতে পারিবেন' ইত্যাদি।

১৫। সম্ভাবনা অর্থে 'পারা' ধাতুর ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয় এবং উহার সহিত 'যাইতে,' 'যাইলে যাইতে,' 'যাইলেও যাইতে,' 'হইলেও হইতে' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, আমি 'যাইতে পারিলাম না'; তুমি 'যাইলে যাইতে পার'; ইহা 'হইলেও হইতে পাবে'।

১৬। সন্দেহ অর্থ বুঝাইতে, 'পাছে,' 'যদি' প্রভৃতি শব্দ বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিয়াতে বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত তিন কালেরই বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'পাছে' সে 'যায়'; 'যদি' তিনি 'যাইতেন'; 'হয়ত' তিনি 'আসিয়াছেন'; 'নয়ত' তিনি 'যাইবেন'।

১৭। আবশ্যকতা বুঝাইতে, 'করিতে,' 'দেখিতে', 'যাইতে', প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত 'হওয়া' ধাতুর ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয় এবং উহাতে তিন কালেরই বিভক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে। যথা, আমাকে প্রত্যহই যাইতে হয়; তোমাকে অবশ্যই ইহা 'দেখিতে হইবে'; তাহাকে ইহা 'করিতে হইয়াছিল' ইত্যাদি।

১৮। দুইটী ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়া, কোনটীই সম্পন্ন হয় নাই এইরূপ বুঝাইলে উহাদের রূপ এই প্রকার হইয়া থাকে। যথা, যদি তিনি

'আসিতেন' তাহা হইলে আমি 'যাইতাম'; আমি 'যাইলে' সে 'আসিত'; সে 'পড়িলে' পণ্ডিত 'হইত' ইত্যাদি।

১৯। ক্রিয়াটী সম্পন্ন হয় হয় হইয়াছে এইরূপ বুঝাইলে ক্রিয়ার এই প্রকার রূপ হয়। যথা, 'সে যায় যায় হইয়াছে' ইত্যাদি।

২০। জিজ্ঞাসা করা অর্থ বুঝাইলে কখন কখন অতীত কালের ক্রিয়ায় ভবিষ্যতের বিভক্তি হয়। যথা, "নতুবা বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখভোগ 'লিখিবেন' কেন?" ইত্যাদি।

২১। পৌনঃপুন্য অর্থ বুঝাইলে কখন কখন অতীত কালের ক্রিয়ায় বর্ত্তমানের বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা, তাহাকে পুনঃপুনঃ নিষেধ 'করিতেছি' তথাপি সে কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিতেছে না ইত্যাদি।

২২। যদি, যতক্ষণ, যতদিন, যেন, প্রভৃতি শব্দের যোগে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ায় বর্ত্তমানের বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা, যদি আপনি এক্ষণে তথায় 'যান' তাহা হইলে আমি অতিশয় সুখী 'হই'; যতক্ষণ তিনি এখানে 'আছেন' ততক্ষণ আমাদের কোন ভয় 'নাই'; "যেন জন্মজন্মান্তরে তোমার মত গুণের দেবর 'পাই'" ইত্যাদি।

২৩। 'কদাচ', 'কখন' প্রভৃতি শব্দের যোগে অতীতকালের ক্রিয়ায় বর্ত্তমানের বিভক্তি হয়। যথা, এমন সুন্দর মূর্ত্তি 'কখন দেখি নাই'; তিনি 'কদাচ' মিথ্যা 'কহেন না' ইত্যাদি।

একার্থ শব্দ (Synonyms)।

১। একই অর্থে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে একার্থশব্দ বা পর্য্যায়শব্দ (synonyms) কহে। যথা, চন্দ্র—শশী, শশধর, শশাঙ্ক, শশলাঞ্ছন, সুধাংশু, সুধাকর, বিধু, ইন্দু, চন্দ্রমা, নিশাকর, নিশানাথ, নিশাপতি, হিমাংশু, হিমকর, দ্বিজরাজ, মৃগাঙ্ক, কলানিধি। জল—অমৃত, অম্বু, উদক, তোয়, পয়ঃ, পানীয়, বারি, সলিল, জীবন, নীর; ইত্যাদি।

২। কখন কখন একার্থবোধক দুইটী শব্দ একত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, আমোদ প্রমোদ, আপদ বিপদ, আকার প্রকার, কাজ কর্ম্ম, লজ্জা সরম, শ্রদ্ধা ভক্তি, দীন দরিদ্র, মায়া মমতা, সন্তান সন্ততি, স্বভাব চরিত্র, হৃষ্ট পুষ্ট, শান্ত শিষ্ট, জীর্ণ শীর্ণ, সাধু সন্ন্যাসী, সভা সমিতি, হাস্য পরিহাস, সভ্য ভব্য, মার পিট, হাসি খুসি, মাথা মুণ্ড, কাপড় চোপড়, পোকা মাকড়, আমোদ আহ্লাদ, অতিথি অভ্যাগত, কষ্টে সৃষ্টে, জোর জবরদস্তি, লোক জন, বন্ধু বান্ধব, কটু কাটব্য, ধন সম্পত্তি, মান সম্ভ্রম, যুদ্ধ বিগ্রহ, অনুনয় বিনয়, খ্যাতি প্রতিপত্তি ইত্যাদি।

বিপরীতার্থ শব্দ (Antonyms)।

১। নিম্নে কতকগুলি বিপরীতার্থশব্দ দেওয়া গেল। যথা,

অতিবৃষ্টি—অনাবৃষ্টি	অনন্ত—সান্ত	অপকার—উপকার
অধম—উত্তম	অমৃত—বিষ	আবাহন—বিসর্জ্জন
আদান—প্রদান	আবির্ভাব—তিরোভাব	আলোক—অন্ধকার
আদি—অন্ত	আচার—অনাচার	আয়—ব্যয়
উত্তমর্ণ—অধমর্ণ	অগ্র—পশ্চাৎ	আগা—গোড়া
ইতর—ভদ্র	উত্তম—অধম	ঊর্দ্ধ—অধঃ
উৎকৃষ্ট—অপকৃষ্ট	উদয়—অস্ত	উন্মীলন—নিমীলন
উদিত—অনুদিত	উচ্চ—নীচ	ঐহিক—পারত্রিক
গৃহী, গৃহস্থ—সন্ন্যাসী	সুশীল—দুঃশীল	ক্ষতি—বৃদ্ধি
স্থূল—সূক্ষ্ম	বিধি—নিষেধ	ন্যায়—অন্যায়
তস্কর—সাধু	তরল—কঠিন	তিরস্কার—পুরস্কার
জাগ্রৎ—সুষুপ্ত	নবীন—প্রবীণ	নিরত—বিরত
নূতন—পুরাতন	দুর্ল্লভ—সুলভ	দুরন্ত—শান্ত
হর্ষ—বিষাদ	মান—অপমান	জমা—খরচ
হিত—অহিত	দিবা—রাত্রি	দোষ—গুণ
পাপ—পুণ্য	পণ্ডিত—মূর্খ	পুণ্যাত্মা—পাপাত্মা
পুরুষ—স্ত্রী	প্রশংসা—নিন্দা	প্রভু—ভৃত্য
বিনীত—গর্ব্বিত	ঘাত—প্রতিঘাত	চঞ্চল—স্থির
গুরু—লঘু	স্থাবর—জঙ্গম	ধর্ম্ম—অধর্ম্ম

বিষ—অমৃত
সহযোগী—প্রতিযোগী
সত্য—মিথ্যা
গুণ—দোষ
বন্য—গ্রাম্য
শুভক্ষণ—কুক্ষণ
সরস—নীরস
সৎ—অসৎ
ধনী—দরিদ্র
সুশ্রী—বিশ্রী
সুপ্ত—জাগরিত
সুখ—দুঃখ

২। কখন কখন বিপরীতার্থ দুইটী শব্দ একত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখ, হিতাহিত, অগ্রপশ্চাৎ, জন্মমৃত্যু, পূর্ব্বাপর, আগাগোড়া, সদসৎ ইত্যাদি।

সমোচ্চারণ শব্দ। (Words pronounced alike) ।

১। এরূপ কতকগুলি শব্দ আছে যে তাহাদের উচ্চারণ প্রায় এক, কিন্তু বর্ণযোজনা (বানান) ও অর্থ ভিন্ন। ঐরূপ সচরাচর প্রচলিত কতকগুলি শব্দ ও তাহাদের অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

অংশ—ভাগ
অংস—স্কন্ধ
অণু—সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র
অনু—পশ্চাৎ
অনিল—বায়ু
অনীল—নীল নহে
অন্ন—খাদ্যদ্রব্য
অন্য—অপর
অলিক—ললাট
অলীক—মিথ্যা
অশন—ভোজন
অসন—ক্ষেপণ
অশিত—ভক্ষিত
অসিত—কৃষ্ণ
অ-শীলতা—অভদ্রতা
অসি-লতা—তরবারি
অশক্ত—অসমর্থ
অসক্ত—অনাসক্ত
অন্নদা—অন্নপূর্ণা
অন্যদা—অপরসময়ে
অন্নপুষ্ট—খাদ্যদ্রব্য দ্বারা পুষ্ট
অন্যপুষ্ট—কোকিল
অর্ঘ—মূল্য, পূজাদ্রব্যবিশেষ
অর্ঘ্য—পূজ্য, পূজাদ্রব্যবিশেষ
অর্চ্চা—পূজা
অর্চ্চ্যা—পূজনীয়া
উপধি—কপট, ভয়, রথের চাকা
উপাধি—পদবী
উরোজ—স্তন
উরুজ—বৈশ্য
ঋতি—গতি
রীতি—ক্রম, পদ্ধতি, প্রণালী
ঋষ্টি—অশুভ, দ্বিধার খড়্গ
রিষ্টি—অশুভ
কতক—কিছু
কথক—ধর্ম্মবক্তা

আপণ—হাট, দোকান
আপন—নিজ
আস্তিক—ঈশ্বরে বিশ্বাসপরায়ণ
আস্তীক—জরৎকারু মুনির পুত্র
আসক্তি—রতি
আসত্তি—সন্নিধান
আহুতি—দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাদি দান।
আহূতি—আহ্বান
ইতি—সমাপ্তি, ইহা
ঈতি—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ছয় প্রকার শস্যবিঘ্ন।
ইষ—আশ্বিন মাস
ঈশ—প্রভু, ঈশ্বর
কটি—কোমর
কোটি—শতলক্ষ
গড়ুর—কুব্জ
গরুড়—পক্ষিরাজ
গিরিশ—শিব
গিরীশ—হিমালয়, শিব
গোলক—বর্ত্তুল, গোলাকার বস্তু
গোলোক—বিষ্ণুলোক
চতুর্—চারি
চতুর—দক্ষ, নিপুণ
চাষ—কর্ষণ
চাস—নীলকণ্ঠপক্ষী
চিৎ—চৈতন্য
চিত—সঞ্চিত
চিত্ত—মন
চিত্য—অগ্নি
কল্য—প্রাতঃকাল
কল্ল—কালা, বধির
কুট—পর্ব্বত
কূট—পর্ব্বতশৃঙ্গ
কৃত—বিহিত, রচিত
ক্রীত—কেনা
কৃত্ত—ছিন্ন
কৃত্য—কার্য্য
কৃত্তি—চর্ম্ম
কীর্ত্তি—যশ
কৃষ্ট—কর্ষিত
কৃষ্ণ—বাসুদেব
কোণ—বিদিক্
কোন—অনির্দ্দিষ্ট
জাত—উৎপন্ন, সমূহ
যাত—গত
জাল—পাশ
জ্বাল—অগ্নিশিখা
জিন—বুদ্ধ, বিষ্ণু
জীন—জীর্ণ, বৃদ্ধ
তত্ত্ব—ব্রহ্ম
তথ্য—যথার্থ্য
তরণী—নৌকা
তরুণী—যুবতী
দশন—দন্ত
দশন্—দশ
দশাশ্ব—চন্দ্র
দশাস্য—রাবণ
দার—স্ত্রী
দ্বার—দরজা

চির—বিলম্ব
চীর—বস্ত্রখণ্ড
চূত—আম্র
চ্যুত—স্খলিত
ছাত—ছিন্ন
ছাদ—আচ্ছাদন
জব—বেগ
যব—শস্যবিশেষ বা পরিমাণ বিশেষ
দুত—বার্ত্তাবহ
দ্যূত—পাশকক্রীড়া
দুর্—দুষ্ট, নিন্দিত
দূর—অসন্নিহিত
দেবত্ব—দেবভাব
দেবত্র—দেবসেবার্থ ভূমি
দেশ—রাজ্য
দ্বেষ—ঈর্ষা
দোষ—অপরাধ
দোস্—বাহু
ধন—ঐশ্বর্য্য
ধ্বন—শব্দ
নিরাশ—হতাশ
নিরাস—দূরীকরণ
নিবার—নিবারণ
নীবার—উড়িধান

দিষ্টান্ত—মৃত্যু
দৃষ্টান্ত—উদাহরণ
দিন—দিবস
দীন—দরিদ্র
দীপ—প্রদীপ
দ্বিপ—হস্তী
দ্বীপ—জলদ্বারা বেষ্টিত স্থলভাগ
দুকুল—দুই বংশ
দুকূল—ক্ষৌমবস্ত্র
পৃষ্ট—জিজ্ঞাসিতা
পৃষ্ঠ—পশ্চাদ্ভাগ
বন্ধ্য—বন্ধন
বন্ধ্য—নিস্ফল
বলি—পূজার উপহার, বিরোচনপুত্র
বলী—বলবান্
ভাণ—ছল
ভান—দীপ্তি, প্রকাশ
ভাষণ—কথন
ভাসন—দীপ্তি, প্রকাশ
মণ—৪০ সের পরিমাণ
মন, মনঃ—অন্তঃকরণ
মহিত—পূজিত
মোহিত—মোহপ্রাপ্ত
যতি—মুনি
জ্যোতিঃ—দীপ্তি

পক্ষ—পাখীর ডানা, মাসার্দ্ধ
পক্ষ্ম—চক্ষুর পাতা
পদ্য—ছন্দোময় বাক্য
পদ্ম—কমল
পরশ্বঃ—আগামী কল্যের পরদিন
পরস্ব—পরধন
পুৎ—নরকবিশেষ
পূত—পবিত্র
বিদুর—যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য, জ্ঞানী
বিদূর—অতিদূরস্থ
বিল্ল—আলবাল
বিল্ব—শ্রীফল
বিবৃতি—বিস্তৃতি
বিবৃত্তি—বিবর্ত্তন
বিশ্—বৈশ্য
বিষ—গরল, মৃণাল
বিস—মৃণাল
বিস্মিত—চমৎকৃত
বিস্মৃত—ভ্রান্ত
বিনা—ব্যতীত
বীণা—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
বিত্ত—ধন
বৃত্ত—গোলাকার ক্ষেত্র
ব্যসন—বিপদ
বসন—বস্ত্র

যাত—গত, গমন
জাত—উৎপন্ন
লক্ষ—শতসহস্র
লক্ষ্য—দ্রষ্টব্য, শরব্য
বর্জ্জ্য—ত্যক্তব্য
বর্য্য—শ্রেষ্ঠ
বাণ—শর
বান—বন্যা
শঙ্কর—শিব
সঙ্কর—দুই বা অধিকের মিশ্রণে উৎপন্ন
শপ্ত—অভিশাপগ্রস্ত
সপ্ত—সাত
শম্বর—দৈত্য বিং হরিণ বিং জল
সম্বর—সংবরণ
শবল—নানাবর্ণযুক্ত
সবল—বলবান
শক্তি—ক্ষমতা
সক্তি—সংযোগ
শারদ—বৎসর, শরৎকালীন
সারদ—শ্রেষ্ঠদায়ক
শারদা—সরস্বতী
সারদা—দুর্গা, সরস্বতী
শিতি—কৃষ্ণবর্ণ
সিতি—শুক্লবর্ণ

শকল—খণ্ড
সকল—সমগ্র
শকৃৎ—বিষ্ঠা
সকৃৎ—একবার
শক্ত—সমর্থ
সক্ত—আসক্ত

শ্রুত—আকর্ণিত
স্রুত—ক্ষরিত
শ্বশ্রূ—শাশুড়ি
শ্মশ্রু—দাড়ি
স্বত্ব—অধিকার
সত্য—যথার্থ
সম—সমান
শম—শান্তি
শর—বাণ
স্বর—শব্দ, উদাত্তাদি
সরল—অকপট
শরল—পীতদারু
শব—মৃতদেহ
সব—সমস্ত
সর্গ—সৃষ্টি
স্বর্গ—সুরলোক

শুক—পক্ষিবিশেষ
শূক—শস্যের সূক্ষ্মাগ্র
শূর—বীর
সুর—দেব
সূর—সূর্য্য
শৃত—পক্ক (দুগ্ধাদি)
শ্রিত—আশ্রিত, সেবিত
সামি—অর্দ্ধাংশ
স্বামী—প্রভু, ভর্ত্তা
সার্থ—সমূহ, বণিকসমূহ
স্বার্থ—নিজপ্রয়োজন
সুত—পুত্র
সূত—সারথি
সুদ—কুসীদ
সূদ—পাচক
স্কন্দ—কার্ত্তিকেয়
স্কন্ধ—কাঁধ, অংশ
সহিত—সঙ্গে
স্বহিত—নিজের মঙ্গল
হুতি—হোম
হূতি—আহ্বান

অনুশীলনী (Exercise)

নিম্নলিখিত শব্দগুলি লইয়া বাক্য রচনা কর ও উহাদের অর্থ লিখ :—

অর্ঘ, অর্ঘ্য। অন্নপুষ্ট, অন্যপুষ্ট। অশিত, অসিত। অ-শিলতা, অসি-লতা আহুতি, আহূতি। ঋতি, রীতি। কল্য, কল্প। কৃত, ক্রীত। গিরিশ, গিরীশ। গোলক, গোলোক। চতুর্, চতুর। দিন, দীন। দ্বিপ, দ্বীপ, দীপ। দুকুল, দুকূল। দূত, দ্যূত। পরশ্বঃ, পরস্ব। মণ, মন। যতি, জ্যোতিঃ। লক্ষ, লক্ষ্য। বাণ, বান। বিস্মিত, বিস্মৃত। বিনা, বীণা। ব্যসন, বসন। শকৃৎ, সকৃৎ। শক্ত, সক্ত। শঙ্কর, সঙ্কর। শূর, সুর। শ্রুত, শ্রীত। স্বত্ব, সত্য। শর, স্বর। শব, সব। সুত, সূত। সহিত, স্বহিত।

নানার্থ শব্দ (Words of different significations).

১। কতকগুলি শব্দ স্থানবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগকেই নানার্থ শব্দ কহে। ইহা অভিধানে জ্ঞাতব্য। উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি নানার্থ শব্দ ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদত্ত রইল।

নাক—আকাশ, স্বর্গ।
লোক—চতুর্দ্দশ, ভুবন, জন
শ্লোক—পদ্য, যশ
শায়ক (সায়ক)—বাণ, খড়্গ
অঙ্ক—ক্রোড় ; চিহ্ন ; সংখ্যাবোধক চিহ্ন ; কলঙ্ক ; নাটকের পরিচ্ছেদ
অর্থ—ধন, প্রয়োজন
অথর্ব্ব—অতিবৃদ্ধ ; বেদ বিশেষ
অম্বর—আকাশ, বস্ত্র
পক্ষ—মাসার্দ্ধ ; পাখীর ডানা ; সহায় ; মত
পদ—পা ; আধিপত্য ; বাচক শব্দ ; ছন্দের এক একটী অংশ
কর—হস্ত ; কিরণ ; শুণ্ড ; রাজস্ব
গোত্র—বংশ ; পর্ব্বত
তারা—নক্ষত্র ; 'চক্ষুর তারা' ; দেবী
তাল—ফল বিশেষ ; গীত, বাদ্য ; নৃত্য ; যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়
দণ্ড—যষ্টি ; শাস্তি ; সময়ের পরিমাণ (২৪ মিনিট)
দ্বন্দ্ব—কলহ ; মিলন ; যুগল ; সমাস বিশেষ।
পণ—প্রতিজ্ঞা ; কুড়ি গণ্ডা
বর্ণ—অক্ষর ; শুক্লাদি বর্ণ ; ব্রাহ্মণাদি শ্রেণী

সমাস (Compounds) ।

১। পরস্পর অন্বয় ও সম্বন্ধযুক্ত দুই বা বহুপদের মিলনকে সমাস কহে। সমাস ছয় প্রকার—দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব (Copulative Compound) ।

১। পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা বহু পদের সমাসকে দ্বন্দ্বসমাস কহে। দ্বন্দ্বসমাসে প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। যথা, রাম ও লক্ষ্মণ রামলক্ষ্মণ, কন্দ মূল ও ফল কন্দমূলফল ইত্যাদি।

২। দ্বন্দ্বসমাসে অল্পস্বরযুক্ত শব্দ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রায়ই পূর্ব্বে থাকে, যথা, দেবাসুর, সীতারাম ইত্যাদি।

৩। দ্বন্দ্বসমাসে অপেক্ষাকৃত মান্যপদগুলি প্রায়ই পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা, রামলক্ষ্মণ, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ ইত্যাদি।

(ক) কখন কখন এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। যথা, ছোটবড়, জনকজননী, শিবদুর্গা ইত্যাদি।

৪। দ্বন্দ্বসমাসে মাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি শব্দ রূপান্তর প্রাপ্ত, অর্থাৎ ঋকারান্ত হয় না, কিন্তু পুত্র শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ পরে থাকিলে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। যথা, মাতাপিতা, পিতাপুত্র, ভ্রাতৃমাতুল ইত্যাদি।

অহন্, রাত্রি, নিশা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের দ্বন্দ্বসমাস করিলে এইরূপ পদ হয়। যথা, অহোরাত্র, অহর্দিব, দিবানিশি, অহর্নিশ রাত্রিন্দিব, দিনন্দিন ইত্যাদি।

তৎপুরুষ (Determinative Compound) ।

১। কর্ত্তৃভিন্ন কারকবিভক্তিযুক্ত পদের সহিত বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের সমাসকে তৎপুরুষ সমাস কহে।

২। আপন্ন, আগত, অতীত, প্রাপ্ত, আশ্রিত প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের যোগে দ্বিতীয়াতৎপুরুষ (কর্ম্মতৎপুরুষ) সমাস হয়। যথ, বিস্ময়কে আপন্ন বিস্ময়াপন্ন, শরণকে আগত শরণাগত, দুঃখকে অতীত দুঃখাতীত, সাহায্যকে প্রাপ্ত সাহায্যপ্রাপ্ত, মহৎকে আশ্রিত মহদাশ্রিত।

(ক) বাঙ্গালা ভাষায় আগত, গত, অতীত এই শব্দগুলির যোগে প্রায়ই অপাদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধতৎপুরুষ সমাস হয়। যথা, দূর হইতে আগত দূরাগত, গৃহে গত গৃহগত, সাধ্যের অতীত সাধ্যাতীত।

৩। করণকারক বা করণকারকের বিভক্তিযুক্ত পদের সহিত যে সমাস হয় তাহাকে তৃতীয়াতৎপুরুষ (করণতৎপুরুষ) সমাস কহে। যথা, শোকদ্বারা আকুল শোকাকুল, মোহ দ্বারা অন্ধ মোহান্ধ। এইরূপ দুঃখার্ত্ত, পদাঘাত, দুঃখসাধ্য, সুখলভ্য, রাজানুগৃহিত, চৌরাপহৃত, গুরূপদিষ্ট, সাধুজনাচরিত, পাদোন, জনশূন্য, ধনহীন, বিবেকবিহীন ইত্যাদি।

(ক) বিপ্রকে দত্ত বিপ্রদত্ত, ইহাকে কেহ বা চতুর্থীতৎপুরুষ কেহ বা দ্বিতীয়াতৎপুরুষ সমাস বলিয়া থাকেন।

৪। অপাদান বা অপদান কারকের বিভক্তিযুক্ত পদের সহিত সমাস হইলে পঞ্চমীতৎপুরুষ (অপাদানতৎপুরুষ) সমাস কহে। যথা, পাপ হইতে মুক্ত পাপমুক্ত। এইরূপ পদচ্যুত, পাপভীত, আদ্যোপান্ত।

৫। সম্বন্ধের বিভক্তিযুক্ত পদের সহিত সমাস হইলে ষষ্ঠিতৎপুরুষ (সম্বন্ধতৎপুরুষ) সমাস কহে। যথা, বিশ্বের পিতা বিশ্বপিতা। এইরূপ সুরালয়, দেবগৃহ, গুরূপদেশ, পিতৃসেবা, সাধুসেবা ইত্যাদি।

(ক) ষষ্ঠিতৎপুরুষ সমাসে বর্ষা শব্দের পর রাত্রি শব্দ থাকিলে রাত্রি শব্দের 'ই'কার স্থানে 'অ'কার হয়। যথা, বর্ষার রাত্রি বর্ষারাত্র।

(খ) ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে শিশু, দুগ্ধ, অণ্ড প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটী পুংলিঙ্গের ন্যায় হইয়া যায়। যথা, হরিণীর শিশু

হরিণশিশু, মহিষীর দুগ্ধ মহিষদুগ্ধ, ছাগীর দুগ্ধ ছাগদুগ্ধ, হংসীর ডিম্ব হংসডিম্ব, মেষীর শাবক মেষশাবক ইত্যাদি।

(গ) ষষ্ঠিতৎপুরুষ সমাসে সংজ্ঞা (নাম) বুঝাইতে দাস শব্দ পরে থাকিলে, কালী, দেবী প্রভৃতি শব্দের দীর্ঘ 'ঈ'কার হ্রস্ব হয়। যথা, কালীর দাস কালিদাস, দেবীর দাস দেবীদাস ইত্যাদি।

৬। অধিকরণের বিভক্তিযুক্ত পদের সহিত সমাস হইলে সপ্তমীতৎ-পুরুষ (অধিকরণতৎপুরুষ) সমাস কহে। যথা, বিষয়ে আসক্ত বিষয়াসক্ত এইরূপ শুশ্রূষানিরত, বিদ্যানুরক্ত, হস্তস্থিত, জলমগ্ন, রথারূঢ়, পুরাবৃত্ত, গৃহবাস, গৃহাবস্থান, মোহাচ্ছন্ন, অজ্ঞানান্ধ, দিবানিদ্রা ইত্যাদি।

৭। তৎপুরুষ সমাসে কোন কোন স্থলে পূর্ব্বপদে সংস্কৃতের বিভক্তি যুক্ত থাকে। উহাকে অলুক্‌সমাস কহে। যথা, ভ্রাতুষ্পুত্র, বাচস্পতি, গোষ্পদ, সরসিজ, মনসিজ ইত্যাদি।

৮। নিষেধার্থক 'ন' এর সহিত তৎপুরুষসমাস হইলে নঞ্‌ তৎপুরুষ সমাস কহে। এই সমাসে স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'ন' স্থানে 'অন্‌' এবং ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে 'ন' স্থানে 'অ' হয়। যথা, ন এক অনেক, ন অলস অনলস, ন সাধু অসাধু, ন সৎ অসৎ ইত্যাদি।

৯। উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের সমাস হইলে উপপদতৎপুরুষসমাস কহে। যথা প্রজাকে পালন করেন যিনি প্রজাপালক, নগরে বাস করে যে নগরবাসী। এইরূপ পঙ্কজ, জলজ, ধনদ, ইন্দ্রজিৎ, শাসনকর্ত্তা নিকটবর্ত্তী, কর্ম্মকার, সারগ্রাহী, হিতৈষী, চিরস্থায়ী, মিষ্টভাষী ইত্যাদি।

১০। যখন উৎ, অতি প্রভৃতি উপসর্গের সহিত তৎপুরুষসমাস হয়, তখন ঐ উপসর্গগুলি পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা নিদ্রা হইতে উৎ (উত্থিত) উন্নিদ্র-বেলাকে উৎ (উদ্গত) উদ্বেল, বলকে অতি (অতি, ক্রান্ত) অতিবল, বেলাকে অতি (অতিক্রান্ত) অতিবেল ইত্যাদি।

১১। ক্রিয়ার বিশেষণের সহিত যে সমাস হয় তাহাকে দ্বিতীয়া-

তৎপুরুষ সমাস কহে। যথা, অৰ্দ্ধ উত্থিত অর্দ্ধোত্থিত। এইরূপ নবাগত, সুখসুপ্ত, চিরপ্ররূঢ়, দুঃখাগত, আশুকৃত, অত্যন্তানুগত ইত্যাদি।

কর্ম্মধারয় (Appositional compound.)

১। বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সমাসকে কর্ম্মধারয়সমাস কহে। এই সমাসে বিশেষণ পদ প্রায়ই পূর্ব্বে থাকে। যথ, পরম এমন ঈশ্বর পরমেশ্বর। এইরূপ পরমাত্মা, সৎপুরুষ, শ্বেতাশ্ব, দীর্ঘকায়, রক্তাশোক।

২। কখন কখন দুই বিশেষ্য পদেও কর্ম্মধারয়সমাস হয়। যথা, সুখরূপ অমৃত সুখামৃত, শোকরূপ অগ্নি শোকাগ্নি, শোকরূপ সিন্ধু শোক-সিন্ধু ইত্যাদি। ইহাকে রূপককর্ম্মধারয়সমাস কহে।

(ক) চন্দ্রের ন্যায় আনন চন্দ্রানন। এইরূপ তুষারধবল, ইন্দীবর-শ্যাম, দুর্ব্বাদলশ্যাম ইত্যাদি। ইহাকে উপমানসমাস কহে।

(খ) পুরুষ সিংহের ন্যায় পুরুষসিংহ। এইরূপ নরব্যাঘ্র, নরকুঞ্জর, পুরুষপুঙ্গম, নরর্ষভঃইত্যাদি। ইহাকে উপমিতসমাস কহে।

(গ) পলমিশ্র অন্ন পলান্ন। এইরূপ বিন্ধ্যাগিরি, বটবৃক্ষ, সিংহাসন, শাল্মলীতরু ইত্যাদি। ইহাকে মধ্যপদলোপীসমাস কহে।

৩। কখন কখন দুই বিশেষণ পদে কর্ম্মধারয়সমাস হয়। যথা, পরম এমন সুন্দর পরমসুন্দর। এইরূপ অতিতেজস্বী, পরমগুরু, পরমহিতৈষী, অতিবলবান্, অত্যুচ্চ, পরমধার্ম্মিক ইত্যাদি।

৪। কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহিসমাসে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণপদ পুংলিঙ্গের ন্যায় হয়। যথা, দুষ্টা :এমন মতি দুষ্টমতি। এইরূপ অল্পবুদ্ধি, সুন্দরস্ত্রী, মন্দবুদ্ধি, স্থিরমতি, স্থিরধী, হতাশ, কম্পিতলতা ইত্যাদি।

৫। কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহিসমাসে মহৎ শব্দ স্থানে মহা হয়। যথা, মহৎ এমন পুরুষ মহাপুরুষ, মহতী এমন বুদ্ধি মহাবুদ্ধি। এইরূপ মহাদেশ, মহাফল, মহাত্মা, মহাবল, মহাকীর্ত্তি ইত্যাদি।

৬। কর্ম্মধারয়সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ, পূর্ব্ব, পর, মধ্য, সর্ব্ব ও দীর্ঘ শব্দের পর রাত্রি শব্দ থাকিলে উহার 'ই' কার স্থানে 'অ' কার হয়। যথা, দ্বি এমন রাত্রি দ্বিরাত্র। এইরূপ ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র, নবরাত্র, পূর্ব্বরাত্র, দীর্ঘরাত্র, সর্ব্বরাত্র, মধ্যরাত্র, পররাত্র ইত্যাদি।

৭। কর্ম্মধারয়সমাসে পরবর্ত্তী সখি, অহন্ ও রাজন্ শব্দস্থানে ক্রমে সখ, অহ ও রাজ হয়। যথা, প্রিয়সখ, মহারাজ. একাহ, দশাহ। প্রশংসা-বাচক সু শব্দের পরে থাকিলে হয় না। যথা, সুরাজা, সুসখা ইত্যাদি।

৮। কর্ম্মধারয়সমাসে সর্ব্ব, পূর্ব্ব, পর, অপর, সায়, মধ্য ও অব্যয় শব্দের পরবর্ত্তী অহন্ শব্দ স্থানে অহ্ন আদেশ হয়। যথা, সর্ব্বাহ্ন, পূর্ব্বাহ্ন, পরাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, মধ্যাহ্ন, প্রাহ্ন ইত্যাদি।

৯। 'অন্য' এই শব্দের সহিত কোন বিশেষ্য পদের কর্ম্মধারয়সমাস করিলে, ঐ 'অন্য' শব্দের স্থানে বিকল্পে 'অন্তর' হয় এবং উহা পরে বসে। যথা, অন্য গ্রাম গ্রামান্তর বা অন্যগ্রাম। এইরূপ দেশান্তর বা অন্যদেশ, স্থানান্তর বা অন্যস্থান, বনান্তর বা অন্যবন ইত্যাদি।

১০। কর্ম্মধারয়সমাসে দুইটী সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যবর্ত্তী অধিক শব্দের লোপ হয় এবং দশন্, বিংশতি ও ত্রিংশৎ শব্দ পরে থাকিলে দ্বিশব্দ স্থানে দ্বা, ত্রিশব্দস্থানে ত্রয়স্ এবং অষ্টন্ শব্দ স্থানে অষ্টা হয়। আর, চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি ও নবতি শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে হয়। যথা, দ্বি অধিক দশ দ্বাদশ। এইরূপ ত্রয়োদশ, অষ্টাদশ, দ্বিচত্বারিংশৎ, দ্বাচত্বারিংশৎ; অষ্টপঞ্চাশৎ অষ্টাপঞ্চাশৎ ইত্যাদি।

১১। এক অধিক দশ ও ষট্ অধিক দশ এই বাক্যে একাদশ ও ষোড়শ এই দুইটী পদ সিদ্ধ হয়।

দ্বিগু (Numeral Compound)।

১। সমাহার অর্থ বুঝাইতে সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত বিশেষ্য

পদের দ্বিগু সমাস হয়। যথা, তিন ভুবনের সমাহার ত্রিভুবন। এইরূপ ত্রিলোকী, সপ্তশতী, ত্রিরাত্র, চতুষ্পথ, পঞ্চবটী, শতাব্দী ইত্যাদি।

বহুব্রীহি (Relative Compound)।

১। যে কয়েক পদে সমাস করা যায় তাহাদের অর্থ না বুঝাইয়া তদর্থ-বিশিষ্ট অন্য পদার্থ বুঝাইলে বহুব্রীহিসমাস হয়। বহুব্রীহিসমাসে সমস্ত পদ বিশেষণ হয়। যথা, পীত অম্বর যার সে পীতাম্বর। এইরূপ বৃহৎকায়, জিতেন্দ্রিয়, অল্পবুদ্ধি, মহাশয়, মহাবল, মহাশক্তি ইত্যাদি।

২। বহুব্রীহিসমাসে সমস্ত পদ পুংলিঙ্গের বিশেষণ হইলে, পরবর্ত্তী 'আ'কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটী 'অ'কারান্ত হয়। যথা, হতাশ, নির্লজ্জ, কৃতবিদ্য, বহুসংখ্য, ভগ্নশাখ, অনেকবিধ ইত্যাদি। কিন্তু প্রজ্ঞা ও মেধা শব্দের 'আ'কার স্থানে 'অ'কার হয় না। যথা, সুপ্রজ্ঞা, মন্দমেধা ইত্যাদি।

৩। বহুব্রীহিসমাসে দীর্ঘ ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, ঋকারান্ত শব্দ এবং বয়স্, মনস্, উরস্ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ অন্তে থাকিলে তাহাদের উত্তর প্রায়ই 'ক' হয়। যথা, মৃতপত্নীক, নির্ভীক, নদীমাতৃক, অল্পবয়স্ক, অন্যমনস্ক, বিপুলোরস্ক, প্রণয়পূর্ব্বক, হতশ্রীক, অন্যমনা ইত্যাদি।

৪। বহুব্রীহিসমাসে 'সহ' শব্দ স্থানে 'স' আদেশ হয়। যথা, স্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান সস্ত্রীক। এইরূপ সদয়, সোদ্বেগ, সভয়, সপুত্র ইত্যাদি।

৫। বহুব্রীহিসমাসে কখন কখন মধ্যবর্ত্তী পদের লোপ হয় ; উহাকে মধ্যপদলোপী সমাস কহে। যথা, কমলের ন্যায় লোচন যার সে কমললোচন, চন্দ্রের ন্যায় বদন যার সে চন্দ্রবদন, মৃগের নয়নের ন্যায় চঞ্চল নয়ন যার সে মৃগনয়নী ইত্যাদি।

৬। বহুব্রীহিসমাসে পরবর্ত্তী অক্ষি শব্দের হ্রস 'ই'কার স্থানে 'অ'কার হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে 'ঈ' হয়। যথা, চঞ্চলাক্ষ, নলিনাক্ষ, পুণ্ডরীকাক্ষ ; মৃগাক্ষী, বিশালাক্ষী, কমলাক্ষী ইত্যাদি।

৭। বহুব্রীহিসমাসে সংজ্ঞা (নাম) বুঝাইলে পরবর্ত্তী নাভিশব্দের হ্রস্ব 'ই'কার স্থানে 'অ'কার হয়। যথা, পদ্মনাভ, ঊর্ণনাভ ইত্যাদি।

৮। বহুব্রীহিসমাসে পরবর্ত্তী ধর্ম্মশব্দের 'অ' স্থানে 'অন্' হয় এবং রাজন্ শব্দের ন্যায় রূপ হইয়া 'আ'কারান্ত হয়। যথা, ভিন্নধর্ম্মা।

৯। দুই বিশেষ্যপদে বহুব্রীহিসমাস হইলে সমাসবাক্যে, একটীকে অধিকরণ ও অপরটীকে কর্ত্তৃকারক করিয়া দিতে হয়; অধিকরণ পদটী অঙ্গবাচক হইলে পরে বসিয়া থাকে। যথা, হস্তে খড়্গ আছে যার সে খড়্গহস্ত। এইরূপ দণ্ডপাণি, হারকণ্ঠ, শরচাপহস্ত, চন্দ্রচূড় ইত্যাদি। পাপে মতি আছে যার সে পাপমতি। এইরূপ ধর্ম্মরতি ইত্যাদি।

১০। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'ন' স্থানে 'অন্' এবং ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে 'অ' হয়। যথা, নাই আদি যার সে অনাদি, নাই ধন যার সে অধন। এইরূপ অনন্ত, অজ্ঞান, অধৈর্য্য, অচেতন ইত্যাদি।

১১। পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াকরণ বুঝাইলে দুইটী একরূপ বিশেষ্য পদে বহুব্রীহি সমাস হয়। যথা, দণ্ডদ্বারা দণ্ডদ্বারা যে যুদ্ধ তাহা দণ্ডাদণ্ডি। এইরূপ লাঠালাঠি, মুষ্টামুষ্টি, কেশাকেশি, চুলাচুলি, হাতাহাতি, নখানখি, বাহবাবাহবি ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব (Indeclinable Compound)।

১। যে সমাসে কোন অব্যয়পদ পূর্ব্বে থাকিয়া কোন কারক, সামীপ্য, দ্বির্ভাব, পর্য্যন্ত, অভাব, অনতিক্রম, যোগ্যতা, পশ্চাৎ, সাদৃশ্য প্রভৃতি অর্থ বুঝাইয়া দেয় তাহাকে অব্যয়ীভাবসমাস কহে। যথা, আত্মাকে অধিকার করিয়া অধ্যাত্ম, কূলের সমীপে উপকূল, মাসে মাসে প্রতিমাস। এইরূপ প্রতিগৃহ, প্রতিদিন, অনুক্ষণ, অনুদিন ইত্যাদি। সমুদ্র পর্য্যন্ত আসমুদ্র। এইরূপ আহিমালয়, আবালবৃদ্ধবনিতা, আপামর-সাধারণ, যাবজ্জীবন ইত্যাদি। ধর্ম্মের অভাব অধর্ম্ম। এইরূপ অসুখ,

অপাপ, নিঃশব্দ, নির্ব্বিঘ্ন, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। বিধিকে অতিক্রম না করিয়া যথাবিধি। এইরূপ যথাশক্তি, যথাযোগ্য, যথাসাধ্য ইত্যাদি। তাপের অনু (পশ্চাৎ) অনুতাপ। এইরূপ অনুগমন ইত্যাদি। রূপের সদৃশ প্রতিরূপ। এইরূপ প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিধ্বনি, উপনদি ইত্যাদি।

২। প্রতি, সম, ও পরশব্দের সহিত অক্ষিশব্দের সমাস হইলে, অক্ষিশব্দের 'ই'কার স্থানে 'অ'কার ও পরশব্দের অন্ত্য 'অ'কারের সহিত অক্ষিশব্দের 'অ'কার স্থানে 'ও'কার হয়। যথা. অক্ষির প্রতি প্রত্যক্ষ, অক্ষির সমীপে সমক্ষ, অক্ষির পর পরোক্ষ; অক্ষের (ইন্দ্রিয়ের) প্রতি প্রত্যক্ষ।

সর্ব্ব-সমাস-সাধারণ বিধি।

১। সমাসে পরবর্ত্তী 'পথিন্'শব্দের স্থানে 'পথ' আদেশ হয়। যথা, আকাশপথ, নয়নপথ, অসৎপথ, চতুষ্পথ ইত্যাদি।

২। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'কু'শব্দ স্থানে 'কদ্' আদেশ হয়। যথা, কদন্ন, কদাকার, কদশ্ব, কদক্ষর, কদুষ্ণ ইত্যাদি।

৩। পুরুষ ও পথিন্‌শব্দ পরে থাকিলে 'কু' শব্দ স্থানে বিকল্পে 'কা' হয়। যথা, কাপুরুষ কুপুরুষ, কাপথ কুপথ।

৪। সমাসে সু, সুরভি, পূতি প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত গন্ধ শব্দের অন্ত্য 'অ' স্থানে 'ই' হয়। আর উপমানবাচক শব্দের পরে থাকিলে বিকল্পে 'ই' হয়। যথা, সুগন্ধি, সুরভিগন্ধি, পূতিগন্ধি; পদ্মগন্ধি পদ্মগন্ধ ইত্যাদি।

৫। বন্ধু, তীর্থ, পত্নী. পক্ষ প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে 'সমান' শব্দ স্থানে 'স' আদেশ হয়। যথা, সমান বন্ধু সবন্ধু। এইরূপ সতীর্থ, সপত্নী, সপক্ষ ইত্যাদি। কিন্তু রূপ, নাম, গোত্র, বর্ণ, বয়স্, উদর, জাতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে 'স' আদেশ হয়। যথা, সরূপ বা সমানরূপ, সগোত্র বা সমানগোত্র, সবর্ণ বা সমানবর্ণ, সজাতি বা সমানজাতি, সোদর বা সহোদর ইত্যাদি।

৬। সমাসে একবচনে যুষ্মদ্‌শব্দ স্থানে ত্বৎ ও অস্মদ্‌শব্দ স্থানে মৎ আদেশ হয়। যথা, তোমা কর্ত্তৃক কৃত ত্বৎকৃত, তোমার পুত্র ত্বৎপুত্র, আমাকর্ত্তৃক প্রণীত মৎপ্রণীত, আমার গৃহ মদ্‌গৃহ; তোমাদিগের বাক্য যুষ্মদ্‌বাক্য, আমাদিগের কর্ত্তৃক বিহিত অস্মদ্‌বিহিত ইত্যাদি।

৭। সমাসে রাজা, আত্মা, ধনী, মানী প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে উহাদের অন্ত্য স্বর হ্রস্ব হয়। যথা, রাজভবন, রাজদত্ত, রাজপ্রাপ্ত, আত্মদোষ, আত্মকৃত, ধনিগৃহ ইত্যাদি। কিন্তু ভাষায় উহাদের উত্তরই বিভক্তি হয়। যথা, রাজার, আত্মাতে, ধনীকে, মানীকে ইত্যাদি।

৮। প্রিয়, বৃদ্ধ প্রভৃতি বিশেষণ পদগুলি সমাসে প্রায়ই পরে বসিয়া থাকে। যথা, প্রিয় সমর যার সে সমরপ্রিয়; এইরূপ ব্রাহ্মণবৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়মুখ্য, কৃষকযুবা, ভ্রাতৃপ্রিয় ইত্যাদি।

৯। নির্দ্ধার অর্থে যে সমাস হয় তাহার বাক্যে 'মধ্যে' এই শব্দটী প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, পুরুষদিগের মধ্যে উত্তম পুরুষোত্তম। এইরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম, নরাধম, বীরবর ইত্যাদি।

১০। সমাসে সিংহ, ব্যাঘ্র, পুঙ্গব, ঋষভ প্রভৃতি শব্দ পরে বসিয়া শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝাইয়া দেয়। যথা, পুরুষসিংহ (পুরুষশ্রেষ্ঠ); এইরূপ রাজশার্দ্দূল, নরশ্রেষ্ঠ, বীরকেশরী, নৃপকুঞ্জর, পুরুষর্ষভ, মনুজপুঙ্গব ইত্যাদি।

১১। উপমান সিংহাদি শব্দের সহিত উপমেয় পুরুষাদি শব্দের সমাস হয়। যথা, সিংহের ন্যায় পুরুষ পুরুষসিংহ, কেশরীর ন্যায় বীর বীরকেশরী, ঘনের ন্যায় শ্যাম ঘনশ্যাম, শশের ন্যায় ব্যস্ত শশব্যস্ত, বিদ্যুতের ন্যায় চপল বিদ্যুচ্চপল ইত্যাদি। পৃথক্ কোন বিশেষণপদের প্রয়োগ থাকিলে হয় না। পুরুষ সিংহের ন্যায় বলবান্ এইবাক্যে সমাস হইবে না।

১২। নিভ, সঙ্কাশ, নীকাশ প্রভৃতি শব্দের সহিত যে সমাস হয় তাহাকে নিত্যসমাস কহে। যথা, ফেননিভ, অনলসঙ্কাশ, যশোপম, অনলসন্নিভ, কৃতান্তোপম, চিন্মাত্র, কলামাত্র, দর্শনমাত্র ইত্যাদি।

অতিরিক্ত।

অধিষ্ঠানভূতা, জীবৎ অথচ মুক্ত জীবন্মুক্ত, পণ্ডিতমূর্খ, প্রথমে সুপ্ত পরে উত্থিত সুপ্তোত্থিত, স্নাতপ্রত্যাগত, সদ্যপ্রসূত, সদ্যোজাত, একত্র-কৃত, অধুনাদৃষ্ট, অদ্যাবধি, অদ্যপ্রভৃতি, অকারাদি, হকারান্ত, মৃত্যুপর্য্যন্ত, আজন্মাবধি, পুত্রের নিমিত্ত শোক পুত্রশোক, পূর্ব্বে ভূত ভূতপূর্ব্ব, শ্রুতপূর্ব্ব, দৃষ্টপূর্ব্ব, কার্য্যকুশল, রণপণ্ডিত, ক্রীড়াধূর্ত্ত, আমার মত বিধা (প্রকার) যার মদ্বিধ, অস্মদ্‌বিধ, সখ্যরূপ ভাব সখ্যভাব, দাস্যরূপ বা দাস্যের ভাব দাস্যভাব, অধি (অধিক) এমন রাজা অধিরাজ, অধিপতি, পামর ও সাধারণ পর্য্যন্ত আপামরসাধারণ, আবালবৃদ্ধবনিতা, বিবেকের ধী বা বিবেকজনিকা ধী বিবেকধী, উৎসাহের তরঙ্গ বা উৎসাহরূপ তরঙ্গ উৎসাহতরঙ্গ, নষ্টের প্রায় নষ্টপ্রায়, ভ্রাতাতে বৎসল ভ্রাতৃবৎসল, পুত্রবৎসল, পিতৃবৎসল, অর্দ্ধ উচ্চারিত অর্দ্ধোচ্চারিত, অস্পষ্টোচ্চারিত, অর্দ্ধের উদয় অর্দ্ধোদয়, কায়ের অর্দ্ধ অর্দ্ধকায়, বা কায়ার্দ্ধ, অর্দ্ধক্রোশ বা ক্রোশার্দ্ধ, নিবিষ্টমনা, সার্থকজন্মা, প্রণয়জাত কোপ বা প্রণয়সহিত কোপ প্রণয়-কোপ, জীবন পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন, যুবতী জায়া যার সে যুবজানি, জায়া ও পতি দম্পতী, জম্পতী বা জায়াপতী, পুষ্পধন্বা, গাণ্ডীবধন্বা।

বাক্য (Sentence)

১। প্রত্যেক বাক্যেই দুইটী অংশ থাকে। একটীকে উদ্দেশ্য, সম্পাদক বা কর্ত্তা এবং অপরটীকে বিধেয়, সম্পাদ্য বা কার্য্য কহে।

২। যিনি বলেন বা করেন অথবা যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় সেই ব্যক্তি বা বস্তুবাচক পদকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে যাহা বলা যায় তাহাকে বিধেয় কহে। যথা, রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; এখানে 'রাম' উদ্দেশ্য এবং 'রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন' বিধেয়।

৩। বাঙ্গালাভাষায় বিশেষ্যপদের ন্যায় সর্ব্বনাম পদ এবং কখন

কখন বিশেষণ, ক্রিয়া ও বাক্যাংশ প্রভৃতিও উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, সর্ব্বনাম—'তিনি' অনন্ত ও সর্ব্বশক্তিমান, 'তিনি' আমাদের পরমপিতা 'আমরা' তাঁহারই উপাসনা করিব। বিশেষণ—'দরিদ্রেরা' প্রায়ই সৎ হইয়া থাকে; 'সন্তুষ্টের' সদাই সুখ। ক্রিয়া—'মিথ্যা কহা' বড় দোষ; 'চুরি করা' মহাপাপ। বাক্যাংশ—অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকা' বড়ই ক্লেশকর; 'তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির ঈদৃশ ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া' কোন ক্রমেই উচিত নহে ইত্যাদি।

৪। যে কয়েকটী পদ প্রযুক্ত হইলে অন্য কোন পদ প্রয়োগ করিবার অপেক্ষা থাকে না, সেই পদগুলি মিলিত হইয়া একটী সম্পূর্ণ বাক্য গঠিত হয়। যথা, সূর্য্য উদিত হইলে পৃথিবী আলোকময় হয়।

(ক) যদি অন্য কোন পদ প্রয়োগ করিবার অপেক্ষা থাকে তাহা হইলে বাক্য পূর্ণ হয় না। যথা, 'সূর্য্য উদিত হইলে' কেবল এই কয়টী পদ প্রযুক্ত হইলে অন্য পদ প্রয়োগ করিবার অপেক্ষা থাকে, অতএব ঐ গুলিতে একটী সম্পূর্ণ বাক্য হইতে পারে না। উহাকে, এবং ঐরূপ বাক্যসকলকে অসম্পূর্ণ বাক্য কহে।

(খ) 'সূর্য্য উদিত হইলে তিনি প্রস্থান করিলেন' এই সম্পূর্ণবাক্যের অন্তর্গত 'সূর্য্য উদিত হইলে' এই অংশটীকে অপ্রধান বাক্যাংশ (subordinate clause) এবং 'তিনি প্রস্থান করিলেন' এই অংশটীকে প্রধান বাক্যাংশ (principal clause) কহে।

৫। একটী বাক্যে অন্ততঃ দুইটী পদ প্রয়োগ করা আবশ্যক। নতুবা একটী সম্পূর্ণ বাক্য হইবে না। যথা, গোপাল হাসিতেছে, তিনি গিয়াছিলেন, আমি যাইব ইত্যাদি।

৬। কোন কোন স্থলে একটী মাত্র পদ প্রযুক্ত হয়। ঐ সকল স্থলে কর্ত্তা কিংবা ক্রিয়া উহ্য থাকে। যথা, 'কে হাসিতেছে?' এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল 'গোপাল' এই পদটী প্রয়োগ করিলেই চলিতে পারে; কিন্তু

এখানে 'হাসিতেছে' এই ক্রিয়াপদটী উহ্য আছে এবং ঐ উহ্যপদটী লইয়া 'গোপাল হাসিতেছে' এই সমস্তটুকু একটী সম্পূর্ণ বাক্য হইল। এইরূপ প্রশ্ন—'আসিয়াছ?' অর্থাৎ 'তুমি আসিয়াছ?' এখানে 'তুমি' এই পদটী উহ্য আছে; উত্তর—'হাঁ' অর্থাৎ 'হাঁ আমি আসিয়াছি,' এখানে 'আমি আসিয়াছি' এই সমস্তটুকুই উহ্য আছে।

৭। কর্ত্তৃপদ ও সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের প্রধান অঙ্গ; সুতরাং প্রত্যেক বাক্যেই অন্ততঃ একটী কর্ত্তৃপদ ও একটী সমাপিকা ক্রিয়া থাকা আবশ্যক। যথা, পাতা নড়িতেছে; বৃষ্টি হইতেছে ইত্যাদি।

বাক্যরচনা (Formation of sentences)।

পদবিন্যাস প্রণালী (Order and arrangement of words)।

১। প্রথমে কর্ত্তৃপদ প্রয়োগ করিয়া পরে সমাপিকা ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, রাম যাইতেছে; গোপাল হাসিতেছে।

(ক) কখন সমাপিকা ক্রিয়া উহ্য থাকে। যথা, গোপাল বড় সুবোধ।

২। ক্রিয়াটী সকর্ম্মক হইলে কর্ম্মপদটী ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসিয়া থাকে এবং ক্রিয়াটী দ্বিকর্ম্মক হইলে অগ্রে গৌণকর্ম্ম, পরে মুখ্যকর্ম্ম এবং তৎপরে ক্রিয়া বসিয়া থাকে। যথা, আমি চন্দ্র দেখিতেছি, গুরু শিষ্যকে ব্যাকরণ পড়াইতেছেন ইত্যাদি।

(ক) কখন কখন কোন কোন পদের অর্থের প্রাধান্য বা দৃঢ়তা দেখাইবার জন্য উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে। যথা, এ কথা তিনি শুনিয়াছেন; এ কথা ত আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম ইত্যাদি।

(খ) যেখানে অনেকগুলি কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতি পদের সহিত একটী মাত্র ক্রিয়ার অন্বয় হয়, সেখানেও ক্রিয়াপদটী সর্ব্বশেষেই বসিয়া থাকে। যথা, গোপাল, রাম ও যদু এখানে আসিয়াছিল; জগদীশ্বর মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি জ্ঞানবান্, বুদ্ধিমান্

ও অশেষ গুণের আকর ছিলেন; ঈশ্বর কি জল, কি স্থল, কি আকাশ, কি বন, কি পর্ব্বত, সকল স্থানেই বর্ত্তমান আছেন।

(গ) প্রশ্ন, কৌতুক, বিরক্তি বা অহঙ্কারাদি প্রকাশ করিতে কখন কখন অগ্রে ক্রিয়াপদ ও পরে কর্ত্তা বা কর্ম্ম বসিয়া থাকে। যথা, এতে আর হবে কি? করিবে কি? করে বসেছি এক ব্যাপার; করিতে পারি আমি সবই ইত্যাদি।

(ঘ) কথনার্থ ধাতুর বর্ত্তমানকাল প্রযুক্ত হইলে কর্তৃপদ প্রায়ই উহ্য থাকে। যথা, ইহাকেই বীরত্ব বলে, "একেই কি বলে সভ্যতা?" এখানে 'লোকে' এই কর্ত্তৃপদটী উহ্য আছে।

(ঙ) উত্তম ও মধ্যমপুরুষে কর্ত্তৃপদ অনেক সময়ে উহ্য থাকে। যথা, যাইতেছি, যাইব, গিয়াছিলাম; এখানে 'আমি বা আমরা' এই কর্তৃপদ উহ্য আছে। যাও, গিয়াছিলে, যাইবে; এখানে 'তুমি' বা 'তোমরা' এই কর্ত্তৃপদ উহ্য আছে।

(চ) বক্তার অভিলাষ প্রকাশ, অনুজ্ঞা, অনুনয়, বিলাপ, প্রার্থনা প্রভৃতি স্থলে কখন কখন কর্তৃপদ উহ্য থাকে। যথা, (১) ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তুমি কত দিন এখানে অবস্থান করিতেছ? (২) অবিলম্বে বন্দীকে মুক্ত করিয়া দাও; সত্বর প্রস্থান কর। (৩) আমার কথা রাখ, এ সময় আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। (৪) হায়! আমাকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়াও অনায়াসে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! (৫) অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে একখানি বস্ত্র ও কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করুন।

(ছ) প্রশ্নোত্তর স্থলেও কর্ত্তৃপদ কখন কখন উহ্য থাকে। যথা, তথায় গিয়াছিলে (অর্থাৎ তুমি)? (প্রশ্ন) তিনি কি এখানে আসিয়াছিলেন?—(উত্তর) আসিয়াছিলেন (অর্থাৎ তিনি)।

(জ)। দুই বা বহু সমাপিকাক্রিয়ায় একটী কর্ত্তৃপদ হইলে, কর্ত্তৃপদটী প্রথম সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বেই বসিয়া থাকে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই পূর্ব্বে

প্রযুক্ত হয় না। যথা, বারিধিবক্ষে তরঙ্গমালা উঠিতেছে, পড়িতেছে ও সলিলরাশিতে বিলীন হইয়া যাইতেছে ইত্যাদি।

(ঝ) যদি অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য হইতে কর্ত্তা বা কর্ম্মের প্রতীতি হইয়া যায়, তাহা হইলে সে স্থলেও কর্ত্তৃপদ বা কর্ম্মপদ অনেক সময়ে উহ্য থাকে। যথা, তাহার হৃদয় অতি কঠিন, সকলকেই পীড়া দিয়া থাকে; তোমাকে একখানি পুস্তক দিব, পড়িয়া প্রীতিলাভ করিবে। প্রথম উদাহরণে 'পীড়া দিয়া থাকে' ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ 'সে' এবং দ্বিতীয় উদাহরণে 'পড়িয়া' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'পুস্তক' উহ্য আছে।

(ঞ) যদি পরবাক্যের কর্ত্তৃপদের সহিত একটী প্রকারার্থক শব্দ প্রযুক্ত থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববাক্যের কর্ত্তা ও কর্ম্ম প্রায়ই উহ্য থাকে। যথা, করে নাই এরূপ কার্য্যই নাই। এখানে পরবাক্যের কর্ত্তা 'কার্য্যই' এই পদটীর সহিত 'এরূপ' এই প্রকারার্থক শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, পূর্ব্ববাক্যের কর্ত্তা 'সে' এবং কর্ম্ম 'কার্য্য' উহ্য আছে। এইরূপ—দেখে নাই, এরূপ বস্তুই নাই; শুনে নাই, এমন গীতই নাই; তথায় যায় নাই, এমন লোকই নাই ইত্যাদি।

(ট) কখন কখন একটী বাক্য সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, তিনি দেখিলেন 'গৃহমধ্যে কেহই নাই,' আমি বলিলাম 'চুরি করা মহাপাপ' ইত্যাদি।

(ঠ) একটী বাক্যমধ্যে কোন কারক প্রয়োগ করিয়া পরেই আবার সেই কারকের সর্ব্বনাম শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। যথা, তিনি 'পুত্রকে' দেখিয়া 'তাহাকে' নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, অথবা তিনি 'পুত্রকে' দেখিয়া নিকটে ডাকিয়া 'তাহাকে' বলিলেন, এইরূপ প্রয়োগ হইবে না; কারণ প্রথমে 'পুত্রকে' এই কর্ম্মপদটী প্রয়োগ করিয়া পরেই আবার 'তাহাকে' এই সর্ব্বনাম পদটী কর্ম্মকারকে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বনামটী অন্য কারকের হইলে প্রয়োগ করা যাইতে

পারে। যথা, তিনি 'পুত্রকে' দেখিয়া, নিকটে ডাকিয়া, ক্রোড়ে বসাইয়া 'তাহার' মস্তকাঘ্রাণ করিলেন ইত্যাদি।

৩। অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। সমাপিকা ও অসমাপিকা উভয় ক্রিয়ারই একই কর্ত্তা হইয়া থাকে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম্ম, করণ প্রভৃতি পদ অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে এবং সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম্ম, করণাদি পদ সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা, তিনি স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া অতিথিকে ভোজন করাইলেন; আমি তথায় গিয়া রামকে দেখিতে পাইলাম না; তিনি প্রত্যহ পাদচারে গুরুর আশ্রমে গমন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চরণবন্দনা করত অবহিতচিত্তে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া থাকেন; তিনি সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুত্রকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিলেন ইত্যাদি।

(ক) যদি অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যটী সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত প্রধান বাক্যের কারণ স্বরূপ হয়, অথবা অসমাপিকা ক্রিয়াটী যদি 'ইলে' ভাগান্ত হয়, তাহা হইলে উভয় ক্রিয়ার পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তৃপদ হইতে পারে। যথা, চন্দ্রদেব গগনমণ্ডলে উদিত হওয়ায় অবিলম্বেই নৈশ তমোরাশি নিরাকৃত হইয়া গেল; অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া বিরত হইলে মহাত্মা ভগবান্ বাসুদেব সস্মিতবদনে কহিতে লাগিলেন ইত্যাদি।

(খ) যদি দুই, তিনটী বা ততোঽধিক ক্রিয়ার সহিত একটী কর্ম্ম-পদের অন্বয় হয়, তাহা হইলে ঐ কর্ম্মপদটী প্রধান ক্রিয়ারই পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা, তিনি সেই 'বালকটীকে' দেখিয়া নিকটে ডাকিয়া ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিলেন; মহর্ষি শিষ্যকে কৃতবিদ্য দেখিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করত প্রসন্নমনে বিদায় দিলেন ইত্যাদি।

(গ) কর্ত্তৃপদ কখন কখন অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে, এবং কর্ম্মাদি পদ কখন পরে কখন বা পূর্ব্বেও বসিয়া থাকে। যথা, সর্প দেখিলে

'সকলেই' ভীত হন ; তাহার কথা শুনিয়া 'কে' সুখী না হয় ? মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে 'ইহা' সহজেই বুঝা যায় ইত্যাদি।

৪। বিশেষণ পদ বিশেষ্যপদের ঠিক পূর্ব্বেই বসিয়া থাকে। যথা, 'সৎ' বালক, 'পবিত্র-স্বভাবা' রমণী, 'উত্তম' পুস্তক ইত্যাদি।

(ক) দুই, তিনটী বা ততোঽধিক বিশেষণ পদ একত্র ব্যবহৃত হইলে, উহাদের মধ্যে একটী সংযোজক অব্যয় প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, সুন্দরী 'ও' বুদ্ধিমতী বালিকা। কোন কোন স্থলে সংযোজক অব্যয় প্রযুক্ত হয় না। যথা, বিবেকশালী, ধীমান্ বিদুর ; তিনি সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ইত্যাদি।

(খ) বিধেয় বিশেষণ এবং যে বিশেষণ পদের প্রাধান্য থাকে, তাহা প্রায়ই বিশেষ্য পদের পরে বসিয়া থাকে। যথা, রাম আমার 'মিত্র', গোপাল বড় 'সুবোধ', তিনি আমার পরম 'সুহৃৎ' ইত্যাদি।

(গ) বিদ্যাবত্তা ও বংশমর্য্যাদাদিসূচক উপাধিসকল বিশেষণ। উহারা প্রায়ই বিশেষ্যপদের পরে বসিয়া থাকে। যথা, জয়নারায়ণ 'তর্কপঞ্চানন', সুরেন্দ্রনাথ 'বন্দ্যোপাধ্যায়' ইত্যাদি।

(ঘ) সর্ব্বনামপদের বিশেষণ প্রায়ই পরে বসিয়া থাকে। যথা, আমি অতি 'দীন', সে বড় 'কৃপণ', তাহারা অতি 'পাষণ্ড', তুমি অতি 'অজ্ঞান'। কখন কখন পূর্ব্বেও বসিয়া থাকে। যদা, 'মূর্খ' আমি জ্ঞানের মাহাত্ম্য কি বুঝিব ইত্যাদি।

(ঙ) একটী বিশেষ্যপদের বহু বিশেষণ থাকিলে অথবা বিশেষণ পদ বহুপদাত্মক হইলে, সহজে অর্থ প্রতীতির জন্য কখন কখন সম্বন্ধাদি পদ ব্যবধান থাকে। যথা, সায়ংকালীন, অস্ফুট, শ্রুতিসুখকর 'বিহঙ্গম-গণের কলরব শ্রবণে শ্রবণযুগল পরিতৃপ্ত হইল' ; নানা উপায়ে সঞ্চিত 'তাঁহার' অর্থগুলি সযত্নে রক্ষা করিবে ইত্যাদি।

৫। ক্রিয়ার বিশেষণ ঐ ক্রিয়াপদের এবং বিশেষণের বিশেষণ ঐ

বিশেষণ পদের ঠিক পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা, ক্রিয়ার বিশেষণ—তিনি 'সবিনয়ে' বলিলেন। বিশেষণের বিশেষণ—এই কার্য্যটী 'অত্যন্ত' গর্হিত এই বালকটী 'অতিশয়' বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি।

(ক) ক্রিয়াটী সকর্ম্মক হইলে ক্রিয়ার বিশেষণটী কখন কর্ম্মপদের পূর্ব্বে কখন বা পরেও বসিয়া থাকে। যথা, রাম 'উচ্চৈঃস্বরে' পুস্তক পাঠ করিতেছেন, তিনি আমাকে 'অত্যন্ত' ভালবাসেন ইত্যাদি।

(খ) ক্রিয়াটী দ্বিকর্ম্মক হইলে, ক্রিয়ার বিশেষণ প্রায়ই মুখ্যকর্ম্মের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে; কখন কখন উভয় কর্ম্মেরই পূর্ব্বে বসে। যথা, গুরু শিষ্যকে 'বিশেষ যত্ন সহকারে' বেদ পড়াইতেছেন, তিনি 'কৃপাপূর্ব্বক' আমাকে এই পুস্তকখানি দিয়াছেন ইত্যাদি।

৬। যে সকল বাক্যে 'যে, এই সর্ব্বনাম শব্দটী ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই সকল বাক্যে ক্রিয়াটী অকর্ম্মক হইলে এবং ঐ অকর্ম্মক ক্রিয়ার কোন অধিকরণ বা অন্য কোন কারক থাকিলে, 'যে' এই ক্রিয়ার বিশেষণটী উহাদেরও পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা, তিনি 'যে' তথায় যাইবেন তাহা আমি জানিতাম না, তিনি 'যে' অদ্যই কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন ইহা আমি ভাবি নাই ইত্যাদি।

(ক) ক্রিয়াটী সকর্ম্মক হইলে 'যে' এই ক্রিয়ার বিশেষণটী কর্ম্মপদের পূর্ব্বে, এবং ঐ সকর্ম্মক ক্রিয়ার কোন অধিকরণ বা অন্য কোন কারক থাকিলে, তাহাদেরও পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা, তিনি 'যে' আমাকে এজন্য তিরস্কার করিবেন, তাহা আমি বহুদিন পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম; দুঃশাসন 'যে' কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিবে, পাণ্ডবেরা তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই ইত্যাদি।

(খ) ক্রিয়াটী দ্বিকর্ম্মক হইলে 'যে' এই ক্রিয়ার বিশেষণটী উভয় কর্ম্মেরই পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা, তিনি 'যে' আমাকে সেই মনোরম চিত্রপটখানি দেখাইবেন, তাহা আমি জানিতাম ইত্যাদি।

৭। সর্ব্বনাম শব্দ বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইলে, উহা ঐ বিশেষ্য-পদের পূর্ব্বেই বসিয়া থাকে। বিশেষ্যপদটী যে বচনান্তই হউক না কেন, সর্ব্বনাম বিশেষণটী একবচনান্তই থাকে। যথা, 'যে' ব্যক্তি বা 'যে' ব্যক্তিগণ ধর্ম্মপরায়ণ, তিনি বা তাঁহারা সুখী হইয়া থাকেন ইত্যাদি।

(ক) সম্ভ্রমসূচক সর্ব্বনাম বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় না। যথা, 'যিনি ধার্ম্মিক' এইরূপ প্রয়োগ হইবে; 'যিনি ব্যক্তি ধার্ম্মিক' এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না।

৮। দুইটী পদ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবে ব্যবহৃত হইলে, উদ্দেশ্যটী প্রথমে এবং বিধেয়টী পরে বসিয়া থাকে। যথা, 'বিদ্যা' অমূল্য 'ধন': ধর্ম্মই' মনুষ্যের একমাত্র 'বন্ধু', 'কলিকাতা' ভারতবর্ষের 'রাজধানী' ইত্যাদি।

৯। ক্রিয়ার বিশেষণ যদর্থক শব্দ প্রায়ই উদ্দেশ্য পদের পরে এবং বিধেয় পদের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা, তিনি 'যে' একজন সাধু পুরুষ, ইহা আমরা সকলেই অবগত আছি ইত্যাদি।

১০। সম্বোধনপদ বাক্যের প্রথমেই বসিয়া থাকে এবং 'হে' 'ওহে' 'অয়ি' প্রভৃতি সম্বোধনসূচক অব্যয়গুলি সম্বোধন পদের পূর্ব্বেই বসিয়া থাকে। যথা, 'হে ভগবন্'! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

১১। সম্বোধনপদের অব্যবহিত পরেই একটী যুষ্মদর্থক সর্ব্বনামশব্দ কর্ত্তৃপদরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং সম্বোধন পদটী যে বচনের ঐ সর্ব্ব-নামটীও সেই বচনের হইয়া থাকে। সম্মান বুঝাইলে সম্বোধন পদের পর 'আপনি', অবজ্ঞা বুঝাইলে 'তুই' এবং তুল্যতা বা স্নেহাদি বুঝাইলে 'তুমি' বসিয়া থাকে। যথা, হে ভগবন্! আপনি আমাকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করুন; হে মুনিগণ! আপনারা আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করুণ; আরে পাপিষ্ঠ। তুই কি সর্ব্বনাশ করিলি; হে বৎসগণ! তোমরা সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে ইত্যাদি।

(ক) সম্বোধন পদের পর যুষ্মদর্থক কর্ত্তৃপদ কখন কখন উহ্য

থাকে। যথা, হে বালকগণ! সর্ব্বদা মন দিয়া লেখা পড়া করিবে। কিন্তু যুষ্মদর্থক ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃপদ প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহারা উহ্য থাকে না। যথা, হে বালকগণ! যাহারা বাল্যকালে মন দিয়া লেখা পড়া শিখে তাহারাই সুখী হইয়া থাকে ইত্যাদি।

১২। সম্বোধন পদের দুই একটী বিশেষণ থাকিলে, উহারা ঐ সম্বোধন পদের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বসিয়া থাকে। যথা, হে 'ভগবন্' মুনে! হা 'কুলগুরো' বশিষ্ঠ! হে 'ভ্রাতঃ' লক্ষ্মণ ইত্যাদি।

(ক) বাঙ্গালাভাষায় সম্বোধনপদের বিশেষণগুলির বিকল্পে রূপান্তর হইয়া থাকে। যথা, 'হে ভগবন্' বশিষ্ঠ! বা, 'হে ভগবান্' বশিষ্ঠ! 'হে দেবর্ষে' নারদ! বা, 'হে দেবর্ষি' নারদ! ইত্যাদি।

১৩। সম্বন্ধপদের অব্যবহতি পরেই সম্বন্ধী পদ বসিয়া থাকে। যথা, আমার 'গৃহ', রামের 'পুত্র', তাহার 'পুস্তক' ইত্যাদি।

(ক) কিন্তু সম্বন্ধীপদের কোন বিশেষণ থাকিলে, তাহা উহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বসিয়া থাকে। যথা, আমার 'ভগ্ন' গৃহ, তোমার 'বুদ্ধিমান্' পুত্র, তাঁহার 'মনোহর' পুষ্পোদ্যান ইত্যাদি।

(খ) কোন কোন স্থলে বিশেষণ পদগুলি প্রথমে বসিয়া পরে সম্বন্ধপদ ও তৎপরে সম্বন্ধীপদ বসিয়া থাকে। যথা, ভগ্ন আমার গৃহ, এইটী মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ইত্যাদি।

(গ) প্রশ্নোত্তর বাক্যে এবং আবেগস্থলে কখন কখন সম্বন্ধ পদটী সম্বন্ধী পদের পরেও বসিয়া থাকে। যথা, (প্রশ্ন) এ গৃহটী কাহার?—(উত্তর) এ গৃহটী আমার; (প্রশ্ন) এই পুস্তকখানি কি তোমার?—(উত্তর) এ পুস্তকখানি আমার; মন আমার বড়ই চঞ্চল হইয়াছে।

(ঘ) শোক, দুঃখ, স্নেহাদিস্থলে সম্বন্ধ পদ কখন কখন সম্বন্ধী পদের পরেও বসিয়া থাকে। যথা, আহা! মা আমার কোথায় গিয়াছেন; বাছা আমার কিছুই খায় নাই ইত্যাদি।

(ঙ) অর্থের প্রাধান্য বুঝাইতে অথবা কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য সম্বন্ধপদ কখন সম্বন্ধী পদের পূর্ব্বে এবং কখন বা পরে বসিয়া থাকে। যথা, এটী রামের গৃহ, এই গৃহটীই রামের; এখানি আমার পুস্তক, এই পুস্তকখানি আমার ইত্যাদি।

(চ) ভাববাচ্যনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদের কর্তৃকারকের সম্বন্ধের বিভক্তি প্রযুক্ত হয় এবং ঐ সম্বন্ধপদগুলি প্রায়ই বাক্যের প্রথমে বসিয়া থাকে। যথা, 'তাঁহার' এ ভাবে এস্থানে অবস্থিতি অতিশয় নিন্দনীয়; 'তোমার' এইরূপে বিলাপ করা বৃথা ইত্যাদি।

(ছ) কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে দুই অথবা বহু ব্যক্তি বা বস্তুর মিলিত সম্বন্ধ বা অধিকার থাকিলে, শেষোক্ত ব্যক্তি বা বস্তুবাচক পদটীতেই সম্বন্ধের বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, ইনি রাম ও শ্যামের জননী। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুর সম্বন্ধ বা অধিকার পৃথক্‌রূপে বুঝাইলে, প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুবাচক পদেই সম্বন্ধের বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, তোমার, আমার, রামের ও গোপালের গৃহ ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে ইত্যাদি।

১৪। করণ কারক কর্তৃপদের পরে এবং কর্ম্মাদি পদের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা, "যিনি তীক্ষ্ণধার 'কুঠারদ্বারা' মহাবল কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ভুজবন ছেদন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি।

১৫। যে সকল অর্থে অপাদান কারক হয় সেই সকল অর্থবোধক শব্দের অব্যবহিতপূর্ব্বেই অপাদান কারক বসিয়া থাকে। যথা, আমি এক্ষণে 'পাপ হইতে' বিরত হইয়াছি, তিনি 'আশ্রম হইতে' চলিয়া গিয়াছেন, এই বালকটী 'সর্প হইতে' ভীত হইয়াছে ইত্যাদি।

(ক) যেখানে উৎপত্তি, পতনাদি ক্রিয়ার যোগে অপাদান হয়, সেখানে কর্তৃপদটী প্রায়ই অপাদান কারকের পরে বসিয়া থাকে। যথা, বৃক্ষ হইতে পাতা পড়িতেছে, বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে। পতনার্থক ধাতুর

যোগে কর্ত্তৃপদ কখন কখন আপাদান কারকের পূর্ব্বেও বসিয়া থাকে। যথা, তিনি শয্যা হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন ইত্যাদি।

(খ) কর্ম্ম, করণ ও অধিকরণ কারক, আপাদান কারকের পরে বসিয়া থাকে, কিন্তু ক্রিয়ার বিশেষণ এবং কখন কখন করণকারকও অপাদান কারকের পূর্ব্বেই বসিয়া থাকে। যথা, তিনি কলিকাতা হইতে এই চিত্রপটখানি আনয়ন করিয়াছেন; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে শকট দ্বারা দ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া হয়; তিনি সযত্নে হস্তদ্বারা ভূমি হইতে পুস্তকখানি তুলিয়া লইলেন ইত্যাদি।

১৬। অধিকরণকারক প্রায়ই, যে পদের সহিত উহার অন্বয় হয়, তাহারই পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা, উহার শরীরে যে কত ব্রণ, কত ক্ষত আছে তাহার সংখ্যা নাই; ব্যাঘ্র বনে বাস করে ইত্যাদি।

(ক) কালাধিকরণ প্রায়ই বাক্যের প্রথমে বসিয়া থাকে। যথা, শরৎকালে নভোমণ্ডল নির্ম্মল হয়; বর্ষায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়।

(খ) আধারাধিকরণ ও কালাধিকরণ একত্র প্রযুক্ত হইলে, প্রায়ই অগ্রে কালাধিকরণ ও পরে আধারাধিকরণ বসিয়া থাকে। যথা, জগদীশ্বর সকল সময়ে সকল স্থানে বিদ্যমান আছেন ইত্যাদি।

(গ) দুই, তিনটী বা ততোধিক কালাধিকরণ বা আধারাধিকরণ একত্র প্রযুক্ত হইলে যে পদগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাল বা অধিক স্থান বুঝাইয়া দেয় সেইগুলি সর্ব্বাগ্রে বসিয়া, যে পদগুলি ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত অল্প কাল বা অল্প স্থান বুঝাইয়া দেয় সেইগুলি পরে পরে বসিয়া থাকে। যথা. ১৩০৩ সালে বৈশাখ মাসে ৩রা তারিখে নিশাশেষে বিসূচিকারোগে তাঁহার মৃত্যু হয়; তিনি এই প্রাসাদে তৃতীয় তলে প্রথমকক্ষমধ্যে কাষ্ঠাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন ইত্যাদি।

১৭। যে পদগুলি বাক্যমধ্যে বিশেষ লক্ষ্য, তাহারা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত নিয়ম অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাগ্রেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'হস্তদ্বারাই'

তাহারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, স্বতঃ উৎপন্ন বন্য ফলমূল 'খাইয়াই' তাহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে ইত্যাদি।

১৮। সাকল্য, বহুত্ব, প্রকার, এককালীনতা, নৈকট্য, কেবলতা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য কখন কখন একটী শব্দ দ্বিরুক্ত অর্থাৎ দুইবার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকেই বীপ্সা কহে। যথা—

(১) সাকল্য অর্থে—দূত 'গ্রামে গ্রামে' ও 'নগরে নগরে' এই সংবাদ ঘোষণা করিল; অর্থাৎ সকল গ্রামে ও সকল নগরে। এইরূপ—তিনি 'কথায় কথায়' শ্লেষ করেন; তিনি 'বাড়ি বাড়ি' যাইতেছেন।

(২) বহুত্ব অর্থে—এই উদ্যানে 'বৃহৎ বৃহৎ' বৃক্ষ আছে; অর্থাৎ অনেক বৃহৎ বৃক্ষ আছে। এইরূপ—তাঁহার বিলাসগৃহে 'সুন্দর সুন্দর' আলেখ্য আছে; এই পল্লীতে 'মহৎ মহৎ' লোক বাস করেন।

(৩) প্রকার অর্থে—তোমাকে 'ভীত ভীত' (অর্থাৎ ভীতের ন্যায়) দেখিতেছি। এইরূপ—তোমাকে 'বিষণ্ণ বিষণ্ণ' বোধ হইতেছে; তাহাকে 'ম্লান ম্লান' দেখাইতেছে; আমি 'মর মর' হইয়াছি।

(৪) এককালীনতা অর্থে—তিনি 'খাইতে খাইতে' (অর্থাৎ খাইবার সময়) শুনিলেন। এইরূপ—আমি 'যাইতে যাইতে' শুনিলাম; সে 'লিখিতে লিখিতে' শুনিতে পাইল; তুমি 'যাইতে যাইতে' বলিয়াছিলে।

(৫) নৈকট্য অর্থে—আমি 'কাণে কাণে' (অর্থাৎ কাণের নিকটে) বলিলাম। এইরূপ—আমি তাহাকে 'চখে চখে' রাখিয়াছি ইত্যাদি

(৬) কেবলতা অর্থে—তিনি 'ভাল ভাল' বস্ত্রগুলি (অর্থাৎ কেবল ভাল বস্ত্রগুলি) পরিধান করেন। এইরূপ—'মিষ্ট মিষ্ট' আম্রগুলি ভক্ষণ কর; 'পাকা পাকা' আমগুলি দাও; 'মুখে মুখে' পাঠাভ্যাস কর।

১৯। ক্রিয়ার বিশেষণস্থলে আতিশয্য অর্থে এবং অল্পার্থে বীপ্সা হইয়া থাকে। যথা, (১) আতিশয্য অর্থে—'শীঘ্র শীঘ্র' (অর্থাৎ খুব শীঘ্র) যাও। এইরূপ—'আস্তে আস্তে' চল, 'মৃদু মৃদু' বাতাস বহিতেছে।

(২) অল্পার্থে—আজ 'শীত শীত' (অর্থাৎ অল্প শীত) বোধ হইতেছে। এইরূপ—'গরম গরম' বোধ হইতেছে ; 'মিষ্ট মিষ্ট' বোধ হইতেছে।

(ক) কখন কখন একটী অল্পার্থক শব্দ উহার সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'সামান্ত শীত শীত' করিতেছে ইত্যাদি।

(খ) কখন কখন অল্পার্থক শব্দটীরই দ্বিত্ব হয় ; বিশেষ্য বা অন্ত পদের দ্বিত্ব হয় না। যথা, 'অল্প অল্প' গন্ধ বোধ হইতেছে ইত্যাদি।

২০। অন্ত অর্থেও বীপ্সা হইয়া থাকে। যথা, 'কাঁদিয়া কাঁদিয়া' (অর্থাৎ ক্রমাগত কাঁদাতে) তাহার চক্ষু লাল হইয়াছে ; 'পথে পথেই' (অর্থাৎ পথিমধ্যেই) আমি সেই কার্য্যটী শেষ করিলাম ইত্যাদি।

২১। পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াকরণকে ব্যতীহার কহে। ব্যতীহার-স্থলে কখন বহুবচনান্ত একটী পদ, কখন বা একবচনান্ত দুই তিনটী বা ততোঽধিক পদ কর্তৃপদরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, বালকেরা মারামারি করিতেছে, রাম ও গোপাল লাঠালাঠি করিতেছে ; রাম, গোপাল, যদু ও হরি দৌড়াদৌড়ি করিতেছে ইত্যাদি।

(ক) কিন্তু এইরূপ স্থলে একবচনান্ত একটী পদ, কর্তৃপদরূপে ব্যবহৃত হইলে ব্যতীহার অর্থ না বুঝাইয়া অন্ত অর্থ বুঝাইয়া যায়। যথা, রাম ছুটাছুটি করিতেছে অর্থাৎ অত্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতেছে ইত্যাদি।

২২। ব্যতীহারস্থলে ক্রিয়াটী সকর্ম্মক হইলে, কর্তৃপদগুলির মধ্যেই একটীকে কর্ম্মপদ করিয়া লইতে হয়, স্বতন্ত্র কর্ম্মপদ ব্যবহৃত হয় না ; এবং ক্রিয়াটী দ্বিকর্ম্মক হইলে, মুখ্য কর্ম্মটী প্রয়োগ করিতে হয়, গৌণ কর্ম্মটী অপ্রযুক্তই থাকে। যথা,—

(১) সকর্ম্মক—রাম ও গোপাল মারামারি করিতেছে ; অর্থাৎ রাম গোপালকে মারিতেছে এবং গোপাল রামকে মারিতেছে। এখানে 'মারামারি করিতেছে' ক্রিয়াটী সকর্ম্মক বলিয়া কর্তৃপদগুলিকেই কর্ম্মপদ করিয়া লইতে হইল, স্বতন্ত্র কর্ম্মপদ প্রযুক্ত হইল না।

(২) দ্বিকর্ম্মক—রাম ও গোপাল এই কথা বলাবলি করিতেছে; অর্থাৎ রাম গোপালকে এই কথা বলিতেছে এবং গোপাল রামকে এই কথা বলিতেছে। এখানে 'বলাবলি করিতেছে' এই ক্রিয়াটী দ্বিকর্ম্মক বলিয়া 'এই কথা' এই মুখ্য কর্ম্মটি প্রযুক্ত হইয়াছে এবং 'রাম' ও 'গোপাল' এই কর্ত্তৃপদ দুইটীকে গৌণকর্ম্ম করিয়া লইতে হইল।

২৩। ব্যতীহারস্থলে বাক্যমধ্যে 'পরস্পর' এই কথাটী প্রযুক্ত হইলে সাধারণ ক্রিয়া প্রয়োগ করিলেই হয়, ব্যতীহারের ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হয় না। যথা, তোমরা পরস্পর কলহ করিতেছ কেন?

২৪। ব্যতীহারস্থলে কখন কখন পরবর্ত্তী কর্ত্তৃপদটীতে সম্বন্ধের বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া উহার সহিত একটী সহার্থশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, রাম হরির সহিত মারামারি করিতেছে; তাঁহারা বালকদিগের সহিত এই কথা বলাবলি করিতেছেন ইত্যাদি।

২৫। কতকগুলি শব্দের যেরূপ স্বাভাবিক পর্য্যায় আছে তদনুসারে সেইগুলিকে প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, সুখ ও দুঃখ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, জন্ম ও মৃত্যু ইত্যাদি।

২৬। অনেক স্থলে ভাষার সৌন্দর্য্য সম্পাদনার্থ ভিন্নাকার একার্থক দুইটী শব্দ একত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, কাজ কর্ম্ম, লোক জন, বন্ধু বান্ধব, লজ্জা সরম, ধন সম্পত্তি, মান সম্ভ্রম, যুদ্ধ বিগ্রহ, অনুনয় বিনয়, জীব জন্তু, খ্যাতি প্রতিপত্তি, অতিথি অভ্যাগত ইত্যাদি।

(ক) 'অশ্রু' শব্দেই চক্ষুজল বুঝায়; কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় 'নয়নাশ্রু' 'অশ্রুজল,' 'বাষ্পবারি' ইত্যাদি পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; ইহাতে কোন দোষ হয় না। এইরূপ—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, সলিলশীকর, করকঙ্কণ, করিবৃংহতি, ময়ূরের কেকারব ইত্যাদি পদও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

২৭। কোন কোন পশুপক্ষীর রব প্রকাশ করিবার জন্ত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শব্দ আছে। ঐ সকল রব বুঝাইতে ঐ শব্দগুলিই প্রয়োগ করিতে

হয়। উহাদের সহিত প্রায়ই 'রব', 'ধ্বনি' প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হয়। যথা, ময়ূর কেকারব করিতেছে, হস্তী বৃংহিতধ্বনি করিতেছে, কোকিল কুহু কুহু রব করিতেছে, অশ্ব হ্রেষারব করিতেছে, গাভী হাম্বাহাম্বা রব করিতেছে, মধুকর গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে ইত্যাদি।

(ক) কতকগুলি বস্তুর ধ্বনি প্রকাশ করিতেও ঐরূপ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, ধনুকের টঙ্কারশব্দ, শুষ্কপত্রের মর্ম্মরধ্বনি, জলের কুলুকুলুধ্বনি, নূপুরের রুণুরুণুশব্দ, অলঙ্কারের শিঞ্জিত, বজ্রের কড়কড় নিনাদ, ঝড়ের হুহু শব্দ।

২৮। এক সঙ্গে কতকগুলি নামের প্রয়োগ করিতে হইলে যে নামে অপেক্ষাকৃত অল্পবর্ণ থাকে, যথাক্রমে সেইগুলিকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রয়োগ করিলে বাক্যটী শ্রুতিমধুর হয়। অতএব ঐরূপ প্রয়োগ করাই বিধেয়। যথা, গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ তথায় বিচরণ করিয়া থাকে।

২৯। প্রধান ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে প্রায়ই কোন প্রাধান্যসূচক বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর, ভগবান্ ভবানীপতি, ভগবান্ বশিষ্ঠ, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ, দেবর্ষি নারদ ইত্যাদি।

৩০। সমাস দ্বারা বাক্যের মাধুর্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথা, সুশোভন-রাজভবন-সন্দর্শনে, মনোহর-বেশ-ধারিণী ইত্যাদি।

(ক) কিন্তু কোন কোন স্থলে বহুপদে দীর্ঘসমাস করিলে বাক্যের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায় এবং সহজে অর্থপ্রতীতিও হয় না। অতএব ঐ সকল স্থলে ঐরূপ দীর্ঘসমাস করা বিধেয় নহে। যথা, 'গৃহমধ্যগতোজ্জ্বল-হীরকালোক-প্রত্যক্ষীকৃত তস্কর অভিমতদ্রব্যরাজি গ্রহণ করত প্রস্থান করিল' এই বাক্যটীতে এইরূপ দীর্ঘসমাস প্রয়োগ না করিয়া 'তস্কর গৃহমধ্যগত উজ্জ্বল হীরকের আলোকে নিখিলবস্তুজাত প্রত্যক্ষ করিয়া অভিমত দ্রব্যরাজি গ্রহণ করত প্রস্থান করিল' এইরূপ প্রয়োগ করিলে সহজেই অর্থবোধ হয় এবং বাক্যেরও মাধুর্য্য থাকে।

(খ) কিন্তু যেরূপ দীর্ঘসমাস করিলে অর্থপ্রতীতির কোন ব্যাঘাত হয় না, সেরূপ দীর্ঘসমাস দোষাবহ নহে। যথা, দুর্ব্বহ-রাজ্য-ভার-বহন-ক্ষম, অশেষ-ক্লেশ-পরম্পরা ইত্যাদি।

(গ) ক্রোধ, যুদ্ধাদিস্থলে বাক্যগুলি ঔদ্ধত্যশালী হওয়া আবশ্যক। সুতরাং ঐ সকল স্থলে দীর্ঘসমাসে দোষাবহ হয় না। যথা, "উত্তুঙ্গ-তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল-সাগর-কল্লোল-ধ্বনি-সদৃশ দুন্দুভিধ্বনি করত অরাতিগণের হৃদয়ে ভীতি-সঞ্চার করিলেন;" "অরাতি-নিসূদন ধনঞ্জয়ের ক্রুদ্ধতর-হর্য্যক্ষ-গর্জ্জনানুকারি-কোদণ্ড-টঙ্কার-শ্রবণে ভীমাভিরক্ষিত ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যগণ ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল" ইত্যাদি।

অব্যয়শব্দ-প্রয়োগ-প্রণালী (Use of Indeclinables)।

১। কতকগুলি অব্যয় পরস্পরকে অপেক্ষা করে, 'অর্থাৎ' একটী প্রয়োগ করিয়া আর একটী প্রয়োগ না করিলে বাক্যটী সম্পূর্ণ হয় না। ঐগুলিকে আপেক্ষিক অব্যয় কহে। যথা, 'যদি' তিনি আসেন, 'তবে' আমি যাই; 'বরং' মৃত্যু ভাল, 'তথাপি' দীনতা ভাল নহে ইত্যাদি।

(ক) কোন্ কোন্ অব্যয়ের আপেক্ষিক অব্যয় কোন্গুলি তাহা নিম্নে দেখাইয়া দেওয়া হইল। যথা,—

অব্যয়..........................আপেক্ষিক অব্যয়।

যদ্যপি, যদিও, যদিস্যাৎ........ ......তথাপি, তথাচ, তবু, তবুও।

যদি...................................তবে, তবেত, তাহা হইলে।

অপেক্ষা, হইতে, চেয়ে............ ..বরং, বরঞ্চ।

বরং, বরঞ্চ...............................তথাপি, তথাচ, তবু, তবুও।

হয় নয়, নয় হয়.......................নয়, না হয়।

যে, যাই, যেমন......................অমনি, তেমনি।

২। সম্ভাবনা বুঝাইলে পূর্ব্ববাক্যের প্রথমে 'যদি' এবং পরবাক্যের

প্রথমে 'তবে' প্রভৃতি উহার আপেক্ষিক অব্যয়গুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কখন কখন পূর্ব্ববাক্যে 'যদি' শব্দটী কর্ত্তৃপদের পরেও বসিয়া থাকে। যথা, 'যদি' তিনি অধ্যয়ন করেন, 'তবে' আমিও করিব; রাম 'যদি' আহার করে, 'তবে' আমিও করিব ইত্যাদি।

(ক) কখন 'যদি' শব্দটী, কখন বা উহার আপেক্ষিক অব্যয় 'তবে' প্রভৃতি শব্দগুলি এবং কখন বা উভয়ই উহ্য থাকে। যথা, তুমি পড়, তবে আমিও পড়ি; যদি তুমি লিখ, আমিও লিখিব; তুমি যাও, আমিও যাইব; আমি তথায় যাই, তুমিও যাইবে ইত্যাদি।

৩। পূর্ব্ববাক্যটী কোন কার্য্যের কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও, যদি পরবাক্যটীতে, ঐ কার্য্যটী সিদ্ধ হইতেছে না এইরূপ বুঝাইয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্ববাক্যের প্রথমে 'যদ্যপি' প্রভৃতি এবং পরবাক্যের প্রথমে উহাদের আপেক্ষিক অব্যয় 'তথাপি' প্রভৃতি শব্দগুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'যদ্যপি' তিনি ধনবান্ হন, 'তথাপি' সুখী হইতে পারিবেন না; 'যদিও' তিনি রাজা, 'তবুও' প্রজার দুঃখমোচন করেন না; 'যদিও' অতিশয় মেঘ হইয়াছে, 'তথাপি' বৃষ্টি হইবে না ইত্যাদি।

৪। পূর্ব্ববাক্যার্থ অপেক্ষা পরবাক্যার্থের উৎকর্ষ বুঝাইলে পূর্ব্ববাক্যের শেষে 'অপেক্ষা' প্রভৃতি এবং পরবাক্যের প্রথমে 'বরং' প্রভৃতি অব্যয়গুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, সংসারে নির্ধন হইয়া জীবিত থাকা 'অপেক্ষা', 'বরং' মৃত্যু ভাল ইত্যাদি।

৫। পরবাক্যার্থ অপেক্ষা পূর্ব্ববাক্যার্থের উৎকর্ষ বুঝাইলে পূর্ব্ববাক্যের প্রথমে 'বরং' বা 'বরঞ্চ' এবং পরবাক্যের প্রথমে উহাদের আপেক্ষিক অব্যয় 'তথাপি' প্রভৃতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'বরং' মৃত্যু ভাল, 'তথাপি' অধমের উপাসনা করা ভাল নয়; 'বরং' পুত্র না হওয়া ভাল, 'তবুও' মূর্খ পুত্র হওয়া ভাল নয় ইত্যাদি।

৬। দুইটী বাক্যের মধ্যে যদি একটী অন্যটীর ঠিক বিপরীত অর্থ বা

অন্ত কোন প্রকার অর্থ প্রকাশ করে, তাহা হইলে পূর্ব্ববাক্যটীর প্রথমেই 'হয়' এই অব্যয় শব্দটী এবং পরবাক্যের প্রথমেই 'নয়' বা 'না হয়' এই দুইটী অব্যয়ের মধ্যে কোন একটী প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, 'হয়' এই লেখনীটী আমাকে প্রদান কর, 'না হয়' তুমি গ্রহণ কর; 'হয়' যাও, 'নয়' থাক; 'হয়' আমি যাই, 'না হয়' তুমি যাও ইত্যাদি।

৭। 'মাত্র' 'তৎক্ষণাৎ' প্রভৃতি অর্থ বুঝাইতে পূর্ব্ববাক্যে 'যে' 'যাই' 'যেমন' এবং পরবাক্যের প্রথমে 'অমনি' বা 'তেমনি' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, সে 'যাই' আসিল, 'অমনি' হরি চলিয়া গেল; তিনি 'যেমন' গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, 'অমনি' বজ্রপাত হইল।

৮। একটী বাক্যের দুইটী নিষেধার্থক পদ থাকিলে, নিষেধ অর্থ না বুঝাইয়া সেই বাক্যের প্রকৃত অর্থ অর্থাৎ বিধি বুঝাইয়া যায়। যথা, তিনি যে এখানে আসেন 'না' এমন 'নয়' অর্থাৎ আসেন; তিনি যে এ কথা প্রকাশ করিবেন 'না,' এরূপ বোধ হয় 'না' অর্থাৎ প্রকাশ করিবেন; আমি 'অসন্তুষ্ট' হই 'নাই' অর্থাৎ সন্তুষ্ট হইয়াছি ইত্যাদি।

৯। উদাহরণ দিতে হইলে অথবা সংক্ষিপ্ত বাক্যাদি স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করিতে হইলে, 'যথা' 'যেমন' 'অর্থাৎ' প্রভৃতি অব্যয়ের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা,—সূত্র—অকারের পর অকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। 'যথা' বা 'যেমন,' মুর+অরি=মুরারি; উপমান 'অর্থাৎ' যাহা দ্বারা উপমা দেওয়া হয় ইত্যাদি।

১০। 'ফলতঃ,' বস্তুতঃ' প্রভৃতি অব্যয়শব্দ প্রযুক্ত হইয়া দীর্ঘ জটিল বাক্যকে সংক্ষেপে স্ফুটতর করিয়া দেয়। যথা, "যখনই প্রিয়ার বদন-সুধাকর সন্দর্শন করি, তখনই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ ও অন্তরাত্মা অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হইতে থাকে; 'ফলতঃ' ইনি গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা নয়নের রসাঞ্জনরূপিণী" ইত্যাদি।

১১। পূর্ব্ববাক্যটী পরবাক্যের হেতু হইলে, ঐ উভয় বাক্যের

মধ্যে 'অতএব,' 'বলিয়া,' 'তাই,' এই অব্যয়শব্দগুলি প্রয়োগ করিতে হয়। এবং পর বাক্যটী পূর্ব্ববাক্যের হেতু হইলে, ঐ উভয় বাক্যের মধ্যে 'যেহেতু,' 'কেননা' প্রভৃতি অব্যয় শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, তিনি একবার এখানে আসিলেই এ বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যায়, 'অতএব' তাহার এখানে আগমন অত্যন্ত আবশ্যক ; সে অতিশয় অসৎ-স্বভাব, 'তাই' সকলে তাহাকে ঘৃণা করে ; তিনি পণ্ডিত 'বলিয়া', সকলেই সর্ব্বদা তাঁহার সম্মান করিয়া থাকে ; আমি তাঁহাকে ঠিক গুরুর ন্যায় সম্মান করিয়া থাকি, 'যেহেতু' তিনি পণ্ডিত ; আমি তোমাকে আন্তরিক ঘৃণা করি, 'কেননা' তুমি মিথ্যাবাদী ইত্যাদি।

১২। পূর্ব্ববাক্যে যে অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, পরবাক্যে যদি তাহার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ উভয় বাক্যের মধ্যে 'প্রত্যুত' বা 'বরং' এই অব্যয় শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, উত্তপ্ত ভূমিতে স্বল্পবারি সিঞ্চন করিলে উহার শৈত্য সম্পাদিত হয় না, 'প্রত্যুত' উত্তাপই অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ; মিথ্যাবাদী বালককে কেহ আদর করে না, 'বরং' ঘৃণাই করিয়া থাকে ইত্যাদি।

১৩। 'সত্য' প্রভৃতি অর্থ বুঝাইতে বাক্য মধ্যে 'বটে' এই অব্যয় শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, আমি অনেক চেষ্টা করিলাম 'বটে,' কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল ইত্যাদি।

১৪। কোমভাবে সম্বোধন করিতে হইলে প্রায়ই 'অয়ি' এই সম্বোধনসূচক অব্যয় শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'অয়ি' জননি!

১৫। নিশ্চয়, কেবল, দুঃখপ্রকাশ, প্রভৃতি অর্থে'ই' এই অব্যয়-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; এবং একটী ক্রিয়ার অব্যবহিত পরেই আর একটী ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে এইরূপ অর্থ বুঝাইলে ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী অসমাপিকা ক্রিয়ার পর 'ই' প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, বেদ'ই' প্রমাণ ;

ধর্ম্ম'ই' মনুষ্যের প্রকৃত বন্ধু; কেন'ই' বা আমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; জন্ম হইলে'ই' মৃত্যু হইবে ইত্যাদি।

(ক) সর্ব্বনামশব্দ বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইলে ঐ সর্ব্বনাম ও তাহার বিশেষ্য উভয়েরই উত্তর নিশ্চয় অর্থে 'ই' এই অব্যয় শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, সে'ই' ব্যক্তি'ই' বটে; আমি এ'ই' মহাত্মাকে'ই' দেখিয়াছি; এ'ই' পথ'ই' সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ইত্যাদি।

(খ) দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দ এবং সকল, সমস্ত প্রভৃতি বহুত্ব বোধক শব্দ বিশেষণ থাকিলে ঐ বিশেষ্যপদের উত্তর নিশ্চয় অর্থে 'ই' এই অব্যয় শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, আমি এক সময়ে দুই কার্য্য'ই' সম্পন্ন করিব; এখানে সকল দ্রব্য'ই' পাওয়া যায় ইত্যাদি।

(গ) দৃঢ়তা বুঝাইতে 'নিশ্চয়,' 'মাত্র' প্রভৃতি শব্দের উত্তর 'ই' এই অব্যয় শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, নিশ্চয়'ই' তিনি আমাকে পুস্তকখানি দিবেন; উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রে'ই' নশ্বর ইত্যাদি।

১৬। যদি কোন অসমাপিকা ক্রিয়া বা অব্যয়াদি পদ কোন কারকাদি পদের সহিত অন্বিত হইয়া পুনরায় অপর কোন কারকাদি পদের সহিত অন্বিত হয়, তাহা হইলে ঐ কারকাদি পদের উত্তর 'ও' এই অব্যয় শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, গোপাল'ও' পড়িবে, অন্যছাত্রেরা'ও' পড়িবে; তিনি আমার প্রতি'ও' দয়া করিয়া থাকেন, অন্যের প্রতি'ও' দয়া করিয়া থাকেন; তুমি'ও' যেরূপ আমার বন্ধু, তিনি'ও' সেইরূপ আমার বন্ধু। কখন কখন 'রামও আসিবে' এই বাক্যটী প্রয়োগ করিলেই 'রামও আসিবে, অন্য বালকেরাও আসবে' এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া যায়।

(ক) কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যদি কার্য্যটী সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে ঐ কারণবাচক পদের উত্তর 'ও' এই অব্যয় শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, এই সকল ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া'ও'

তাহার জ্ঞান হয় নাই; তিনি লেখাপড়া শিখিয়া'ও' নির্ব্বোধ হইয়াছেন।

(খ) একটী অসমাপিকা ক্রিয়ার পর সেই ধাতুরই সমাপিকা ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়া যদি ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থটী সম্পন্ন হইয়াও হইল না এইরূপ বুঝায়, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী অসমাপিকা ক্রিয়ার উত্তর 'ও' এই অব্যয় শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, তিনি দেখিয়া'ও' দেখেন না, শুনিয়া'ও' শুনেন না ইত্যাদি।

১৭। উৎপ্রেক্ষা, ক্রোধ, শোক, প্রার্থনা, সাবধানতা প্রভৃতিস্থলে 'যেন' এই অব্যয় শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, "প্রভা 'যেন' মূর্ত্তিমতী হ'য়ে দাঁড়াইলা, ধাতার আদেশে," যাও, 'যেন' আর ফিরিতে না হয়; এরূপ দুরবস্থা 'যেন' কাহারও না ঘটে; ভগবান্ 'যেন' তোমাকে চীরজীবী করেন; সে স্থান 'যেন' যাইও না ইত্যাদি।

(ক) কখন কখন 'যাহাতে' ও 'যেমন' অর্থ বুঝাইতে 'যেন' এই অব্যয়টী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, তাহাকে এরূপভাবে উপদেশ দিবে, 'যেন' সে সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে অবস্থান করে; ইনি 'যেন' ঋষি।

১৯। প্রশ্ন, হর্ষ, ক্রোধ, বিস্ময়, বিতর্ক, সংশয় প্রভৃতিস্থলে 'কি' এই অব্যয় শব্দটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, তিনি 'কি' আসিয়াছেন? আজ আমাব 'কি' সুখের দিন; 'কি' স্পর্দ্ধা, আমার প্রতি এই ব্যবহার; 'কি' বীরত্ব! এখন যাই 'কি' থাকি; উহা পর্ব্বত 'কি' মেঘ ইত্যাদি।

(ক) প্রশ্নস্থলে কখন কখন 'ত' এই অব্যয়টী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, তিনি গিয়াছেন 'ত'? তুমি সেই দুর্গমস্থানে যাইতে পারিবে 'ত'?

(খ) কখন কখন প্রশ্নস্থলে 'না' এই অব্যয়টী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, ইহা গৃহ 'না' অরণ্য? কিন্তু যেখানে প্রত্যেক পদের পূর্ব্বেই 'কি' এই অব্যয়টী প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে কেবল প্রথম পদটীর পূর্ব্বে 'কি' প্রযুক্ত হইয়া অপর সকলগুলির পূর্ব্বেই 'না' প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, ইহা 'কি' বন, 'না' পর্ব্বত, 'না' মেঘ? সে 'কি'

ক্রন্দন করিতেছে· 'না' গান করিতেছে ? আমি 'কি' যাইব. 'না' থাকিব ? সে 'কি' তথায় যাইবে, 'না' এখানেই থাকিব ?

(গ) প্রশ্নস্থলে কখন 'না', কখন বা 'কি' এবং কখন বা 'নাকি' এই অব্যয়গুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, তিনি 'কি' আসিবেন ? তুমি 'না' পণ্ডিত ? তিনি 'নাকি' আমাকে ডাকিয়াছেন ?

(ঘ) ঐ গুলি কখন কখন বাক্যের শেষেও বসিয়া থাকে। যথা তিনি গিয়াছেন 'কি' ? তুমি যাইবে 'না' ? তুমি এখনই যাইবে 'নাকি' প্রশ্নবাচক অব্যয় প্রযুক্ত না হইলেও কেবল স্বরভঙ্গি দ্বারা কখন কখন প্রশ্ন বুঝাইয়া থাকে। যথা, তুমি যাইবে ? তিনি আসিবে ন ?

(ঙ) হায়, হা, আহা, প্রভৃতি বিস্ময়াদিসূচক অব্যয় শব্দের সহিত প্রায়ই 'কি' এই অব্যয়টী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'হায় কি' বিষম বিপদ উপস্থিত; 'হা' আমার 'কি' দুরদৃষ্ট; 'আহা কি' সুন্দর দৃশ্য ?

(চ) সাকল্য অর্থ বুঝাইতে কখন কখন 'কি' এই অব্যয় শব্দটী প্রত্যেক পদের পূর্ব্বেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, কি ধনী, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মুর্খ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি ইতর, কি ভদ্র, সকলেরই সংপথে বিচরণ করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি।

(ছ) উপহাস ও আক্ষেপ বুঝাইতে অনেক স্থলে 'নাকি' এই অব্যয় শব্দটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, উপহাস—আমি 'নাকি মহাপণ্ডিত, তাই আমার এত খাতির। আক্ষেপ—তিনি 'নাকি' অর্থহীন, তাই সকলে তাঁহাকে হতাদর করিয়া থাকে ইত্যাদি।

১৯। যদি পূর্ব্ব বাক্যার্থটী পরবাক্যার্থের কারণ হয় এবং ঐ পরবাক্যার্থটী যদি অগত্যা সম্পাদিত হয় তাহা হইলে উহাদের মধ্যে 'সুতরাং,' 'কাজেই,' 'কাজেকাজেই' এই অব্যয়গুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কখন কখন 'অতএব' এই অব্যয়টীর পরিবর্ত্তেও 'সুতরাং' প্রভৃতি অব্যয়গুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, সেদিন আমি সভায়

যাইতে পারি নাই, 'সুতরাং' তাঁহাকেই সমস্ত কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এবৎসর অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হইয়াছে, 'সুতরাং' ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে; তুমি মিথ্যাবাদী, কাজেই' কেহ তোমাকে বিশ্বাস করে না; তিনি তথায় ছিলেন না, 'কাজেকাজেই' সাক্ষাৎ হইল না ইত্যাদি।

(ক) কিন্তু পূর্ব্ববাক্যের শেষে হেতুবাচক কোন পদ থাকিলে 'সুতরাং' প্রভৃতি অব্যয়গুলি প্রযুক্ত হয় না। যথা, তিনি না 'আসায়,' বা না 'আসাতে' আমাকে তথায় যাইতে হইল ইত্যাদি।

২০। হেতু অর্থ বুঝাইতে অনেক স্থলে 'বলিয়া' এই অব্যয় শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা তিনি আসিবেন 'বলিয়া' আমরা অপেক্ষা করিতেছি; তুমি যাইবে 'বলিয়া' আমি যাই নাই ইত্যাদি।

২১। শপথ করা অর্থ বুঝাইতে 'দোহাই' এই অব্যয় শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা ঈশ্বরের 'দোহাই' আমি কখন একার্য্য করি নাই। প্রার্থনা স্থলেও কখন কখন এই অব্যয়টী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা. 'দোহাই' মহারাজের, আমাকে রক্ষা করুন ইত্যাদি।

২২। দুইটী পদ, বাক্য বা বাক্যাংশ একত্র প্রয়োগ করিতে হইলে উহাদের মধ্যে একটী সংযোজক অব্যয় প্রযুক্ত হইয়া থাকে; এবং বহু পদ,বাক্য বা বাক্যাংশ একত্র প্রয়োগ করিতে হইলে, উহাদের শেষেরটীর পূর্ব্বে সংযোজক অব্যয় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, রাম 'ও' গোপাল যাইতেছে; আমি সর্ব্বদা লিখি 'ও' পড়ি; রাম আসিতেছে 'ও' যদু যাইতেছে; রাম, গোপাল, যদু, তুমি 'এবং' আমি গিয়াছিলাম; গো, ছাগ 'আর' মেষ চরিতেছে; তিনি আহার করেন, নিদ্রা যান 'ও' ভ্রমণ করেন; গোপাল খেলা করিতেছে, রাম গল্প করিতেছে, যদু ছবি দেখিতেছে 'এবং' আমরা পড়িতেছি ইত্যাদি।

২৩। দুই বা ততোহধিক পদ এক কারক হইলে উহাদের মধ্যে যথানিয়মে সংযোজক অব্যয় প্রয়োগ করিয়া শেষ পদে কারকবিভক্তি

প্রয়োগ করিলেই সকল পদেরই সহিত ঐ কারকবিভক্তির অন্বয় হইয়া যায়। যথা, রাম 'ও' শ্যামকে ডাক; গোপাল 'এবং' যদু কর্ত্তৃক ইহা সম্পাদিত হইয়াছে; অসি 'এবং' চর্ম্মদ্বারা যুদ্ধ করিতেছে; সর্প, ব্যাঘ্র 'ও' ক্রুর ব্যক্তি হইতে সকলেই ভীত হয়; আমাদের বাটীর নিকটেই রাম, শ্যাম 'ও' গোপালের বাটী ইত্যাদি।

(ক়) সর্ব্বনামস্থলে প্রত্যেক পদেই কারকবিভক্তি দিতে হয়। যথা তিনি পুস্তকগুলি তোমাকেও আমাকে দিবেন বলিয়াছেন। যেথানে একটী সর্ব্বনাম ও দুই একটী অন্য পদ থাকে, সে স্থলেও প্রত্যেক পদেই কারকবিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, তোমাকে, রামকে ও শ্যামকে ডাকিয়াছি, আমার, যদুর ও হরির পীড়া হইয়াছিল ইত্যাদি।

২৪। দুই বা বহু বিশেষ্য পদ একটী সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হইলে, উহাদের পূর্ব্বে একটী বিশেষণ পদ প্রয়োগ করিলেই ঐ বিশেষণ পদটীর, সমস্ত বিশেষ্য পদগুলির সহিত অন্বয় হইয়া যায়। যথা, এই উদ্যানে নানাবিধ মনোহর বৃক্ষ ও লতা আছে অর্থাৎ নানাবিধ মনোহর বৃক্ষ ও নানাবিধ মনোহর লতা আছে। এইরূপ—রাম, গোপাল ও যদু অতিশয় বুদ্ধিমান্; রাম, শ্যাম ও গোপাল অতিশয় অলস; তুমি এবং তোমার ভ্রাতা অতিশয় শ্রমশীল ইত্যাদি।

(ক) দৃঢ়তা বা স্পষ্ট করিয়া অর্থ বুঝাইবার জন্য কখন কখন বিশেষণগুলি প্রত্যেক বিশেষ্য পদের পূর্ব্বেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, রামও বুদ্ধিমান্, যদুও বুদ্ধিমান্ 'এবং' গোপালও বুদ্ধিমান্; সেই ঘোর বিপদের সময়েও তাঁহার অবিচলিত ধৈর্য্য, অবিচলিত সাহস ও অবিচলিত বুদ্ধি দেখা গিয়াছিল ইত্যাদি।

২৫। কতকগুলি অসমস্ত পদ ও একটী সমস্ত পদ সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হইয়া প্রযুক্ত হইলে পরবর্ত্তী সমস্ত পদটীর সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অসমস্ত পদগুলির অন্বয় হইয়া যায়। যথা, এই নগরটী প্রাসাদ, রাজ-

পথ, এবং বিপণিসমূহে সুশোভিত, অর্থাৎ প্রাসাদসমূহে রাজপথসমূহে এবং বিপণিসমূহে সুশোভিত ইত্যাদি।

২৬। সংযোজক অব্যয় কখন কখন উহ্যও থাকে। যথা, আমি, তুমি, দুইজনে যাইব; সে লেখে না, পড়ে না, কেবল খেলিয়া বেড়ায়।

(ক) পদ্যে অনেক স্থলে সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয় না। * যথা,

"ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন,
ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতি, দরশন।"

২৭। এস্থলে সংযোজক অব্যয় সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম করা হইল বিযোজক অব্যয় সম্বন্ধেও ঐ সকল নিয়ম প্রযুক্ত হইবে, কেবল অর্থের তারতম্য হইবে এইমাত্র বিশেষ।

২৮। দুইটী বিরুদ্ধগুণবাচক পদ কোন বিশেষ্য পদের বিশেষণ হইলে ঐ বিশেষণ পদ দুইটীর মধ্যে 'কিন্তু' এই বিযোজক অব্যয়টী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, তিনি ধার্ম্মিক 'কিন্তু' উগ্রস্বভাব ইত্যাদি।

২৯। যাহা দ্বারা উপমা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমান এবং যাহা লইয়া উপমা দেওয়া যায় তাহাকে উপমেয় কহে। কর্ত্তৃবাচক উপমান পদের উত্তর 'ন্যায়,' 'মত' প্রভৃতি উপমাবাচক অব্যয় শব্দগুলি বসিয়া থাকে এবং উপমান পদের উত্তর সম্বন্ধের বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, তিনি ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী; তুমিও আমার মত বুদ্ধিহীন; তাহার ভ্রাতাও তাহারই ন্যায় ক্লেশসহিষ্ণু ইত্যাদি।

(ক) কিন্তু কর্ম্মাদিবাচক উপমান পদের উত্তর ঐ অব্যয় শব্দগুলির প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে সহজে অর্থ প্রতীতির ব্যাঘাত ঘটে। যথা, রাজা দশরথ ইন্দ্রের 'ন্যায়' প্রভাবশালী পুত্রের বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন; এখানে, 'পুত্র ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী' এই অর্থের সহজে প্রতীতি হয় না। এইজন্য এরূপ স্থলে 'যেমত', 'যেমন,' 'যেরূপ', ও 'তেমন,' 'তদ্রূপ', 'সেইরূপ' ইত্যাদি অব্যয়গুলি প্রয়োগ করাই ভাল।

যথা, ইন্দ্র 'যেরূপ' প্রভাবশালী, 'তদ্রূপ' প্রভাবশালী পুত্রের বিরহে রাজা দশরথ অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন ইত্যাদি।

৩০। উপমাস্থলে দুইটী করিয়া বাক্য থাকে। যে বাক্যে উপমানের গুণ, ক্রিয়াদি প্রকাশ পায় তাহাতে 'যেমত', যেমন', 'যেরূপ', 'যদ্রূপ,' 'যথা',* 'যেমতি', প্রভৃতি অব্যয় শব্দগুলি, এবং যে বাক্যে উপমেয়ের গুণ, ক্রিয়াদি প্রকাশ পায় তাহাতে 'তেমন', "সেইরূপ,' 'তদ্রূপ', 'তথা', 'তেমতি' প্রভৃতি অব্যয় শব্দগুলি প্রয়োগ করিতে হয়। 'যথা', 'যেমতি', 'তথা', 'তেমতি' এই অব্যয় শব্দগুলি প্রায়ই পদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, 'যেমন' সূর্য্যোদয়ে তমোরাশি নিরাকৃত হইয়া যায়, 'সেইরূপ' জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া থাকে; দরিদ্র ব্যক্তি প্রচুর ধন পাইলে 'যেরূপ' হৃষ্টচিত্ত হয়, তৃষিতব্যক্তি সুশীতল জল পান করিলে 'যেরূপ' পরিতৃপ্ত হয়, মেঘদর্শনে চাতক 'যেরূপ' প্রীত হয়, ভবদীয় বচনসুধাপানে আমার চিত্তচকোর 'সেইরূপ' পরিতৃপ্ত হইল; "সিন্দূরবিন্দু শোভিল ললাটে, গোধূলিললাটে আহা তারারত্ন 'যথা' " ইত্যাদি।

বাক্যের প্রকারভেদ (Different kinds of sentences).

১। বাক্য প্রধানতঃ তিন প্রকার—(১) সরলবাক্য (simple sentence), (২) জটিল বাক্য (complex sentence) এবং (৩) সংশ্লিষ্ট বাক্য (compound sentence).

২। যে বাক্যে কেবল একটীমাত্র উদ্দেশ্য ও একটীমাত্র বিধেয় থাকে তাহাকে সরলবাক্য কহে। যথা হরি কাদম্বরী পাঠ করিতেছে; রাম অতিশয় বিনীত; গোপাল বড় সুবোধ ইত্যাদি।

৩। যে বাক্যে একটী প্রধান বাক্যাংশ (principal clause) এবং তাহার আনুসঙ্গিক এক বা ততোঽধিক অপ্রধান বাক্যাংশ (subordinate clause) থাকে তাহাকে জটিলবাক্য কহে।

জটিলবাক্যে একাধিক কর্ত্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। যথা, পূর্ব্বে যাঁহাকে গুরুর ন্যায় সমাদর করিতাম, এখন কিরূপে তাঁহাকে হতাদর করিব? যিনি চিরকাল জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এখন কিরূপে তাঁহার কুৎসা করিব? গোপাল ও তাহার ভ্রাতা যখন এখানে ছিল, তখন আমি সপরিবারে কলিকাতায় থাকিতাম ইত্যাদি।

(ক) জটিলবাক্যস্থিত অপ্রধান বাক্যাংশটী কখন প্রধান বাক্যের সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম, কখন প্রধান বাক্যাংশস্থিত কোন বিশেষ্য বা সর্ব্বনাম পদের সহিত এক কারক এবং কখন বা প্রধান বাক্যাংশের অন্তর্গত কোন সর্ব্বনাম অথবা বিধেয়ের বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা, তিনি এরূপ পীড়িত হইয়াছেন, আমি জানিতাম না; এখানে 'তিনি এরূপ পীড়িত হইয়াছেন' এই অপ্রধান বাক্যাংশটি 'আমি জানিতাম না' এই প্রধান বাক্যাংশস্থিত 'জানিতাম না' এই সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম হইয়াছে। তিনি যে আমার উপকার করিবেন, তাহা আমি জানি; এখানে 'তিনি যে আমার উপকার করিবেন' এই অপ্রধান বাক্যাংশটী 'তাহা আমি জানি' এই প্রধান বাক্যাংশস্থিত 'তাহা' এই সর্ব্বনাম পদের সহিত এক কারক হইয়াছে। যিনি চিরকাল জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এক্ষণে কিরূপে তাঁহার কুৎসা করিব? এখানে 'যিনি—ছিলেন' এই অপ্রধান বাক্যাংশটী 'এক্ষণে…করিব' এই প্রধান বাক্যাংশস্থিত 'তাহার' এই সর্ব্বনাম পদের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যখন জ্ঞান হইল, তখন সমস্তই বুঝিতে পারিলাম; এখানে 'যখন জ্ঞান হইল' এই অপ্রধান বাক্যাংশটী 'তখন…পারিলাম' এই প্রধান বাক্যাংশস্থিত 'বুঝিতে পারিলাম' এই বিধেয়ের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪। যে বাক্যে পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটি বা ততোহধিক সরল বা জটিল বাক্য একত্র সম্বদ্ধ হইয়া থাকে তাহাকে সংশ্লিষ্ট বাক্য কহে। সংশ্লিষ্ট বাক্যেও একাধিক কর্ত্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া থাকে এবং বাক্যগুলি

'এবং', 'ও', 'বা', 'অথবা', 'কিংবা', 'কিন্তু', 'পরন্তু', প্রভৃতি অব্যয় শব্দ দ্বারা সংযুক্ত হয়। যথা, রাম যেমন সুবোধ, শ্যাম তেমন নয়। যিনি বাল্যকাল হইতে এরূপ পাপাচারী ছিলেন এবং সর্ব্বদা অসৎ-সংসর্গে থাকিতেন, এখন তিনি প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করেন, নিরামিষ ভোজন করেন, সতত সাধুসংসর্গে অবস্থান করেন এবং অহোরাত্র ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন; তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রগাঢ়রূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি নিরন্তর অশেষবিধ ক্লেশভোগ করিয়াছেন, নানারূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হন নাই ইত্যাদি।

৫। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরলবাক্য একত্র সম্বন্ধ হইয়া একটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করিলে ঐ সম্বন্ধ সরল বাক্যগুলিতে যে একটী বৃহৎ বাক্য সংগঠিত হয় তাহাকে সংযুক্তবাক্য কহে। যথা, যিনি অনন্ত ও সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি আমাদের পরমপিতা, আমরা সেই বিশ্বপ্রাণ বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরের উপাসনা করিব। সুতরাং জটিল ও সংশ্লিষ্ট বাক্য উভয়ই সংযুক্ত বাক্যের অন্তর্গত।

৬। কেবল পরিহাসাদি করিবার জন্য যে সকল বাক্য প্রযুক্ত হয়, অথবা যে সকল বাক্য প্রযুক্ত হইলে তাহাদের অর্থ সঙ্গত বা বোধগম্য হয় না তাহাদিগকে পরিহাস, অসঙ্গত অথবা উন্মত্ত বা প্রলাপবাক্য কহে। যথা, জুতাটা চরিতে গিয়াছে; দোয়াতটা স্বর্গে যাইবে; ইনি মস্তকটী গৃহে রাখিয়া আসিয়াছেন; তুমি বড় পিপাসাতুর হইয়াছ, কিঞ্চিৎ অগ্নি পান কর, পান করিতে করিতেই পিপাসা শান্তি হইবে; তিনি চারি সহস্র মুদ্রা দিয়া একটি হংসডিম্ব ক্রয় করিয়াছেন, অশ্বডিম্ব পাইলে বোধ হয় যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও ক্রয় করিতেন ইত্যাদি।

৭। যে বাক্যপরম্পরা একত্র সম্বদ্ধ হইয়া একটি প্রবন্ধ হয় তাহাকে মহাবাক্য কহে। যথা, রামায়ণ, মহাভারত, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী, কথাসরিৎসাগর, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি। মহাবাক্য-

সকলেও যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি থাকা আবশ্যক। অসম্বন্ধ বাক্যসকল প্রযুক্ত হইয়া মহাবাক্য হইতে পারে না।

৮। যদি কোন বাক্য অন্য বাক্যস্থিত কোন পদের লক্ষিত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ বাক্যকে বিবরণ বাক্য কহে। যথা, রাম বলিল, অদ্য বৃষ্টি হইবে; এখানে 'অদ্য বৃষ্টি হইবে' এই বাক্যটী পূর্ব্ববাক্যস্থিত 'বলিল' এই ক্রিয়ার লক্ষিত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ কি বলিল, তাহাই প্রকাশ কবিতেছে। এইরূপ—বোধ হয়, আজ বৃষ্টি হইবে না; তিনি বলিলেন, কল্য তোমাদের পরীক্ষা হইবে। এইরূপ বিবরণ বাক্যগুলি সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম হইয়া থাকে। প্রথম উদাহরণে 'অদ্য বৃষ্টি হইবে' এই বিবরণবাক্যটী 'বলিল' ক্রিয়ার কর্ম্ম।

৯। বিবরণবাক্যটী যে ক্রিয়াপদের লক্ষিত তাৎপর্য্য প্রকাশ করে সেই ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদটী যে পুরুষেরই হউক না কেন, যদি সেই ব্যক্তি নিজেই বিবরণবাক্যের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে বিবরণবাক্যে কর্ত্তা বা কর্ম্মাদি যথাসম্ভব উত্তমপুরুষেরই হইবে। যথা, তিনি বলিলেন, 'আমি' অবশ্যই ইহা কবিব; তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা' কখনই এ কার্য্য করি নাই; তুমি বলিয়াছিলে, যে 'আমা কর্ত্তৃক' এ কার্য্য অনুষ্টিত হয় নাই; আমি বলিয়াছিলাম, 'আমাকেই' ইহা দেওয়া হইবে ইত্যাদি।

(ক) বিবরণবাক্যে প্রথমপুরুষের পদ কর্ত্তৃপদাদিরূপে প্রযুক্ত হইলে ভিন্ন অর্থ বুঝাইয়া যায়। যথা, রাম বলিল 'সে' শীঘ্রই যাইবে; এখানে রামের যাওয়া না বুঝাইয়া অপর ব্যক্তির যাওয়া বুঝাইবে।

১০। যদি পূর্ব্ববাক্যে কথনার্থক ধাতুর ক্রিয়াপদ থাকে, তাহা হইলে ঐ ক্রিয়াপদটী যে কালেরই হউক না কেন, বিবরণবাক্যে ক্রিয়াপদটী বর্ত্তমান, অতীত, বা ভবিষ্যৎ তিন কালেই প্রযুক্ত হইতে পারে। যথা, তিনি বলিতেছেন, রাম আহার 'করিতেছে,' 'করিয়াছে,' বা 'করিবে'; আমরা বলিলাম, আমরা তথায় 'যাইতেছি,' 'গিয়াছিলাম' বা 'যাইব'।

(ক) পূর্ব্ববাক্যে 'এরূপ,' 'এমন' প্রভৃতি পদ প্রযুক্ত হইলে, ঐ পূর্ব্ববাক্যের ক্রিয়াটী যে কালের হইবে, বিবরণবাক্যের ক্রিয়াটীও সেই কালই প্রযুক্ত হইবে। যথা, বিহঙ্গমটী 'এরূপ' স্পষ্টভাবে কথাগুলি উচ্চারণ 'করিল,' যে আমরা বেশ বুঝিতে 'পারিলাম'; আমি 'এরূপ' বিশদভাবে 'বুঝাইয়া দিব', যে তোমরা বেশ 'বুঝিতে পারিবে'।

(খ) কখন কখন এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। উদাহরণ দিয়া দেখাইয়া দেওয়া গেল। যথা, আমি আজ্ঞা করিতেছি, যে এক এক জনকে এক এক দিন যাইতে হইবে; রাজা নিয়ম করিয়াছেন, যে সকলকেই নির্দ্দিষ্ট হারে কর দিতে হইবে; আমার ইচ্ছা, যে সকলে মিলিত হইয়া তথায় যাওয়া হয়; তিনি স্বীকার করিয়াছেন, যে শীঘ্রই ইহার প্রতীকার করা হইবে; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি শীঘ্রই তাহাকে শাসিত করিব; তিনি অনুমতি করিয়াছেন, এ বিষয়ের প্রতীকারের জন্য সকলকেই বদ্ধপরিকর হইতে হইবে; এমন কোন উপায় নাই যে, এই পীড়া হইতে আশু মুক্ত হইতে পারি; আমার এমন মেধা নাই, যে তাঁহার সেই উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া রাখি, বা রাখিতে পারি, বা রাখিব; সে সময়ে এমন কেহই সেখানে ছিল না, যে তাহাকে সান্ত্বনা করে বা সান্ত্বনা করিতে পারে ইত্যাদি।

বাক্য-সম্প্রসারণ (Expansion of sentences)।

১। বাক্যের উদ্দেশ্য অংশটীকে নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। যথা,—

(১) গুণবাচক পদ বা পদসমূহ (বিশেষণ) দ্বারা। যথা, 'সুরভি' কুসুমসকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে; 'নীতিতত্ত্বজ্ঞ, বিবেকশালী, ধীমান্' বিদুর অন্ধরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ইত্যাদি।

(২) সম্বন্ধপদ দ্বারা। যথা, 'গোপালের' পিতা কলিকাতায় গিয়াছেন; 'আমার' গৃহটী ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে ইত্যাদি।

(ক) সম্বন্ধপদকে কখন কখন বিশেষণরূপে পরিবর্ত্তিত করা যায়। যথা, 'আমার গৃহ' ইহাকে 'মদীয় গৃহ' এইরূপ বলা যাইতে পারে।

(৩) যে সকল বিশেষ্যপদ উদ্দেশ্যের সহিত একই অর্থ প্রকাশ করে, অথবা তাহার পরিচয় জানাইয়া দেয়, সেই সকল বিশেষ্যপদ প্রয়োগ করিয়া। যথা, বিক্রমাদিত্য পরাক্রান্ত 'নরপতি' ছিলেন; 'গাধিতনয়' বিশ্বামিত্র দশরথসমীপে উপস্থিত হইলেন; 'রাম, হরি, গোপাল, এবং আমি' চারিজনেই সেই স্থানে গিয়াছিলাম ইত্যাদি।

(৪) অসমাপিকা ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি 'যাইয়া' দেখিলেন; আমি এখানে 'আসিয়া' শুনিলাম ইত্যাদি।

(ক) অসমাপিকা ক্রিয়াটী সকর্ম্মক হইলে, উহার কর্ম্মপদটীকে উহার সহিত প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি 'পুত্রকে দেখিয়া' সুখী হইলেন; তিনি 'আমাকে ডাকিয়া' এই কথা বলিলেন ইত্যাদি।

(খ) ঐ কর্ম্মপদের দুই একটী বা ততোঽধিক বিশেষণ পদ থাকিলে, উহার সহিত সেইগুলি প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি 'সেই সর্ব্বগুণাধার বিনয়াবনত পুত্রকে দেখিয়া' সুখী হইলেন ইত্যাদি।

(গ) উহাদের সহিত অধিকরণ কারক প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি 'তৎকালে সভামধ্যে সেই সর্ব্বগুণাধার বিনয়াবনত পুত্রকে দেখিয়া' সুখী হইলেন ইত্যাদি।

(ঘ) উহাদের সহিত সম্বন্ধপদ প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি 'তৎকালে সভামধ্যে তাঁহার সেই সর্ব্বগুণাধার বিনয়াবনত পুত্রকে দেখিয়া' সুখী হইলেন ইত্যাদি।

(ঙ) ঐ কর্ম্মপদের সহিত 'তে'ভাগান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া

প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি 'তাঁহার সেই সর্ব্বগুণাধার বিনয়াবনত পুত্রকে সভামধ্যে আগমন করিতে দেখিয়া' সুখী হইলেন ইত্যাদি।

(চ) অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম্মপদের সহিত করণকারক প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি 'কুঠারদ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া' লইয়া গেলেন।

(ছ) অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম্মপদের সহিত সম্প্রদানকারক প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি 'তাঁহার বিপুল বিভব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া' বনপ্রস্থান করিলেন ইত্যাদি।

(জ) অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম্মপদের সহিত অপাদানকারক প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি তাঁহার 'প্রিয়সুহৃৎকে সেই ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন ইত্যাদি।

(ঝ) ঐরূপ অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশ কখন কখন বিশেষণরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যথা, রাম 'সদাচার পরিত্যাগ করিয়া কদাচারী হইয়াছে' এই বাক্যে 'সদাচার পরিত্যাগ করিয়া' এই বাক্যংশটী 'সদাচারপরিভ্রষ্ট' এই বিশেষণরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

(ঞ) যদি কোন বিশেষ্যপদ সহ, সহিত, সমভিব্যাহারে, বিনা ব্যতিরেকে প্রভৃতি শব্দের সহিত যুক্ত থাকে, তাহা হইলে ঐ সহাদি-শব্দযুক্ত বিশেষ্যপদটী প্রয়োগ করিয়া। যথা, ব্রাহ্মণ 'পুত্রসহ' রাজভবনে উপস্থিত হইলেন; মহর্ষি 'শিষ্যগণসমভিব্যাহারে' রাজসভায় উপনীত হইলেন; রামচন্দ্র 'সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত' বনপ্রস্থান করিলেন; 'ধন বিনা' কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না; 'শাস্ত্রালোচনা ব্যতিরেকে' লোকে জ্ঞানী হইতে পারে না ইত্যাদি।

(ক) ঐ সকল বিশেষ্য পদ 'সহ' প্রভৃতি অব্যয়ের সহিত যুক্ত হইলে যে সকল বাক্যাংশ গঠিত হয়, উহারা কখন কখন বিশেষণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যথা, পুত্র সহ = সপুত্র, শিষ্যগণসমভিব্যাহারে = শিষ্যগণ-

পরিবেষ্টিত, ধন বিনা = ধনহীন, শাস্ত্রালোচনাব্যতিরেকে = শাস্ত্রালোচনা-বিরহিত ইত্যাদি। তখন ঐ সকল বিশেষণের সহিত প্রায়ই 'হইয়া' বা 'হইলে' এইরূপ একটী অসমাপিকা ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। যথা, লোকে 'ধনহীন হইয়া' কোন কার্য্যই করিতে পারে না; মহর্ষি 'শিষ্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া' রাজসভায় উপনীত হইলেন; 'শাস্ত্রালোচনাবিরহিত হইলে' লোকে জ্ঞানী হইতে পারে না ইত্যাদি।

(৬) যে সকল বাক্যে বা বাক্যাংশে যিনি, যে, যাহা, যাহাকে, যাঁহারা, যাহারা প্রভৃতি সর্ব্বনামশব্দ প্রযুক্ত হয়, সেই সকল বাক্য বা বাক্যাংশ দ্বারা। যথা, 'যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন,' তিনিই ইহার রক্ষাবিধান করিবেন; 'যে ব্যক্তি শঠ ও প্রতারক,' সে কখনই বিশ্বাসপাত্র হইতে পারে না; 'যাহা সুস্বাদু', তাহাই অপকারী; 'যাহাকে এত ভালবাসিতাম', সেই ব্যক্তিই আমার সর্ব্বনাশ করিল; 'যাহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই,' সে কিরূপে শ্রেয়োলাভ করিবে? "যাহারা জ্ঞান ও প্রতিভাবলে জগতের আদি, অন্ত, কার্য্য, কারণ প্রভৃতি সকলতত্ত্বই নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সাধু মহাত্মাগণই পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ;" যাহারা জগতে এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া কেবল আত্মোদরপরিপূরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল, তাহারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ ইত্যাদি।

(৭) বিশেষণবাক্য (adjective clause) দ্বারা। যথা, 'নৃপতিগণের উপভোগ্য' কমনীয় রত্নহার বানরের কণ্ঠভূষণ হইল; 'দেবগণকর্তৃক অধ্যুষিত' অমরাবতী দানবগণের লীলাস্থল হইয়াছে।

(৮) সম্বোধনপদের প্রয়োগ করিয়া। যথা, যদু! তুমি যাও; হে ভগবন্! আপনি আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন ইত্যাদি।

(৯) উদ্দেশ্য অংশটীকে যে যে প্রকারে পরিবর্দ্ধিত করিবার নিয়ম সকল সন্নিবেশিত হইল, উহাদের দুই তিনটীর একত্র সমাবেশ দ্বারাও উদ্দেশ্য অংশটীকে পরিবর্দ্ধিত করা যায়। যথা, হে ভগবন্!' 'আমাদিগের'

'অযোধ্যাবাসী' প্রজাবর্গ 'রামাভিষেকসংবাদ শ্রবণ করিয়া' আত্মীয়বর্গের সহিত, গৃহে গৃহে আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়াছে ইত্যাদি।

২। বাক্যের বিধেয় অংশটীকে নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। যথা,—

(১) বিশেষণ বা গুণবাচক পদ প্রয়োগ করিয়া। যথা, গোপাল 'ধীরে ধীরে' যাইতেছে; তিনি 'অচিরেই' প্রত্যাগত হইলেন।

(ক) বিশেষণের বিশেষণ দ্বারা। যথা, তিনি 'অতিশয়' শান্ত-প্রকৃতি, গোপালের পুত্র 'অত্যন্ত' দুর্বিনীত ইত্যাদি।

(২) সমাপিকা ক্রিয়াটী সকর্ম্মক হইলে, উহার কর্ম্মপদ প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি 'চন্দ্র', দেখিতেছেন ইত্যাদি।

(ক) ক্রিয়াটী দ্বিকর্ম্মক হইলে মুখ্যকর্ম্মের সহিত গৌণকর্ম্ম প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি 'আমাকে চিত্রপট'খানি দেখাইলেন ইত্যাদি।

(খ) উদ্দেশ্য অংশটীকে বিশেষণ, সম্বন্ধপদপ্রভৃতি দ্বারা যেরূপে পরিবর্দ্ধিত করিবার নিয়ম সকল প্রদর্শিত হইয়াছে, কর্ম্মপদটীকেও ঠিক ঐ প্রকারেই পরিবর্দ্ধিত করা যায়। যথা, গোপাল 'একটী সুস্বাদু সুপক্ক ফল' ভক্ষণ করিয়াছিল; তিনি 'তাঁহার পুত্রকে' প্রহার করিলেন; হরি 'তাহ'র ভ্রাতা রামকে' পড়াইতেছে; 'যাঁহাকে পূর্ব্বে এত শ্রদ্ধা করিতে, এখন তাঁহাকে' কিরূপে ঘৃণা করিতেছ; আমি 'তাঁহাকে পুত্রের সহিত আসিতে' দেখিয়াছি; 'সদাচার, তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত রাজপুরীকে' এক্ষণে পাপকূপে নিমগ্ন দেখিতেছি ইত্যাদি। গৌণকর্ম্মটীও ঠিক এইরূপেই পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে।

(৩) করণকারক প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি কুঠারদ্বারা' সেই বৃক্ষটীকে ছেদন করিয়াছিলেন।

(ক) ঐ করণকারকটী আবার বিশেষণদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতে

পারে। যথা, 'পরশুরাম তীক্ষ্ণধার কুঠারদ্বারা' কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ভুজবল ছেদন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি।

(খ) সম্বন্ধপদ প্রয়োগ করিয়াও ঐ করণকারকটীকে পরিবর্দ্ধিত করা যায়। যথা, তিনি 'তাঁহার শাণিত তরবারিদ্বারা শত্রুর দেহ হইতে মস্তক বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন ইত্যাদি।

৪। সম্প্রদানকারক দ্বারা। যথা, তিনি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া 'দরিদ্র-দিগকে' অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করিতে লাগিলেন ইত্যাদি।

(ক) ঐ সম্প্রদান কারককেও পূর্ব্বোক্তরূপে বিশেষণ প্রভৃতি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। যথা, নৃপতি করুণাপরবশ হইয়া 'তাঁহার রাজভক্ত প্রজাগণকে' প্রভূত অর্থ প্রদান করিলেন ইত্যাদি।

৫। অপাদান কারক দ্বারা। যথা, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে 'ভয় হইতে' মুক্ত করিলেন ইত্যাদি।

(ক) ঐ অপাদান কারককেও পূর্ব্বোক্তরূপে বিশেষণ প্রভৃতি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। যথা, তিনি আমাকে 'সেই নিদারুণ ভয় হইতে' মুক্ত করিলেন; তিনি কেবল বুদ্ধিবলেই 'সেই আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে' পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন ইত্যাদি।

৬। অধিকরণ কারক প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি 'এক্ষণে মগধদেশে' পরিজনগণের সহিত বাস করিতেছেন ইত্যাদি।

(ক) ঐ অধিকরণ কারককেও পূর্ব্বোক্ত রূপে পরিবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। যথা, তিনি 'সেই নিস্তব্ধ নিশীথকালে, নদীতীরস্থিত তাঁহার সেই নির্জ্জন কুটীরে' একাকী অবস্থান করিতেছিলেন ইত্যাদি।

৭। হেতুবাচক পদ প্রয়োগ করিয়া। যথা, তিনি 'ভয়হেতু' অতিশয় কম্পিত হইতেছেন; তিনি অবিলম্বেই 'সেই দরিদ্র, বিপন্ন ব্রাহ্মণের উদ্ধারসাধনার্থ' প্রস্থান করিলেন ইত্যাদি।

৮। যদি কোন বাক্যাংশ ক্রিয়ানিষ্পত্তি কাল বা অবস্থা প্রকাশ

করিয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ বাক্যাংশটী প্রয়োগ করিয়াও বিধেয় অংশটীকে পরিবর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। যথা, 'আমি তথায় যাইবামাত্র' তিনি প্রস্থান করিলেন; 'সূর্য্যদেব কিরণদানে জগৎকে সন্তপ্ত করিয়া অস্তমিত হইলে' নৈশ তমোরাশি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল ইত্যাদি।

৯। কখন কখন উহাদের অনেকগুলির একত্র সমাবেশ দ্বারাও বিধেয় অংশটীকে পরিবর্দ্ধিত করা যায়। যথা, রামচন্দ্র 'প্রিয়তমা পত্নী জানকীর উদ্ধারসাধনার্থ অনুজ লক্ষ্মণের সহিত সেই মহাসমরে রাবণ নিধন দ্বারা দেবগণকে ভয় হইতে মুক্ত' করিলেন ইত্যাদি।

অনুশীলনী (Exercise)। ১।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে সম্প্রসারিত কর :—

রাম যাইতেছে। গোপাল আসিতেছে। বালকেরা খেলা করিতেছে। আমি চন্দ্র দেখিতেছি। তুমি কখন আসিলে? তিনি কি গিয়াছেন? তিনি কবে যাইবেন? আমি পুস্তক কিনিয়াছি। যদু কাপড় পরিয়াছে। রাম শাখা ছেদন করিতেছে। হরি একখানি বস্ত্র দিয়াছে। তুমি আসিতেছ? আমার হরিণ আছে। এই পুস্তকখানি আছে। গোপাল ডাকিতেছে। আমি কার্য্যটী করাইয়া লইব। রামচন্দ্র বনে গিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির সত্য কথা কহিতেন। ভীমসেন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাবণ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিল। রামচন্দ্র শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইলেন। অর্জ্জুন শঙ্খধ্বনি করিলেন। ভীষ্ম দেহত্যাগ করিলেন।

বাক্য-সঙ্কোচন (Contraction of sentences)।

১। বাক্যমধ্যস্থ দুই তিনটী বা ততোঽধিক পদগুলির মধ্যে সমাস করিয়া দিয়া বাক্যসঙ্কোচ করা যাইতে পারে। যথা, 'রাম এবং লক্ষ্মণ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন' এইরূপ না বলিয়া 'রামলক্ষ্মণ অরণ্যে প্রস্থান

করিলেন' এরূপ বলা যাইতে পারে। এরূপ—শরণকে আপন্ন এমন ব্যক্তি=শরণাপন্নব্যক্তি; সাধু এমন জন তৎকর্তৃক আচরিত এমন কার্য্য=সাধুজনাচরিতকার্য্য; পাপ হইতে ভীত=পাপভীত; গুরুর শুশ্রূষাতে নিরত=গুরুশুশ্রূষানিরত; দূর্ব্বাদলতুল্য শ্যামল=দূর্ব্বাদল-শ্যামল; মহতী এমন কীর্ত্তি=মহাকীর্ত্তি; জিত হইয়াছে ইন্দ্রিয় যৎকর্ত্তৃক=জিতেন্দ্রিয়; মৃগের নয়নের ন্যায় হইয়াছে নয়ন যাহার=মৃগনয়না; যাহার নাভিতে পদ্ম আছে=পদ্মনাভ; শক্তিতে অতিক্রম না করিয়া=যথাশক্তি; নিকটে থাকে যে=নিকটবর্ত্তী; পুরুষদিগের মধ্যে উত্তম=পুরুষোত্তম; সিংহের ন্যায় পুরুষ=পুরুষসিংহ ইত্যাদি।

২। বাক্যমধ্যে যে সকল বিশেষণ পদ প্রযুক্ত হইয়া কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে না, সেইগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া বাক্যসঙ্কোচ করা যাইতে পারে। যথা, 'এমন সময়ে অমিততেজা, অকুতোভয়, মহা-পরাক্রান্ত ভীমসেন সমাগত হইলেন' এই বাক্যে বিশেষণপদগুলি প্রযুক্ত হইয়া কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিতেছে না; অতএব ঐ বিশেষণ পদগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া 'এমন সময়ে ভীমসেন সমাগত হইলেন' কেবল এইটুকু প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

৩। যদি একটী কর্তৃপদের দুই তিনটী বা ততোহধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়াটীকে রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া বাক্যটীকে সঙ্কুচিত করা যাইতে পারে। যথা, আমি আগামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করিব, পরশ্ব বারাণসীতে উপস্থিত হইব, তথায় ত্রিরাত্র অবস্থান করিব, এবং তৎপরে শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রস্থান করিব।' এই বাক্যটীকে সঙ্কুচিত করিয়া এইরূপ করা যাইতে পারে। যথা 'আমি আগামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করত পরশ্ব বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া ত্রিরাত্র অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রস্থান করিব' ইত্যাদি।

৪। অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশকে* বিশেষণে পরিবর্ত্তিত করিয়া বাক্যসঙ্কোচ করা যাইতে পারে। যথা, 'লোকে ধার্ম্মিক হইলে পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ হইয়া থাকে'=(সঙ্কুচিত আকার) 'ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার' ইত্যাদি।

৫। যে···সে, যাহারা···তাহারা, যিনি...তিনি, যাঁহারা...তাঁহারা, যাহার···তাহার, যাহাদিগের···তাহাদিগের প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া যে সকল বাক্য গঠিত হয়, তাহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া কখন কখন ক্ষুদ্র-বাক্যে পরিণত করা যাইতে পারে। যথা, যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা সকল বিষয় অবলোকন করেন, তাঁহারা সকল বিষয়েই মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন=(সঙ্কুচিত আকার) সূক্ষ্মদর্শী লোকে সকল বিষয়েরই মর্ম্মোদ্-ঘাটন করিতে পারেন। যাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তাহারা সহজেই পরমার্থতত্ত্ব বুঝিতে পারেন=(স. আ.) জ্ঞানী লোকে সহজেই পরমার্থতত্ত্ব বুঝিতে পারেন। যাহার হৃদয় অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত, সেই ব্যক্তি পশুর তুল্য=(স. আ,) অজ্ঞলোক পশুর তুল্য ইত্যাদি।

৬। যৎকালে...তৎকালে, যখন...তখন, যথা...তথা, যে সময়ে··· সে সময়ে ইত্যাদি প্রযুক্ত হইয়া যে সকল বাক্য গঠিত হয় তাহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া ক্ষুদ্রবাক্যে পরিণত করা যাইতে পারে। যথা, যখন রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ বনে প্রস্থান করিলেন, তখন অযোধ্যাবাসী প্রজাবৃন্দ রামশোকে অধীর হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল=(সঙ্কুচিত আকার) রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ বনপ্রস্থান করিলে অযোধ্যাবাসী প্রজাবৃন্দ রামশোকে অধীর হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। যৎকালে লোকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়, তৎকালে প্রায়ই তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই তিরোহিত হইয়া যায়=(স. আ.) অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ব্যক্তি প্রায়ই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে।

৭। দুই বা অধিক বিশেষ্যপদের এক বা বহু বিশেষণ পদ থাকিলে

ঐ বিশেষণ পদগুলিকে একবার মাত্র প্রয়োগ করিলেই হয়। প্রত্যেক বিশেষ্যপদের পূর্ব্বে উহাদের প্রয়োগ করিতে হয় না। যথা, তাঁহার পিতা যেরূপ জ্ঞানবান্ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, তিনিও সেইরূপ জ্ঞানবান্ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রও সেইরূপ জ্ঞানবান্ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন=(সঙ্কুচিত আকার) তাঁহার পিতা, তিনি এবং তাঁহার পুত্র, সকলেই জ্ঞানবান্ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন ইত্যাদি।

৮। দুই বা বহু বিশেষ্যপদের সহিত এক বা বহু বাক্য বা বাক্যাংশের সম্বন্ধ থাকিলে, ঐ বাক্য বা বাক্যাংশগুলিকে একবার মাত্র প্রয়োগ করিলেই হয়, প্রত্যেক বিশেষ্যপদের সহিত প্রয়োগ করিতে হয় না। যথা, যদুর জ্ঞান থাকিলে, রামের জ্ঞান থাকিলে বা শ্যামের জ্ঞান থাকিলে, তাহারা কখনই এইরূপ অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না=(সঙ্কুচিত আকার) যদুর, রামের বা শ্যামের জ্ঞান থাকিলে, তাহারা কখনই এইরূপ অসৎ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। গোপালের যদি বুদ্ধি থাকিত, হরির যদি বুদ্ধি থাকিত, যদুর যদি বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কখনই এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইত না=(স. আ.) গোপালের, হরির বা যদুর যদি বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কখনই এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইত না।

৯। কখন কখন বৃহৎ বৃহৎ বাক্যের অর্থমাত্র বজায় রাখিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার ক্ষুদ্রবাক্যে পরিণত করা যাইতে পারে। যথা,

(১) দিবা অবসানপ্রায় হইল, সূর্য্যদেব সমস্ত দিনের অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়াই যেন বিশ্রামার্থ অস্তগিরি-শিখর আশ্রয় করিলেন, নিশাদেবী তিমিরবসনে আবৃতা হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অসীম, অনন্ত, সুনীল গগনতলে অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ডবৎ দুই একটী তারকা সমুদিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন নিশাদেবীর ললাটদেশে সিন্দুরবিন্দু শোভা পাইতেছে, পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ নিজ নিজ আহারান্বেষণ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আবাসগৃহাভিমুখে ধাবিত হইল=(সঙ্কুচিত

আকার) দিবাবসানে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে রজনী সমাগত দেখিয়া পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ স্ব স্ব আবাসগৃহাভিমুখে ধাবিত হইল।

(২) রজনী প্রভাত হইলে উষাদেবী হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বগগনে দর্শন দিলেন, সূর্য্যদেব অচিরে প্রিয়সমাগম হইবে ভাবিয়াই যেন রাগভরে রক্তাভ হইয়া উদয়াচলের শিখরদেশে আবির্ভূত হইলেন, তিমিররূপ রাক্ষস সূর্য্যদেবের আগমনভয়ে ভীত হইয়াই যেন জগৎ হইতে অপসৃত হইয়া অস্তাচলের নিভৃত কন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, জগন্মণ্ডল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, কমলিনী এতাবৎকাল তিমির রাক্ষসের ভয়ে ভীত হইয়াই যেন নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিল, এক্ষণে সূর্য্যদেবের আবির্ভাবে রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া প্রিয়সম্ভাষণে প্রিয়তমের সংবর্দ্ধনা করিবার জন্যই যেন হর্ষভরে বিকসিত হইয়া উঠিল= (স. আ.) রজনীপ্রভাতে সূর্য্যদেব সমুদিত হইলে অচিরাৎ তিমিররাশি অপসৃত হইল, জগন্মণ্ডল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং কমলিনী প্রিয়সমাগমে হর্ষভরে বিকসিত হইয়া উঠিল ইত্যাদি।

অনুশীলনী (Exercise) ২।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে সঙ্কুচিত আকারে পরিবর্ত্তিত কর :—

ভীম এবং অর্জ্জুন সমরে জয়লাভ করিলেন এবং হৃষ্টচিত্ত হইয়া গুরুর চরণে প্রণাম করিলেন। সতত গুরুর সেবায় নিরত অসীম এরূপ ধীশক্তির দ্বারা সম্পন্ন সেই বালক কালাতিক্রম না করিয়া গুরুর সমীপে উপস্থিত হইল এবং মনোযোগ প্রদান করিয়া শাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। যাঁহার আদিও নাই এবং যাঁহার অন্তও নাই সেই পর হইতেও পর, পরম এমন পুরুষ সর্ব্বদা তোমার কল্যাণের সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমি সকল সময়ে তোমার সমীপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমার যেমন শক্তি সেইরূপ তোমার সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব।

নবীন এমন দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, জানুপর্য্যন্ত লম্বিত বাহুবিশিষ্ট রামচন্দ্র কনকের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট জনকরাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। সেই পুরুষদিগের মধ্যে উত্তম, সিংহের ন্যায় পুরুষ এখানে আসিয়াছিলেন এবং আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রায় তিন মাস অতীত হইল তিনি এখানে আসিয়াছিলেন, তিন দিন অবস্থান করিয়াছিলেন, আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং প্রয়াগে যাত্রা করিয়াছিলেন। আমি তোমাদের বাটীতে যাইব, দশ দিন তথায় থাকিব, গ্রামটী ভাল করিয়া দেখিব, এবং পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিব। যে বালক মিথ্যাবাদী হয় কেহ তাহাকে ভালবাসে না। বালকেরা সচ্চরিত্র ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হইলে তাহারা সকলেরই ভালবাসা এবং স্নেহলাভ করিয়া থাকে। যে বালক অহঙ্কারের বশীভূত সে কাহারও সহানুভূতি লাভ করিতে পারে না। যাহারা সর্ব্বদা মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে, তাহাদিগকে কেহ বিশ্বাস করে না। যিনি চিরকাল ধর্ম্মাচরণ করেন, তিনি পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করেন। পূর্ণচন্দ্র গগনে উদিত হইলে নৈশ তমোরাশি নিরাকৃত হইয়া গেল, তদীয় সুধাময় কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত হইল, কুমুদিনী সমস্তদিন সৌরকরস্পর্শভয়েই যেন মুদ্রিত ছিল, এক্ষণে প্রিয়সমাগমে উল্লাসিত হইয়া বিকসিত হইয়া উঠিল।

বাক্য-বিশ্লেষণ (Analysis of sentences)।

১। বাক্য যে প্রকারই হউক না কেন তাহার অংশ সকলকে পৃথক্ করিয়া ঐ সকল পৃথক্ অংশের পরস্পর সম্বন্ধ দেখাইয়া দেওয়াকে বাক্যবিশ্লেষণ (analysis) কহে। যথা, গোপাল বড় সুবোধ এই বাক্যে 'গোপাল' এই অংশটী উদ্দেশ্য এবং 'বড় সুবোধ' এই অংশটী বিধেয়। সরল বাক্যগুলিকে যেরূপে বিশ্লিষ্ট করিতে হয় তাহা নিম্নে দেখাইয়া দেওয়া হইল।

সরলবাক্য।

বাক্য	উদ্দেশ্য		বিধেয়			
				কর্ম্ম		
	প্রকৃত উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যগুণ-বাচক	প্রকৃত বিধেয়	কর্ম্ম	কর্ম্মগুণ-বাচক	বিধেয়-গুণবাচক
সুবোধ গোপাল কাদম্বরী পাঠ করিতেছে।	গোপাল	সুবোধ	পাঠ করিতেছে	কাদম্বরী		
সেই পিতৃভক্ত বালক একাগ্র-চিত্তে দেবতুল্য পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।	বালক	সেই পিতৃভক্ত	শুশ্রূষা করিতে লাগিল	পিতার	দেবতুল্য	একাগ্র-চিত্তে

২। জটিল ও সংশ্লিষ্ট বাক্যের বিশ্লেষণ করিতে হইলে, অগ্রে উহাদের মধ্যে যে সকল সরল বাক্য আছে সেইগুলিকে পৃথক্ করিয়া লইয়া, পরে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে উহাদের বিশ্লেষণ করিয়া দিতে হয় এবং যদি কোন পদ উহ্য থাকে তাহাকেও প্রকাশ করিয়া দিতে হয়। যথা,—

জটিল বাক্য।

পূর্ব্বে যাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতাম, এখন তাঁহাকে কিরূপে অবজ্ঞা করিব।

বাক্য	বাক্যের প্রকার	উদ্দেশ্য		বিধেয়			
		প্রকৃত উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য গুণবাচক	প্রকৃত বিধেয়	কর্ম্ম		বিধেয়-গুণবাচক
					কর্ম্ম	কর্ম্ম-গুণবাচক	
(১) এখন তাঁহাকে কিরূপে অবজ্ঞা করিব	প্রধান বাক্য	আমি (উহ্য)		অবজ্ঞা করিব	তাঁহাকে		এখন (সময়বাচক) কিরূপে (প্রকার-বাচক)
(২) পূর্ব্বে যাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতাম	(১) চিহ্নিত বাক্যের অঙ্গীভূত অপ্রধান বাক্য	আমি (উহ্য)		সম্মান করিতাম	যাঁহাকে	গুরুর ন্যায়	পূর্ব্বে (কালবাচক)

সংশ্লিষ্ট বাক্য।

তিনি নিরন্তর অনেকবিধ ক্লেশভোগ করিয়াছেন, নানারূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছেন কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

বাক্য	বাক্যের প্রকার	উদ্দেশ্য		বিধেয়			
		প্রকৃত উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য-গুণবাচক	প্রকৃত বিধেয়	কর্ম্ম: কর্ম্ম	কর্ম্ম: কর্ম্মগুণ-বাচক	বিধেয়-গুণবাচক
(১) তিনি নিরন্তর অনেক-বিধ ক্লেশভোগ করিয়াছেন	প্রধান বাক্য	তিনি		ভোগ করিয়াছেন	ক্লেশ	অনেক-বিধ	নিরন্তর
(২) নানারূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছেন	প্রধান বাক্য (১) চিহ্নিত বাক্যের সমধর্ম্মী	তিনি (উহ্য)		জড়িত হইয়াছেন			নানারূপ বিপজ্জালে (করণ)
(৩) কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হন নাই	প্রধানবাক্য (১) চিহ্নিত বাক্যের সমধর্ম্মী	তিনি		বিচ্যুত হন নাই			এক দিনের জন্যও (কাল-বাচক) ধর্ম্ম-পথ হইতে (অপাদান)

অনুশীলনী (Exercise) ৩।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে বিশ্লিষ্ট কর :—

যুবরাজ রামচন্দ্র মহর্ষিচরণে প্রণিপাত করিলেন। গোপালের পিতা কলিকাতায় গিয়াছেন। গাধিতনয় বিশ্বামিত্র দশরথসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার বিনয়াবনত পুত্রকে দেখিয়া সুখী হইলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রসহ রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। আমাদের অযোধ্যাবাসী প্রজাবর্গ রামাভিষেক সংবাদ শ্রবণ করিয়া আত্মীয়বর্গের সহিত গৃহে গৃহে আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়াছে। যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইহার রক্ষাবিধান করিবেন। যাহারা এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া কেবল আত্মোদর পরিপূর্ণ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল, তাহারা এই পৃথিবীর ভারস্বরূপ। তিনি আমাকে সেই চিত্রপটখানি দেখাইয়াছেন। রজনী প্রভাতে সূর্য্যদেব সমুদিত হইল, অচিরাৎ তমোরাশি অপসৃত হইল, জগন্মণ্ডল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, এবং কমলিনী প্রিয়-সমাগমে হর্ষভরে বিকসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রশস্ত চিত্র অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ সুখের নিকেতন। নিষ্পাপ থাকিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অন্তঃকরণে যে অসঙ্কোচ-সম্বলিত অনির্ব্বচনীয় সন্তোষের উদ্রেক হয়, তাহাকেই আত্মপ্রসাদ কহে। তিনি আপনার হৃদয়রূপ ভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কাহারও স্পর্শ করিবার সাধ্য নাই।

সরলবাক্যকে জটিলবাক্যে ও জটিলবাক্যকে সরলবাক্যে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রণালী (Change of simple into complex sentence and *vice versa.*)।

১। সরলবাক্যস্থিত উদ্দেশ্যের এবং বিধেয়ের গুণবাচক বাক্যাংশকে বাক্যে পরিণত করিয়া সরলবাক্যকে জটিলবাক্যে পরিবর্ত্তিত করা

সরলবাক্যকে সংশ্লিষ্টবাক্যে এবং সংশ্লিষ্টবাক্যকে সরলবাক্যে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রণালী (Change of simple into compound sentence and *vice versa*) ।

১। সরলবাক্যকে সংশ্লিষ্টবাক্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, সরল-বাক্যস্থিত অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া সংযোজক অব্যয়দ্বারা দুইটী বাক্যকে সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। যথা, (সরলবাক্য) আমি সুশীল বালকটীকে দেখিয়া প্রীত হইলাম=(সংশ্লিষ্ট-বাক্য) আমি সুশীল বালকটীকে দেখিলাম এবং প্রীত হইলাম।

২। নতুবা, বা, অন্যথা, প্রভৃতি বিয়োজক অব্যয় সকল প্রয়োগ করিয়াও সরলবাক্যকে সংশ্লিষ্টবাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা, (সরলবাক্য) সকলের বিশ্বাসভাজন হইবার জন্য সর্ব্বদা সত্যকথা কহা উচিত=(সংশ্লিষ্টবাক্য) সর্ব্বদা সত্যকথা কহা উচিত, নতুবা সকলের বিশ্বাসভাজন হওয়া যায় না ইত্যাদি।

৩। সরলবাক্যস্থিত হেতুবাচক বাক্যাংশকে নিরপেক্ষবাক্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া সরলবাক্যকে সংশ্লিষ্টবাক্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। যথা, (সরলবাক্য) বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত সে লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই— (সংশ্লিষ্টবাক্য) সে বুদ্ধিহীন, এজন্য লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই।

৪। সংশ্লিষ্টবাক্যকে সরলবাক্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, সংশ্লিষ্ট-বাক্যস্থিত সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে হয় এবং সংযোজক অব্যয় থাকিলে তাহা তুলিয়া দিতে হয়। যথা, (সংশ্লিষ্টবাক্য) তিনি এখানে আসিয়াছিলেন এবং আমাকে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন=(সরলবাক্য) তিনি এখানে আসিয়া আমাকে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন ইত্যাদি।

৫। সংশ্লিষ্ট-বাক্যস্থিত নিরপেক্ষবাক্যকে হেতুবাচক বাক্যাংশে পরিবর্ত্তিত করিয়া সংশ্লিষ্টবাক্যকে সরলবাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যায়। যথা,

(সংশ্লিষ্টবাক্য) তিনি মিষ্টভাষী, এইজন্য তিনি সকলেরই প্রিয় —(সরলবাক্য) মিষ্টভাষিতা প্রযুক্ত তিনি সকলেরই প্রিয় ইত্যাদি।

৬। 'ব্যতীত' প্রভৃতি অব্যয়শব্দ প্রয়োগ করিয়া এবং অর্থের সামঞ্জস্য রাখিয়া কোন নিরপেক্ষ বাক্যকে বাক্যাংশে পরিবর্ত্তিত করিয়াও সংশ্লিষ্ট বাক্যকে সরলবাক্যে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। যথা, (সংশ্লিষ্ট-বাক্য) তিনি যে কেবল নিত্য গঙ্গাস্নান করেন এমন নহে, পরন্তু তিনি আরও বহুবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন —(সরলবাক্য) নিত্য গঙ্গাস্নান ব্যতীত তিনি আরও বহুবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন ইত্যাদি।

অনুশীলনী (Exercise) ৫।

নিম্নলিখিত সরলবাক্যগুলিকে সংশ্লিষ্টবাক্যে এবং সংশ্লিষ্ট বাক্যগুলিকে সরলবাক্যে পরিবর্ত্তিত কর :—

(১) সরলবাক্য—তিনি বাটী আসিয়া সকলকেই সুস্থ দেখিলেন। বহুকাল পরে ভ্রাতাকে বিদেশ হইতে প্রত্যাগত দেখিয়া তিনি পরম প্রীতিলাভ করিলেন। লোকাপবাদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাঁহার সকল কথা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। বহু ক্লেশ পাইবার পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। সে সময়ে তিনি আমাকে অর্থসাহায্য না করিলে আমি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতাম। শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত তিনি সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই। নিত্য নিয়মিতরূপে পাঠাভ্যাস না করিলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।

(২) সংশ্লিষ্টবাক্য—আমার উপদেশ অনুসারে কার্য্য কর, নতুবা বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। আমি তাহাকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার উপদেশানুসারে কার্য্য করে নাই। তিনি বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানলাভ হয় নাই। পূর্ণ শশধর গগনে প্রকাশিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিমির রাশি অন্তর্হিত

হইল। তিনি দরিদ্রদিগকে যে কেবল ধনদান করিতেন এরূপ নহে, পরন্তু নানাবিধ ভক্ষ্য, পেয় এবং বস্ত্রাদিও দান করিতেন।

ভাষাবৈচিত্র (Variety of expressions)।

১। শব্দপরিবর্ত্তন, বাক্যাংশপরিবর্ত্তন, বাচ্যপরিবর্ত্তন, অলঙ্কার প্রয়োগ, বাক্যসম্প্রসারণ ও বাক্যসঙ্কোচন প্রভৃতি দ্বারা একটী বাক্যকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করা যায়। ইহাকেই ভাষাবৈচিত্র্য (variety of expression) কহে। বাক্যসম্প্রসারণ' ও বাক্যসঙ্কোচন দ্বারা যেরূপে বাক্যের আকার পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বিষদরূপে দর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে অর্থের সামঞ্জস্য রাখিয়া বাক্যকে অন্তর্গত শব্দ ও বাক্যাংশ পরিবর্ত্তিত করত এবং বাচ্যপরিবর্ত্তন ও অলঙ্কারপ্রয়োগ দ্বারা যেরূপে বাক্যকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করিতে হয় তাহাই দেখান যাইতেছে। যথা, 'ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার'—

১। শব্দপরিবর্ত্তন—(১) যিনি ধর্ম্মশীল, তিনিই পৃথিবীর অলঙ্কার। (২) যাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তিনিই পৃথিবীর অলঙ্কার। (৩) যিনি ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিই পৃথিবীর অলঙ্কার। (৪) যিনি ধর্ম্মরূপ অমূল্যরত্ন লাভ করিয়াছেন, তিনিই পৃথিবীর অলঙ্কার। (৫) যাঁহার হৃদয়কন্দরে ধর্ম্মরূপ অমূল্যনিধি নিহিত আছে তিনিই পৃথিবীর অলঙ্কার। (৬) যাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্মালোকে আলোকিত, তিনিই পৃথিবীর অলঙ্কার। (৭) যাঁহার হৃদয়াকাশে ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়াছে, তিনিই পৃথিবীর অলঙ্কার। (৮) যিনি ধর্ম্মশীল, তিনিই পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করেন।

২। বাক্যাংশপরিবর্ত্তন—(১) তিনিই পৃথিবীর অলঙ্কার, যাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান আছে। (২) তিনিই পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান আছে, (৩) তিনিই পৃথিবীর অলঙ্কার বা তিনিই পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যিনি ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ইত্যাদি।

৩'। বাচ্যপরিবর্ত্তন—(১) যৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মজ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, তিনিই পৃথিবীর অলঙ্কার। (২) যৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মরূপ অমূল্যরত্ন লব্ধ হইয়াছে, তিনিই পৃথিবীর অলঙ্কার। ইত্যাদি।

৩। অলঙ্কার-প্রয়োগ—'হৃদয় শোকাক্রান্ত হইলে, জ্ঞান অন্তর্হিত হয়' এই বাক্যটী এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যথা—(১) হৃদয়াকাশ শোকরূপ মেঘে সমাচ্ছন্ন হইলে, জ্ঞানরূপ সূর্য্য একেবারেই অন্তর্হিত হয়। (২) হৃদয়াকাশস্থিত জ্ঞানসূর্য্য শোকমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্তর্হিত হইল। (৩) আলোক ও অন্ধকারের একত্রাবস্থানের ন্যায় শোকাক্রান্ত-হৃদয়ে জ্ঞানের অবস্থান অসম্ভব। (৪) মেঘোদয়ে সূর্য্য যেরূপ অদৃশ্য হইয়া যান, হৃদয় শোকসমাচ্ছন্ন হইলে জ্ঞানও সেইরূপ অন্তর্হিত হইয়া যায়। (৫) পরস্পর বিরোধী বস্তুদ্বয় যেমন একত্র অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ শোকসমাচ্ছন্ন-হৃদয়ে জ্ঞানও স্থানলাভ করিতে পারে না।

২। সমাসবহুল ও কঠিন সংস্কৃত শব্দযুক্ত বাক্যগুলিকে যেরূপে সরল ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিতে হয় তাহাই নিম্নে উদাহরণ দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইল। যথা,—

(১) "মানসিক প্রকৃতির সাম্যভাবই বন্ধুত্বগুণোৎপত্তির প্রধান কারণ।" পরিবর্ত্তিত আকার—উভয়ের মনের ভাব একরূপ হইলেই প্রকৃত বন্ধুত্ব জন্মিয়া থাকে। (২) "সেই সময়ে সকল-ভুবন-প্রকাশক ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তগিরিশিখরে অধিরোহণ করিলেন।" পরিবর্ত্তিত আকার—যিনি আলোক প্রদান করিয়া সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করেন, কবিরা যাঁহাকে কমলিনীর স্বামী বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই ভগবান্ সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন। (৩) "হরশরাসনভঙ্গবার্ত্তাশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন আমাদের অযোধ্যা-গমনপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।" পরিবর্ত্তিত আকার—আর্য্য রামচন্দ্র শিবের ধনু ভঙ্গ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, যিনি ক্ষত্রিয়কুলের

বিনাশসাধন করিয়াছিলেন সেই ভৃগুমুনির পুত্র মহাত্মা পরশুরাম ক্রোধে অধীর হইয়া আমাদের অযোধ্যা যাইবার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

৩। চলিতভাষায় প্রযুক্ত বাক্যগুলিকে যেরূপে সাধুভাষায় পরিবর্ত্তিত করিতে হয় তাহাই নিম্নে উদাহরণ দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইল। যথা,—

(১) একটী ছোট ছেলে রাস্তার ধারে বসে কাঁদিতেছিল। রোদে বসে থাকায় তার সমস্ত গায়ে ঘাম হইয়াছিল, মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল ও দুই চোকে জল পড়িতেছিল। তাকে দেখে বোধ হল যে সে খিদেয় বড় কাতর হইয়াছে। আমি তার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল আমি দুদিন না খাইয়া আছি। আমার মা বাপ কেহ নাই। সেই মাবাপমরা ছেলেটীকে দেখিয়া ও তার মিষ্ট কথাগুলি শুনিয়া আমার মনে দয়া আসিল।

পরিবর্ত্তিত আকার—একটী ক্ষুদ্র বালক পথপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া রোদন করিতেছিল। রৌদ্রে উপবিষ্ট থাকায় তাহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল, বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতেছিল। তাহাকে দর্শন করিয়া বোধ হইল যে সে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে। আমি তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল আমি দুই দিবস অনাহারে অবস্থান করিতেছি। আমার জনক জননী কেহই নাই। সেই পিতৃমাতৃহীন বালকটীকে নয়নগোচর করিয়া ও তাহার অমৃতময় বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল।

বাচ্যপরিবর্ত্তন-প্রণালী (Change of voice)।

১। বাচ্য প্রধানতঃ তিন প্রকার—কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

২। যে প্রয়োগে কর্ত্তাকে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় অথবা

কর্ত্তার সহিত ক্রিয়ার প্রধানরূপে অন্বয় হয় তাহাকে কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগ (active voice) কহে। যথা, আমি যাইব; গোপাল চন্দ্র দেখিতেছে।

৩। কর্ত্তৃবাচ্যের ক্রিয়া কর্ত্তার অনুসারিণী হইয়া থাকে। অর্থাৎ কর্ত্তার যে বচন এবং যে পুরুষ, ক্রিয়ারও সেই বচন এবং সেই পুরুষ হইয়া থাকে। কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎপ্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ কর্ত্তার বিশেষণ হয়।

৪। যে প্রয়োগে কর্ম্মকে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় অথবা কর্ম্মের সহিত ক্রিয়ার প্রধানরূপে অন্বয় হয় তাহাকে কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ (passive voice) কহে। যথা, যদুকর্ত্তৃক ইহা আনীত হইয়াছে ইত্যাদি।

৫। কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মপদের রূপ ঠিক কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ত্তৃপদের রূপের ন্যায় হইয়া থাকে।

৬। কর্ম্মবাচ্যে প্রায়ই যৌগিক ক্রিয়াপদসকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কর্ত্তৃবাচ্যের ক্রিয়াপদ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'ত' (ক্ত) প্রত্যয় করিয়া দিয়া তাহার সহিত 'হইতেছে,' 'হয়,' 'হইল,' 'হইয়াছে', 'হইয়াছিল' প্রভৃতি যোগ করিয়া দিতে হয়। যথা, (কর্ত্তৃ) হরি চন্দ্র 'দেখিয়াছিল'=(কর্ম্ম) হরিকর্ত্তৃক চন্দ্র 'দৃষ্ট হইয়াছিল, ইত্যাদি। কর্ম্মবাচ্যে কৃৎপ্রত্যয়নিষ্পন্ন পদ কর্ম্মের বিশেষণ হইয়া থাকে।

(ক) কর্ম্মবাচ্যে কখন কখন অন্যরূপ ক্রিয়াপদও প্রযুক্ত হইতে পারে। যথা, সে আমা কর্ত্তৃকই 'মারা পড়িল'; সে 'ধরা পড়িয়াছে'; অন্ন 'ভক্ষণ করা হইয়াছে'; রামকে 'দেখা যাইবে'; ঈশ্বরের 'আরাধনা হইল'; তাহার বস্ত্র 'পরিধান করা হইয়াছে' ইত্যাদি।

৭। যে প্রয়োগে ক্রিয়ার সহিত কর্ত্তার কোন সম্পর্ক থাকে না, কেবল ক্রিয়াপদে ধাতুর অর্থমাত্র প্রকাশ পায়, তাহাকে ভাববাচ্যপ্রয়োগ (neuter passive voice) কহে।

৮। ভাববাচ্যে অকর্ম্মক ধাতুরই প্রয়োগ হয় এবং সর্ব্বদা সকল-স্থানেই প্রথমপুরুষের ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। কালভেদে ভাববাচ্যের ক্রিয়ার

রূপভেদ হইয়া থাকে। যথা, বৃক্ষে উঠিতে পারা যায় বা পারা গিয়াছিল বা পারা যাইবে ইত্যাদি।

(ক) ভাববাচ্যে 'উঠিতে পারা', 'যাইতে পারা', 'যাওয়া', 'বসা', 'থাকা', 'শয়ন করা', 'উপবেশন করা', আরোহণ করা প্রভৃতি ভাববিহিত পদের সহিত 'যাওয়া' ধাতুর যোগে প্রায়ই ক্রিয়াপদ সকল নিষ্পন্ন হয়। যথা, সেখানে যাওয়া যায় না, এ পথে চলা যায় না; এখানে উপবেশন করা যাইতে পারে; ভূমিতে শয়ন করা যায় না ইত্যাদি।

(খ) এতদ্ব্যতীত অনুরূপ যৌগিক ক্রিয়াও ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, পর্ব্বতে আরোহণ করা যাইতে পারে; এখানে থাকা যাইতে পাবে না, এখানে নিদ্রা যাওয়া যাইতে পারে ইত্যাদি।

(গ) ভাববাচ্যের কর্ত্তৃপদে প্রায়ই সম্বন্ধের বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা, 'আমার' এখানে থাকা হইবে না ইত্যাদি।

৯। বাক্যের অন্তর্গত সমাপিকা ক্রিয়াটী সকর্ম্মক হইলে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগকে কর্ম্মবাচ্যে এবং কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগকে কর্ত্তৃবাচ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হয়; এবং ক্রিয়াটী অকর্ম্মক হইলে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগকে ভাববাচ্যে এবং ভাববাচ্যের প্রয়োগকে কর্ত্তৃবাচ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। ইহাকেই বাচ্যপরিবর্ত্তন (change of voice) কহে।

১০। কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগকে কর্ম্মবাচ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে কর্ত্তৃপদটীকে 'কর্ত্তৃক' প্রভৃতি কর্ম্মবাচ্যের কর্ত্তৃপদের বিভক্তি যোগ করিয়া দিতে হয়। কর্ম্মপদটীকে কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ত্তৃপদের ন্যায় করিয়া দিতে হয়। এবং সমাপিকা ক্রিয়াটীকে কর্ম্মবাচ্যের অনুরূপ যৌগিক ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে হয়। যথা, (কর্ত্তৃ) গোপাল চন্দ্র দেখিতেছে = (কর্ম্ম) গোপালকর্ত্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে। (কর্ত্তৃ) ধীবরেরা মৎস্য ধরিতেছে = (কর্ম্ম) ধীবরগণকর্ত্তৃক মৎস্য ধৃত হইতেছে।

১১। কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগকে কর্ত্তৃবাচ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে,

কর্ত্তৃপদটীকে যে 'কর্ত্তৃক' প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত থাকে তাহা তুলিয়া দিয়া কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ত্তৃপদের বিভক্তি যোগ করিয়া দিতে হয়, কখন বা কোন বিভক্তিই দিতে হয় না। কর্ম্মপদটীতে কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ম্মপদের বিভক্তি যোগ করিয়া দিতে হয়, কখন বা কোন বিভক্তিই দিতে হয় না। এবং সমাপিকা ক্রিয়াটীকে কর্ত্তৃবাচ্যের অনুরূপ করিয়া দিতে হয়। যথা, (কর্ম্ম) গোপাল রামকর্ত্তৃক আহূত হইয়াছে—(কর্ত্তৃ) রাম গোপালকে আহ্বান করিয়াছে। (কর্ম্ম) যদুকর্ত্তৃক অন্ন ভক্ষিত হইতেছে=(কর্ত্তৃ) যদু অন্ন ভক্ষণ করিতেছে ইত্যাদি।

১২। কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগকে ভাববাচ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, কর্ত্তৃপদটীতে সম্বন্ধের বিভক্তি যোগ করিয়া দিতে হয় এবং সমাপিকা ক্রিয়াটীকে ভাববাচ্যের অনুরূপ যৌগিকক্রিয়া করিয়া দিতে হয়। যথা, (কর্ত্তৃ) যাদব শয়ন করিয়াছে=(ভাব) যাদবের শয়ন করা হইয়াছে।

১৩। ভাববাচ্যের প্রয়োগকে কর্ত্তৃবাচ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, কর্ত্তৃপদটীতে যে সম্বন্ধের বিভক্তি যুক্ত থাকে তাহা তুলিয়া দিয়া কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ত্তৃপদের বিভক্তি যোগ করিয়া দিতে হয়, কখন বা কোন বিভক্তিই দিতে হয় না এবং সমাপিকা ক্রিয়াটীকে কর্ত্তৃবাচ্যের অনুরূপ করিয়া দিতে হয়। যথা, (ভাব) রামের এখন এখানে থাকা হইবে না—(কর্ত্তৃ) রাম এখন এখানে থাকিবে না ইত্যাদি।

অনুশীলনী (Exercise) ৬।

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে বিভিন্নপ্রকারে প্রকাশ কর :—

পদ্মিনী অদ্বিতীয়া রূপবতী রমণী ছিলেন। রামচন্দ্রের শাসনগুণে প্রজারা সুখী হইয়াছিল। সীতার ন্যায় পতিব্রতা রমণী কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। বাণিজ্য জাতীয় উন্নতির

মূল। তিনি পরাক্রমে অদ্বিতীয় ছিলেন। জন্ম হইলেই মৃত্যু নিশ্চিত। কালিদাসের কবিতার ন্যায় সরস মধুময় কবিতা আর নাই।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির বাচ্যপরিবর্ত্তন কর :—

পিতা পুত্রকে আহ্বান করিতেছেন। আমি সেই বালকটীকে দেখিয়াছিলাম। আমি তাহাকে প্রহার করিয়াছিলাম। তিনি যাইবেন। রাম এখানে থাকিবে না। যদু ফলগুলি ভক্ষণ করিয়াছে। বালক দুগ্ধপান করিয়াছে। আমি তৎকর্ত্তৃক উপকৃত হই নাই। তাহার এখানে থাকা হইবে না। তোমার কি তথায় যাওয়া হয় নাই। গোপালের এখানে শয়ন করা হইবে না। সে আমাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। সেই বালকটী রামকর্ত্তৃক এখানে আনীত হইয়াছিল।

৩। নিম্নলিখিত অংশগুলিকে সরল ভাষায় পরিবর্ত্তিত কর :—

(ক) কিন্তু সেই অনশনকৃশা শোকাশ্রুপরিপ্লুতনেত্রা ক্লিন্নকৌষেয়-বসনা তাপসী ক্রোধরক্তিমমুখে বলিলেন, আমার প্রতি যে দুষ্টচক্ষে চাহিতেছ তাহা এখনও কেন উৎপাটিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল না ?

(খ) এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ-গিরি ; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত ; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ-সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।

(গ) এখন আমাদের মানসবিহঙ্গ সৌরজগতের পরিজ্ঞাত ভাগের প্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছে। আর তাহাকে ক্ষান্ত রাখা যায় না। তাহার অপরিশ্রান্ত পক্ষসকল আর নিরস্ত হইবার নহে। অখিল বিশ্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এমন অচিন্ত্য অননুভবনীয় সৌর-জগৎকেও ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া বোধ হয়।

(ঘ) রাক্ষসবীরগণের পদভরে লঙ্কাপুরী বিকম্পিত হওয়াতে

অসহিষ্ণু জলনিধি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার তরঙ্গাভিঘাতে জলাধিষ্ঠাত্রী বারুণীদেবীর মুক্তাময়ী গৃহচূড়া পুনঃপুন বিকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি অকস্মাৎ এইরূপ উপপ্লবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া লঙ্কেশ্বরের সমরসজ্জার বিষয় অবগত হইলেন।

(ঙ) পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্লযামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোকসম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞানতিমিরাবৃত হৃদয়কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়।

(চ) তাঁহার অন্তঃকরণ অকারণে শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইবার নয়; তিনি বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যের কৌশলচক্রের মর্ম্মাবধারণ করিয়া তদীয় কার্য্যপ্রণালী অসংশয়িতচিত্তে সুস্পষ্ট দেখিতে পান।

(ছ) মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ।

(জ) সীতার পাদপদ্মের অলক্তকরাগ মুছিয়া যাইবে, পদদ্বয় কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইবে, মহার্ঘশয়নোচিত রামচন্দ্র বৃক্ষমূলে পাংশু-শয্যায় শুইয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ধূলিলুণ্ঠিতদেহে প্রাতে গাত্রোত্থান করিবেন, যিনি বন্দিগণের সুশ্রাব্য গীতিমুখর গগনস্পর্শী প্রাসাদের বাস করিতে অভ্যস্ত, তিনি কেমন করিয়া চীরবাস পরিয়া বনে বনে তরুতল খুঁজিয়া বেড়াইবেন—এই আক্ষেপোক্তি প্রত্যেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল।

(ঝ) প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হইল। ঐ অণ্ডে অনাদি অনন্ত অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় সত্যস্বরূপ নিরাকার নির্ব্বিকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মপরিগ্রহ করিলেন।

৪। নিম্নলিখিত অংশগুলিকে সাধুভাষায় পরিবর্ত্তিত কর :—

(ক) আমরা বরাবর চলিয়া একটী নদীর ধারে পৌঁছিলাম। নদীর ধারে কেবল বালি, তার উপর আবার রোদ পড়াতে বালিগুলি তাতিয়া আগুনের মত গরম হইয়াছে। তার উপর পা ফেলা মানুষের সাধ্য নাই। যাহা হউক আমাদের অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছিল, তাই জল খাইবার জন্য নদীর জলের নিকট যাইলাম। জল এত ঘোলা যে খাইতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছিল, সেইজন্য ইচ্ছা না থাকিলেও এক একটু জল খাইয়া দেহ ঠাণ্ডা করিলাম।

(খ) আপনার বাণ অতি চোখা ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর ফেলিবেন না। অতএব শরাসনে যে বাণ লাগাইয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনার অস্ত্র আর্ত্তকে বাঁচাইবার নিমিত্ত, নিরপরাধীকে মার দেওয়ার নিমিত্ত নহে।

(গ) এমন সময়ে অকস্মাৎ এক প্রবল বাত্যা জন্মিয়া সাগরবারি নাড়িতে লাগিল। অতি প্রচণ্ডচোটে ঝড় বহিতে লাগিল। এই সময়ে আমাদের পোত জলমধ্যবর্ত্তী এক মস্ত বড় পর্ব্বতের কাছে ভাসিতে লাগিল।

(ঘ) মুহূর্ত্তকাল চুপ থাকিয়া চন্দ্রধর কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন; তাঁহার গলা বাষ্পরুদ্ধ হইল, ধীরে ধীরে তাঁহার গালে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি বহুকষ্টে আত্মদমন পূর্ব্বক বলিলেন, "মা আমি এ তক শিবপূজা করি নাই, আসলে তুমিই শিবপূজা করিয়াছ।

(ঙ) বর্ষাকাল। আষাঢ়ের কালমেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চকমক করিয়া চোখ ঝলসিয়া দিতেছে, খানা খন্দ জলে পূরিয়া গিয়াছে। মেঘের সঙ্গে ময়ূরের বড় ভালবাসাবাসি, তাই ময়ূর মেঘ দেখিয়া পেকম ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, বেঙের মকমকানিতে কাণ ঝালাপালা হইতেছে। দুষ্টের বাড় দেখিলে ভাল মানুষেরা চুপ করিয়া থাকে, তাই কোকিল ডাকিতেছে না। কদম-

গাছে কদমফুল ফুটিয়াছে, যাহাদের স্বামী বিদেশে এরূপ স্ত্রীলোকদিগের গা কাঁটা দিয়া উঠিয়া কদমের আকার ধরিয়াছে।

(চ) ইহা শুনিয়া আর এক পক্ষ কহিল, সে উপায় কি, যাহাতে আমাদের হইতে এ সমুদ্রের অনিষ্ট হইবে? ঐ পক্ষী কহিল, শুন, আমাদের সমুদায়ের মধ্যে কেহ চঞ্চুতে ও পক্ষদ্বয়েতে সাগর হইতে জল উঠাইয়া শুকনাতে ফেলাও এবং ঐ আর্দ্রশরীরে ভূমি লুণ্ঠন করিয়া সমুদ্রেতে ডুব, আবার সেই গাত্রসংলগ্ন জল ডেঙ্গাতে ঝাড়; এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে কালক্রমে পয়োনিধি শুষ্ক হইবে।

(ছ) খেতে বসেছি এমত সময় হরি এসে বল্লে তাড়াতাড়ি খেয়ে ওঠ সংবাদ জরূরী। হঠাৎ এই অজানিত সংবাদে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হ'লেম। শীঘ্র আহার শেষ ক'রে হরির সম্মুখে উপস্থিত হ'লেই সে ব'ল্লে "তোমার ব্যবহার বড় লজ্জাস্কর। তোমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী দুরবস্থায় পতিত; তুমি তাহার খোঁজও কর না। আমি বড়ই চমৎকার হইলাম।" আমি তত্রাপি কহিলাম "তুমি সুবুদ্ধিমান্, তোমার সমতুল্য পরোপকারী কেহ নাই। এ বিষয়ে আমি নির্দ্দোষী।"

অনুক্তপদপূরণ (Filling up ellipses)।

১। যদি কোন বাক্যমধ্যে কোন পদ অনুক্ত থাকে তাহা হইলে তাহাকে যথাযথরূপে পূরণ করিয়া দেওয়ার নাম অনুক্তপদপূরণ (filling up ellipses)। অনুক্ত পদ পূরণ করিবার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কোন নিয়ম নাই। কেবল অর্থের উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া যুক্তির দ্বারা অনুক্ত স্থল সকল পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। বালকদিগের কিছু সুবিধা হইবে বিবেচনায় কতকগুলি সঙ্কেত নিয়ে প্রদত্ত হইল।

২। কোন বাক্যমধ্যে কর্ত্তৃপদের পূর্ব্বে যদি কোন পদ অনুক্ত থাকে,

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ অনুক্তপদটী হয় সম্বোধন, না হয় ঐ কর্ত্তৃ-পদের বিশেষণ, না হয় অধিকরণ।

৩। সম্বোধন পদের পূর্ব্বে কোন পদ অনুক্ত থাকিলে, বুঝিতে হইবে যে উহা কোন সম্বোধনসূচক অব্যয় অথবা ঐ সম্বোধনের বিশেষণ।

৪। কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ, বিশেষণ বা ক্রিয়া, ইহাদের মধ্যে কোন একটীর পূর্ব্বপদটী অনুক্ত থাকিলে, উহা প্রায়ই বিশেষণ হইবে এইরূপ বুঝিয়া লইতে হয়।

৫। সম্বন্ধপদের পর কোন পদ অনুক্ত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ঐ অনুক্ত পদটী উহারই সম্বন্ধীয় পদ।

৬। সকর্ম্মক ক্রিয়ার পূর্ব্বে কোন পদ অনুক্ত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে উহা ঐ সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম।

৭। বিশেষণপদের পর কোন পদ অনুক্ত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে উহা কোন বিশেষ্যপদ। বাক্যটীর পূর্ব্বাপর সমস্ত দেখিয়া ঐ বিশেষ্যপদটীর কারক নির্ণয় করিয়া উহাতে তদনুযায়ী বিভক্তি দিতে হইবে।

৮। কোন বাক্যে শেষ পদটী অনুক্ত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে উহা, হয় একটী সমাপিকা ক্রিয়া, না হয় বিধেয় অংশ।

৯। দুইটী কর্ত্তৃপদ, দুইটী কর্ম্মপদ, দুইটী করণ, দুইটী সম্প্রদান, দুইটী অপাদান, দুইটী সম্বন্ধ, দুইটী অধিকরণ, দুইটী বিশেষণ বা দুইটী ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী কোন পদ অনুক্ত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে উহা কোন সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়।

১০। কোন বাক্যে 'যদ্‌শব্দনিষ্পন্ন, কোন পদ অথবা 'যদি', 'যদ্যপি প্রভৃতি অব্যয় থাকিলে, যে ক্রিয়াটী প্রয়োগ করিয়া ঐ বাক্য সমাপ্ত হইয়াছে ঠিক ঐ ক্রিয়ার পরই যদি কোন পদ অনুক্ত থাক, ।তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উহা 'তদ্‌'শব্দনিষ্পন্ন কোন পদ অথবা 'তবে', 'তবু',

'তাহা হইলে' প্রভৃতি আপেক্ষিক অব্যয়। নিম্নে কয়েকটি বাক্যে বন্ধনীর মধ্যে অমুক্ত পদ দিয়া দেখাইয়া দেওয়া গেল।

(ক) (মহাশয়) আমি (অতি) দরিদ্র, (এবং) বৃদ্ধ হইয়াছি, (অতএব) আমাকে কিঞ্চিৎ (ভিক্ষা) দিন।

(খ) (হে) প্রভো (আপনি) দয়া করিয়া একবার এই দীন (ও) নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণের (প্রতি) কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ (করুন)।

(গ) (আমি) জানিতাম না যে ইনি আমার (ভ্রাতুষ্পুত্র।

(ঘ) যদু (ও) রাম কল্য (এখানে) আসিয়া অমাকে এই (পুস্তক) দিয়া বলিল যে (তুমি) ইহা অধ্যয়ন করিলে (অনেক) জ্ঞান লাভ (করিবে)।

(ঙ) যদি তুমি (জ্ঞান) লাভ করিতে চাও (তাহা হইলে) এই সারগর্ভ (ও) উপদেশপূর্ণ (পুস্তকখানি) পাঠ করিও ইত্যাদি।

অনুশীলনী (Exercise)। ৭।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে অমুক্তপদগুলি পূরণ কর :—

(ক)——ভগবন্! আমাকে পাপ——মুক্তকরুন। রাম—আমি ——গিয়াছিলাম।——পরমেশ্বর——সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন।—সেই ——অরণ্যে একাকী——করিতেছেন। মলয়——সেবনে——শরীর ——হইল। তিনি আমার জন্য——ক্লেশ সহ্য——। তুমি আমার ——কলিকাতা——যাইবে।——আজ্ঞাপালন——শিষ্যমাত্রেরই——। ——বাক্য যেমন মধুর ব্যবহারও তেমনই——। মাতা আমাদের ——গুরু, তিনি——জন্ম যেরূপ——স্বীকার করেন——আর—— করিতে পারে? যে যে কারণে——নিয়ত দুঃখভাগী হয়——তন্মধ্যে একটী প্রধান কারণ। তাহার——সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন——চঞ্চল।

(খ) পাপীদিগের——নানা——সর্ব্বদা——হইয়া থাকে।

(গ) ——দেখলে——সন্তুষ্ট হয়——রাজগণ দশরথের——শুনিয়া——হইলেন।

(ঘ) ——পরের——দর্শনে——পরবশ হইয়া——বিসর্জ্জন দিয়া——পরদুঃখে——জন্য স্বয়ং নানাবিধ কষ্ট——করেন তিনিই যথার্থ——।

(ঙ) যে সকল——শরীরে——হ্রাস হয়, চিকিৎসকেরা সেই ——রোগে লৌহঘটিত——ব্যবস্থা——থাকেন। আমাদের——রক্তে লৌহের——আছে। লৌহের উপরিভাগে যে রাঙ্গা——দৃষ্ট——থাকে, ——হইতে——রঙ——হয়।

(চ) আবার যখন মুসলমানের প্রতাপসূর্য্য চিরদিনের জন্য——হইয়া গেল, যখন ইংরাজের বিজয় নিশান—প্রসারিত ভারতক্ষেত্রে ——হইতে লাগিল, যখন বৃটিশ——ভীষণ কবলে হিন্দু ও মুসলমান প্রতাপ পরাভব——সেই বৃটিশাধিকার কালেও ভারতমাতা পুরুষরত্ন স্বরূপ পুত্ররত্ন লাভে——হয় নাই।

(ছ) দিবা——হইলে——পশ্চিমদিকে——যায়। যিনি নিজে ——করেন ঈশ্বর——সহায় হন। ——আগমনে ময়ূরগণ পুচ্ছ——করিয়া——করে।

পদান্তরীকরণ (Word-building)।

১। বাক্যরচনা করিতে হইলে অনেক সময়ে বিশেষ্যপদকে বিশেষণে এবং বিশেষণপদকে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। ইহাকেই পদান্তরীকরণ কহে। ইহা দুই প্রকারে সাধিত হইতে পারে। —(১) শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া এবং (২) ধাতুর উত্তর কৃৎ-প্রত্যয় করিয়া। উহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ও বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া বিশেষণ।

১। বিকার অর্থে 'অ' (ষ্ণ) প্রত্যয় করিয়া। যথা, সৌবর্ণ, হৈম, রাজত, আয়স ইত্যাদি।

২। সম্বন্ধার্থে 'ঈয়', 'ঈন', 'অ' এবং 'ইক' প্রত্যয় করিয়া। যথা, স্বর্গীয়, জলীয়; সর্ব্বাঙ্গীন; নৈশ; পার্থিব; দৈনিক ইত্যাদি।

৩। উপাসক এই অর্থে 'অ', বশীভূত এই অর্থে 'ন', প্রসিদ্ধ এই অর্থে 'ইক', আচরণ করে যে এই অর্থে 'ইক', দ্বারা কৃত এই অর্থে 'ইক', এবং কর্ত্তৃক কৃত এই অর্থে 'অ', 'ঈয়', 'ইক' প্রত্যয়। করিয়া যথা, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব; স্ত্রৈণ; লৌকিক; ধার্ম্মিক; কায়িক; মানসিক; কাল্পনিক; দৈব; পাণিনীয়; বৈদিক ইত্যাদি।

৪। হইতে উৎপন্ন এই অর্থে 'য' বা 'ঈন', জাত অর্থে 'য', 'ঈন', 'ইক' ও 'অ' এবং জানে যে এই অর্থে 'অ' ও 'ইক' প্রত্যয় করিয়া। যথা, গ্রাম্য বা গ্রামীণ; বন্য, কানীন, ঐহিক, শারদ; স্মার্ত্ত, বৈদান্তিক, আলঙ্কারীক, পৌরাণিক নৈয়ায়িক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি।

৫। হইতে আগত এই অর্থে 'অ' ও 'ক', নিমিত্ত সাধু এই অর্থে 'এয়', উৎপন্ন এই অর্থে 'ইক', দ্বারা নির্ম্মিত এই অর্থে 'ইক' প্রত্যয় করিয়া। যথা, পৈতামহ, পৈতৃক; আতিথেয়; পারলৌকিক; পারত্রিক; ঐহিক; পাঞ্চভৌতিক ইত্যাদি।

৬। সম্বন্ধীয় এই অর্থে 'ঈয়' এবং 'অ' বা 'ইক' প্রত্যয় করিয়া। যথা, ত্বদীয়, মদীয়, অস্মদীয়, রাজকায়; মানস বা মানসিক ইত্যাদি।

৭। আছে যার এই অর্থে 'বান্' (বতু), 'মান্' (মতু), 'ঈ' (ইন্), 'বী' (বিন্), 'ল', 'শ', 'র', 'আলু', 'শালী', 'উর', 'উল' প্রত্যয় করিয়া। যথা, গুণবান্, ফলবান্, জ্ঞানবান, দয়াবান্, বিদ্যাবান্, লক্ষ্মীবান্, মতিমান্, ধীমান্, শ্রীমান্, জ্ঞানী, গুণী, ধনী, মায়াবী,

মেধাবী, মাংসল, পঙ্কিল, লোমশ, রোমশ, মধুর, পাণ্ডুর, দয়ালু, নিদ্রালু, কৃপালু; জ্ঞানশালী, ধনশালী, দন্তুর, বাতুল ইত্যাদি।

৮। পূরণার্থে 'তীয়', 'থ' (থট্), 'ম' (মট্), 'অ' (ডট্), 'তম' (তমট্), প্রত্যয় করিয়া। যথা, দ্বিতীয়; তৃতীয়; চতুর্থ; পঞ্চম; একাদশ; বিংশতিতম; শততম; ত্রিংশত্তম; সপ্ততিতম ইত্যাদি।

৯। প্রকারার্থে 'জাতীয়'; তুল্য বা কিঞ্চিৎ ন্যূন অর্থে 'কল্প', 'দেশ্য' বা 'দেশীয়' এবং সদৃশ অর্থে 'স্থানীয়' প্রত্যয় করিয়া। যথা, স্বজাতীয়, বিজাতীয়; গুরুকল্প, অশীতিবর্ষদেশীয়; পিতৃস্থানীয়, গুরুস্থানীয় ইত্যাদি।

১০। তাহার বিকার বা তাহাদ্বারা পূর্ণ এই অর্থে 'ময়' প্রত্যয় করিয়া। যথা, হিরণ্ময়, মৃণ্ময়, জলময়, ইত্যাদি।

১১। জন্মিয়াছে যার এই অর্থে 'ইত' প্রত্যয় করিয়া। যথা, পুলকিত, কুসুমিত, রোমাঞ্চিত, তারকিত, লজ্জিত ইত্যাদি।

১২। পরিমাণ অর্থে 'মাত্র', জাত অর্থে 'তন', 'ত্য' ও 'ম' প্রত্যয় করিয়া। যথা, অণুমাত্র, বিন্দুমাত্র; পূর্ব্বতন, পুরাতন, সায়ন্তন; তত্রত্য; দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্য; আদিম, মধ্যম ইত্যাদি।

১৩। খ্যাত অর্থে 'চুঞ্চু' বা 'চন' প্রত্যয় করিয়া। যথা, বিদ্যাচুঞ্চু, বিদ্যাচন; বিত্তচুঞ্চু, মায়াচুঞ্চু, মায়াচন ইত্যাদি।

২। তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া বিশেষ্য।

১। ভাবার্থে 'য' (ষ্যঞ্) ও 'অ' (ষ্ণ) প্রত্যয় করিয়া। যথা, সখ্য, গার্হস্থ্য, মাধুর্য্য, সৌহার্দ্দ্য বা সৌহৃদ্য; যৌবন ইত্যাদি।

২। স্বার্থে 'অ', 'য' ও 'ক' প্রত্যয় করিয়া যথা, চৌর; ত্রৈলোক্য; বালক, কুমারিকা ইত্যাদি।

৩। সৎকার অর্থে 'য' এবং যায় যে এই অর্থে ও নিপুণ অর্থে 'ইক' ও 'অ' প্রত্যয় করিয়া। যথা, আতিথ্য; পথিক, পান্থ ইত্যাদি।

৪। ভাবার্থে 'ত্ব' বা 'তা' প্রত্যয় করিয়া। যথা, সাধুত্ব, সাধুতা।

৫। সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর সংখ্যামাত্র বুঝাইতে 'তয়' ও 'অয়' প্রত্যয় করিয়া। যথা, দ্বিতয় বা দ্বয়, ত্রিতয় বা ত্রয়, চতুষ্টয়।

৬। গুণবাচক (বিশেষণ) শব্দের উত্তর 'ইমা' (ইমন্) প্রত্যয় করিয়া। যথা, লঘিমা, গরিমা, মহিমা কালিমা ইত্যাদি।

৩। কৃতপ্রত্যয় করিয়া বিশেষণ।

১। কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর 'তৃ' (তৃন্), 'অক' (ণক), ও 'অন' প্রত্যয় করিয়া। যথা, কর্ত্তা, নেতা, জ্ঞাতা, দাতা, শ্রোতা; গায়ক, পাচক নায়ক, কারক; কোপন, শোভন, বিচরণ ইত্যাদি।

২। কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর 'ইন্' (ণিন) প্রত্যয় করিয়া। যথা স্থায়ী, পায়ী, গ্রাহী, দায়ী, কারী, সেবী, অনুগামী ইত্যাদি।

৩। কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর 'অ' (ট) প্রত্যয় করিয়া। যথা, সুখকর, চিত্রকর, অগ্রসর, ক্লেশকর, পুরঃসর ইত্যাদি।

৪। কর্তৃবাচ্যে 'অ' (ষণ্) প্রত্যয় করিয়া। যথা, কুম্ভকার।

৫। কর্তৃবাচ্যে 'অ' প্রত্যয় করিয়া। যথা, মনোহর ইত্যাদি।

৬। কর্তৃবাচ্যে 'অ' (টক্) প্রত্যয় করিয়া। যথা, পাপঘ্ন,কৃতঘ্ন, জ্বরঘ্ন, শত্রুঘ্ন, ভূচর, খেচর, বনচর, জলচর, পার্শ্বচর ইত্যাদি।

৭। কর্তৃবাচ্যে 'অ' (ড) প্রত্যয় করিয়া। যথা, শোকাপহ, দুঃখাপহ, সুখদ, মধুপ, ভূমিষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, জলজ, অগ্রজ, গিরীশ ইত্যাদি।

৮। কর্তৃবাচ্যে 'ইষ্ণু' 'ষ্ণু' ও 'নু' প্রত্যয় করিয়া। যথা, চরিষ্ণু, সহিষ্ণু; জিষ্ণু; গৃধ্নু, অর্থগৃধ্নু ইত্যাদি।

৯। কর্তৃবাচ্যে 'উক' প্রত্যয় করিয়া। যথা, কামুক, ভাবুক।

১০। কর্তৃবাচ্যে 'বর' ও 'র' প্রত্যয় করিয়া। যথা, স্থাবর, নশ্বর, ঈশ্বর, জিত্বর ইত্যাদি; হিংস্র, নম্র ইত্যাদি।

১১। কর্তৃবাচ্যে 'উ', 'রু' ও 'ভু' প্রত্যয় করিয়া। যথা, উপচিকীর্ষু মুমূর্ষু; ভীরু; প্রভু ইত্যাদি।

১২। কর্তৃবাচ্যে 'ই' (খি), 'অ' (খশ্), 'অ' (খ) প্রত্যয় করিয়া যথা, আত্মম্ভরি; বিধুন্তুদ, পরন্তপ, প্রিয়ংবদ, অরিন্দম ইত্যাদি।

১৩। কর্ত্তৃবাচ্যে 'বিণ' প্রত্যয় করিয়া। যথা, সুখভাক্ ইত্যাদি।

১৪। কর্ত্তৃবাচ্যে 'অৎ' (শতৃ) ও 'আন' (শান) এবং কর্ম্মবাচ্যে 'আন' (শান) প্রত্যয় করিয়া। যথা, জাবৎ বা জীবন্ত, প্রচরৎ; শোভমান, বিরাজমান, দীপ্যমান; দৃশ্যমান, শ্রূয়মান ইত্যাদি।

১৫। কর্ত্তৃবাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যে 'ত' (ক্ত) প্রত্যয় করিয়া। যথা, ভগ্ন, লীন, হৃষ্ট, ভক্ত, ক্লিষ্ট, স্নিগ্ধ, দৃঢ়, স্ফীত, ভ্রান্ত, নত, প্রসন্ন, প্রফুল্ল; জ্ঞাপিত, পালিত, অধীত, আবিষ্কৃত ইত্যাদি।

১৬। কর্ম্মবাচ্যে 'তব্য', 'অনীয়' ও 'য' প্রত্যয় করিয়া। যথা, নেতব্য, দ্রষ্টব্য; পূজনীয়, ভজনীয়; জ্ঞেয়, লভ্য ইত্যাদি।

১৭। কর্ম্মবাচ্যে 'অ' (খল্), 'অন', 'অ' (টক্) প্রত্যয় করিয়া। যথা, দুষ্কর; সুদর্শন, দুর্য্যোধন; কীদৃশ, ভবাদৃশ, মাদৃশ ইত্যাদি।

১৮। কর্ত্তৃবাচ্যে 'স্যৎ' ও কর্ম্মবাচ্যে 'স্যমান' প্রত্যয় করিয়া। যথা, ভবিষ্যৎ, বক্ষ্যমাণ ইত্যাদি।

৪। কৃতপ্রত্যয় করিয়া বিশেষ্য।

১। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর অ (ঘঞ্), অ (অল্) প্রত্যয় করিয়া। যথা, পাক, ভাগ, শোক, প্রণয়, উদয়, প্রসব ইত্যাদি।

২। ভাববাচ্যে 'অন' প্রত্যয় করিয়া। যথা, গমন, দর্শন।

৩। ভাববাচ্যে 'অথু' প্রত্যয় করিয়া। যথা বেপথু ইত্যাদি।

৪। ভাববাচ্যে 'য' (ক্যপ্) প্রত্যয় করিয়া। যথা, শয্যা।

৫। ভাববাচ্যে 'অ' (অ) প্রত্যয় করিয়া। যথা, পীড়া, কৃপা।

৬। ভাববাচ্যে 'অন' প্রত্যয় করিয়া। যথা, বন্দনা, মার্জ্জনা।

৭। ভাববাচ্যে 'ন' প্রত্যয় করিয়া। যথা, স্বপ্ন, প্রশ্ন ইত্যাদি।

৮। ভাববাচ্যে 'তি' (ক্ত) প্রত্যয় করিয়া। যথা, মতি, বুদ্ধি, গতি, শান্তি, ভ্রান্তি, ভক্তি, মুক্তি, সৃষ্টি, গ্লানি, ম্লানি ইত্যাদি।

৯। করণবাচ্যে 'ইত্র' প্রত্যয় করিয়া। যথা, চরিত্র, খনিত্র ইত্যাদি।

১০। অধিকরণবাচ্যে 'ই' প্রত্যয় করিয়া। যথা, পয়োধি, উদধি।

১১। ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে 'সন্' প্রত্যয় করিয়া যে সকল সনন্তধাতু প্রস্তুত হয় তাহাদের উত্তর 'অ' প্রত্যয় করিয়া। যথা, জিজ্ঞাসা, চিকীর্ষা, শুশ্রূষা, দিদৃক্ষা, লিপ্সা ইত্যাদি।

বিশেষ্য হইতে বিশেষ্য (Nouns from Nouns).

কুরু—কৌরব।
রঘু—রাঘব।
যদু—যাদব।
মনু—মানব।
দনু—দানব।
কশ্যপ—কাশ্যপ।
দশরথ—দাশরথি।
দ্রুপদ—দ্রৌপদী।

জনক—জানকী।
সুমিত্রা—সৌমিত্রি।
দিতি—দৈত্য।
গঙ্গা—গাঙ্গেয়।
ভগিনী—ভাগিনেয়।
পুত্র—পৌত্র।
অধ্যক্ষ—অধ্যক্ষতা।
সাধু—সাধুতা।
শিক্ষক—শিক্ষকতা।

রাজা—রাজ্য।
পণ্ডিত—পাণ্ডিত্য।
বন্ধু—বন্ধুত্ব।
পশু—পশুত্ব।
নেতা—নেতৃত্ব।
প্রভু—প্রভুত্ব।
মনুষ্য—মনুষ্যত্ব।
বালক—বালকত্ব।

বিশেষ্য হইতে বিশেষণ (Adjectives from Nouns).

Nouns. Adjs.

শ্রী—শ্রীমান্।
বুদ্ধি—বুদ্ধিমান্।
ধন—ধনবান্, ধনী।
ফল—ফলবান্, ফলন্ত।
মেধা—মেধাবী।
তেজস্—তেজস্বী।
তপস্—তপস্বী।
শিব—শৈব।
শক্তি—শাক্ত।

Nouns. Adjs.

স্মৃতি—স্মার্ত্ত।
ঋষি—আর্ষ।
বেদ—বৈদিক।
তন্ত্র—তান্ত্রিক।
দিন—দৈনিক।
বিধি—বৈধ।
হেম—হৈম।
নিশা—নৈশ।
পৃথিবী—পার্থিব।
গ্রাম—গ্রাম্য।

Nouns. Adjs.

নগর—নাগরিক।
আত্মা—আত্মীয়।
শঙ্কা—শঙ্কিত, সশঙ্ক।
ভক্তি—ভক্ত।
পশু—পাশব, পাশবিক।
কায়—কায়িক।
বিদেশ—বৈদেশিক,
বিদেশীয়।

বিশেষণ হইতে বিশেষ্য (Nouns from Adjectives)।

Adjs. Nouns.	Adjs. Nouns.	Adjs. Nouns.
সরল—সরলতা, সারল্য।	মলিন—মলিনতা, মালিন্য।	এক—ঐক্য, একতা, একত্ব।
দরিদ্র—দরিদ্রতা, দারিদ্র্য	কঠিন—কঠিনতা, কাঠিন্য।	দ্বি (দুই)—দ্বিত্ব।
দীন—দীনতা, দৈন্য।	সম—সাম্য।	মহৎ—মহিমা, মহত্ত্ব।
মূর্খ—মূর্খতা।	সদৃশ—সাদৃশ্য।	সৎ—সত্তা।
সাধু—সাধুতা, সাধুত্ব।	সুজন—সৌজন্য।	বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিমত্তা।
স্থির—স্থিরতা, স্থৈর্য্য	বৃদ্ধ—বার্দ্ধক্য, বৃদ্ধত্ব।	
গম্ভীর—গাম্ভীর্য্য।	লঘু—লাঘব, লঘুত্ব।	
সহায়—সহায়তা, সাহায্য।	গুরু—গৌরব, গুরুত্ব।	

অনুশীলনী (Exercise)। ৮।

১। নিম্নলিখিত বিশেষ্যপদগুলিকে বিশেষণে পরিবর্ত্তিত কর :—

স্বর্গ, বিদেশ, সর্ব্বাঙ্গ, সূর্য্য, চন্দ্র, দেব, জল, ব্রহ্ম, বায়ু, ঈশ, নিশা, দিন, পৃথিবী, শিব, বিষ্ণু, শক্তি, স্ত্রী, লোক, ধর্ম্ম, বচন, কল্পনা, পাণিনি, বেদ, মনু, শাস্ত্র, তালু, বন, ইহ, শরৎ, স্মৃতি, শব্দ, বেদান্ত, তর্ক, অলঙ্কার, পিতা, পিতামহ, সভা, অতিথি, মাস, ন্যায়, পরলোক, সর্ব্বকাল, পঞ্চভূত, উরস্, বিশ্বজন, অহন্, ব্যাকরণ, বিমাতা, পিতৃষসা, মাতৃষসা, বাক্, চক্ষুস্, রাজ্য, বিদ্যুৎ, নভস্, লক্ষ্মী, শ্রী, ভানু, ধনুস্, জ্ঞান, ধন, মায়া, মেধা, তেজস্, যশস্, মাংস, ফেন, পঙ্ক, জটা, কৃপা, দয়া, শ্রদ্ধা, নিদ্রা, তন্দ্রা, পঞ্চন্, ষষ্, সপ্তন্, একবিংশতি, ত্রিংশৎ, সপ্ততি।

২। নিম্নলিখিত বিশেষণপদগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত কর :—

গুরু, চতুর, সম, সদৃশ, গৃহস্থ, সুস্থ, স্বস্থ, মধুর, বৃদ্ধ, সমান, সুভগ, দুর্ভগ, সুসদৃশ, বিসদৃশ, সুন্দর, সাধু, উন্মত্ত, বিজ্ঞ, মূর্খ, পণ্ডিত, শঠ, সম, ধূর্ত্ত, প্রিয়, লঘু, মহৎ, নীচ, স্থূল, কৃশ, বহু, দীর্ঘ, দৃঢ়।

৩। (ক) চিহ্নিত অনুচ্ছেদে অবস্থিত বিশেষ্যগুলিকে (খ) চিহ্নিত অনুচ্ছেদে অবস্থিত বিশেষণগুলির সহিত যথাযোগ্যরূপে সংযুক্ত কর :—

(ক) চিত্রপট, ছায়া, বীর, উর্ব্বী, ধন, যুবক, ভারত, সমীরণ, ভাগীরথী, ময়ুর, বালক, শাসন, দেহ, পুত্র, কুসুমোদ্যান, বালিকা, ভৃত্য, সচিব, স্বর. পরমেশ্বর, জীব, প্রসাদ, নিবেদন, অবস্থা, নাভি, কেশগুচ্ছ, মণি, স্থান. বারিধি, কর্ণধার, সমীর, অঙ্গনা, শশধর, মেঘজাল, অনিল, বিধাতা, জলধরদল, বায়ু, নীরদ, জল, দর্পণ, মূর্ত্তি, বিদ্যুৎ, বসন্ত, পরিচ্ছদ, কুসুম, অরণ্য, প্রান্তর, কারুকার্য্য, শোভা, বিহঙ্গ, শিল্পকর, কৌশল, শক্তি, জননী।

(খ) সমুদ্রমেখলা, সুদৃশ্য, ন্যায়োপার্জ্জিত, লাবণ্যময়ী, রণোন্মত্ত, স্নেহময়ী, অনন্ত, সুচতুর, বিচিত্র, বনবাসী, কৃত্রিম, চারু, বিজন, শ্যামল, গভীর, ফুল্ল, নব, ঋতুনাথ, জ্যোতির্ম্ময়ী, মোহিনী, স্বচ্ছ, নির্ম্মল, নবীন, প্রমত্ত, গগনব্যাপী, বিশ্বপাতা, তিমিরবর্ণ, শীতল, ভূষণপ্রিয়া, পূর্ণ, মেদুর, নির্ভীক, বিশাল, দিব্য, দ্যুতিমান্, ভ্রমরকৃষ্ণ, আবর্ত্তমনোজ্ঞ, আথিক, সুরম্য, সবিনয়, মোহান্ধ, পরমকারুণিক, বীণানিন্দিত, বিশ্বস্ত, আজ্ঞাকারী, চারুহাসিনী, বিনীত, নশ্বর, অলঙ্ঘনীয়, নির্ব্বোধ, সদয়হৃদয়, স্বর্ণপ্রসূ, মৃদুমন্দ, পুণ্যসলিলা, মৃণ্ময়।

অশুদ্ধিশোধন (Correction)।

১। রচনা করিতে হইলে যাহাতে ভাষাটী সুললিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সন্ধি ও সমাস করিয়া অনেক স্থলে ভাষার লালিত্য সম্পাদিত হয়। এইজন্য প্রয়োজনমত সন্ধি ও সমাস করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সচরাচর সন্ধি ও সমাস করিয়া যে সকল কথা ব্যবহৃত হয়, সন্ধি ও সমাস না করিয়া সেইগুলি প্রয়োগ করা দোষ। যথা, ভ্রাতুষ্পুত্র, লোকালয়, দেবালয়, গমনাগমন, যাতায়াত, নরাধম, মুখাবলোকন, নিয়মানুযায়ী, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, পিত্রালয়, ইত্যাদি।

(ক) কিন্তু যে স্থলে সন্ধি বা সমাস করিলে শ্রুতিমধুর না হইয়া বিকৃত হয় সে স্থলে না করাই ভাল। যথা, পদ্ধত্যনুসারে, সম্রাটাকবর, বৃহটীকা, সুহৃজ্জনানুকুল্যে, সম্পত্ত্যভাববশত। এই সকল স্থলে পৃথক্ পদ রাখাই উচিত। যথা, পদ্ধতি অনুসারে, সম্রাট্ আকবর, বৃহৎ টীকা, সুহৃজ্জনের আনুকুল্যে, সম্পত্তির অভাববশত ইত্যাদি।

(খ) কেবল ভাষামূলক অথবা একটী ভাষামূলক ও একটী সংস্কৃতমূলক শব্দ লইয়া সন্ধি বা সমাস করা বিধেয় নহে। যথা, বুকোপর গাছাড়ালে, গাছান্তরালে, টাকোপার্জ্জন, ব্যাঘিন্যাগমন, লাঠ্যাঘাত ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ না করিয়া, বুকের উপর, গাছের আড়ালে, বৃক্ষান্তরালে, অর্থোপার্জ্জন, বাঘিনীর আগমন, লাঠির আঘাত বা দণ্ডাঘাত ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ করাই উচিত। 'কার্য্যঞ্চাগে', 'বিজ্ঞাপনঞ্চাগে', 'নিবেদনঞ্চাগে', প্রভৃতির পরিবর্ত্তে 'কার্য্যঞ্চাদৌ', 'বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ', 'নিবেদনঞ্চাদৌ' ইত্যাদি প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য।

(গ) 'অভিপ্রায়াবগত হইয়া', 'তাহার মরণানুমান করিলাম,' 'ঈশ্বরার্চ্চনা করিতে', 'তাহার মতালোচনা করিব', 'পিত্রারাধনা করিব', ইত্যাদি সন্ধি বা সমাস করিলে অত্যন্ত বিকৃত ও শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। অতএব ঐ সকল স্থলে স্বতন্ত্র পদ রাখাই উচিত। যথা, অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাহার মরণ অনুমান করিলাম, ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে তাঁহার মত আলোচনা করিব, পিতার আরাধনা করিব ইত্যাদি।

২। একটী অপভাষার শব্দ ও একটী সাধুভাষার শব্দ একত্র প্রয়োগ করা উচিত নহে। যথা, 'হাতধাবণ', 'মড়াদাহ', 'গাছে আরোহণ' ইত্যাদির পরিবর্ত্তে 'হাত ধবা বা হস্তধাবণ', 'মড়া পোড়ান বা শবদাহ', 'গাছে উঠা বা বৃক্ষে আরোহণ' ইত্যাদি প্রয়োগ কবা উচিত।

৩। অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে সধবাস্ত্রীলোক হইলে 'দেবী', 'দাসী', 'শ্রীমতী' প্রভৃতি এবং বিধবাস্ত্রীলোক হইলে 'দেব্যাঃ', 'দাস্যাঃ,' শ্রীমত্যাঃ প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপ সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ 'দেবী', 'দাসী', 'শ্রীমতী' প্রভৃতি পদ প্রথমান্ত এবং 'দেব্যাঃ', 'দাস্যাঃ', শ্রীমত্যাঃ প্রভৃতি পদ ষষ্ঠ্যন্ত। সুতরাং 'আমি ও 'আমার' এই দুই পদের অর্থের যেরূপ প্রভেদ, 'দেবী', ও 'দেব্যাঃ', 'দাসী' ও 'দাস্যাঃ', 'শ্রীমতী' ও শ্রীমত্যাঃ প্রভৃতি পদের অর্থেরও সেইরূপ প্রভেদ। ইহাতে সধবা বা বিধবা বুঝাইবার কোন কারণ নাই।

৪। অনেকে 'আগামী অর্থে 'আগত' পদটী প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ঐরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ, আ+গম্+(অতীতকালে) ত=আগত। উহার অর্থ 'যাহা সম্যকরূপে গত হইয়াছে'। কিন্তু আগামী শব্দের অর্থ 'যাহা আসিবে'।

৫। কোন শব্দের উত্তর কোন বিশেষ অর্থে কোন প্রত্যয় করিয়া সেই প্রত্যয়ান্ত পদের উত্তর সেই অর্থে বা অন্য কোন অর্থে আর কোন প্রত্যয় হইতে পারে না। যথা, সৌজন্যতা, গাম্ভীর্য্যতা, মান্যনীয়, দার্চ্যতা, বৈলক্ষণ্যতা, ব্যবহার্য্যনীয়, বাহ্যিক, সৌন্দর্য্যতা, ঐক্যতা, মাধুর্য্যতা, ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ 'সুজন' শব্দের উত্তর ভাবার্থে 'ষ্ণ্য' প্রত্যয় করিয়া 'সৌজন্য পদ সিদ্ধ হইয়াছে; উহার উত্তর পুনরায় ভাবার্থে 'তা' প্রত্যয় হইতে পারে না ইত্যাদি। উহাদের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে এইরূপ পদ হয়। যথা, সৌজন্য বা সুজনতা; গাম্ভীর্য্য বা গম্ভীরতা; মান্য বা মাননীয়; দার্ঢ্য বা দৃঢ়তা; বৈলক্ষণ্য বা বিলক্ষণতা। ব্যবহার্য্য বা ব্যবহরণীয়; বাহ্য; সৌন্দর্য্য; ঐক্য বা একতা; মাধুর্য্য, মাধুরী বা মধুরতা ইত্যাদি।

৬। 'অত্র স্থানের লোকেরা' এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না, কারণ 'অত্র' পদটী অধিকরণ, 'স্থানের' পদটী সম্বন্ধ। সুতরাং 'অত্র' পদটী 'স্থানের' এই পদের বিশেষণ হইতে পারে না। উহার পরিবর্ত্তে 'এই স্থানের লোকেরা' বা 'অত্রত্য জনগণ' এইরূপ হইবে।

৭। বিশেষ্যপদ বিশেষণরূপে এবং বিশেষণপদ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। যথা, আমি 'তৎকালীন' তথায় ছিলাম না, আমি 'আরোগ্য' হইয়াছি এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ 'তৎকালীন' পদটী বিশেষণ, উহা বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না এবং 'আরোগ্য' পদটী বিশেষ্য, উহা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। এইরূপ, ইহাতে আমার 'আবশ্যক' নাই, আমার মনে 'খল কপট নাই', তোমার কথায় 'সন্তোষ' হইলাম, তিনি 'পরিতোষ' হইলেন, তুমি 'অপমান' হইলে, তাহারা এইমাত্র 'বিদায়' হইল, অমি যাইতে 'মনস্থ' করিয়াছি ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। ঐ সকল স্থলে বাক্যগুলি এইরূপ হইবে। যথা, আমি 'তৎকালে' তথায় ছিলাম না, আমি 'অরোগী' হইয়াছি বা আমি আরোগ্য 'লাভ করিয়াছি', ইহাতে আমাব 'আবশ্যকতা নাই বা ইহা আমার 'আবশ্যক' নাই, আমার মনে 'খলতা বা কপটতা, নাই, তোমার কথায় 'সন্তুষ্ট' হইলাম বা তোমার কথায় সন্তোষ 'লাভ করিলাম', তিনি 'পরিতুষ্ট' হইলেন বা তিনি 'পরিতোষ লাভ করিলেন'

তুমি 'অপমানিত' হইলে বা 'তোমার অপমান' হইল, তাহারা এইমাত্র বিদায় 'লইল', আমি যাইতে 'মনন' করিয়াছি ইত্যাদি।

৮। তাঁহার 'অলস' নাই সে 'সাক্ষী' দিবে 'যদ্যপি স্যাৎ' বৃষ্টি হয় বা 'যদি স্যাৎ' বৃষ্টি হয়, এই গুলি অশুদ্ধ। তাঁহার 'আলস্য' নাই, সে 'সাক্ষ্য' দিবে, 'যদ্যপি' বৃষ্টি হয় বা যদি' বৃষ্টি হয়, এইরূপ হইবে। 'সিঞ্চন' কথাটী পদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, গদ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না; গদ্যে 'সেচন' হইবে। 'যদি কথাটীর পরিবর্ত্তে 'যদ্যদি' কথাটী প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ 'যদ্যপি' কথাটীর অর্থ 'যদিও'।

৯। পত্রে 'কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত অমুক, কল্যাণবরেষু' এইরূপ না লিখিয়া 'কল্যাণভাজন বা কল্যাণাস্পদ শ্রীযুক্ত অমুক, কল্যাণভাজনেযু বা কল্যাণাস্পদেষু' এইরূপ লেখা উচিত। 'নিরাপদেষু' না লিখিয়া 'নিরাপৎসু' লেখা উচিত। 'ভ্রাতাগণ' না লিখিয়া ভ্রাতৃগণ' লেখা উচিত।

১০। দলিল পত্রাদিতে 'বরাবরেষু' এই কথাটী প্রায়ই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 'বরাবর্' এইটী পারসিক শব্দ, উহার অর্থ 'সমীপ'। সম্ভবতঃ উহাতেই সংস্কৃতের সপ্তমীর বহুবচনের বিভক্তি যোগ করিয়া পদটী সিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পাবে না। উহার পরিবর্ত্তে 'সমীপেষু' লেখা উচিত।

১১। বিশেষণ পদের সহিত সহার্থে বহুব্রীহিসমাস করিলে ভুল হয়। যথা, "রাজা সেই দস্যুভয়ে সদা সশঙ্কিত', এস্থলে 'সশঙ্কিত পদটি ব্যাকরণদুষ্ট। কারণ 'শঙ্কিত' পদটি বিশেষণ, ইহার সহিত সহার্থে বহুব্রীহিসমাস হইতে পারে না। ইহার স্থলে 'সশঙ্ক' বা 'শঙ্কিত, প্রযুক্ত হইবে। এইরূপ সকৃতজ্ঞ, সলজ্জিত, সক্ষম, সাবহিত, সাবিনয়পূর্ব্বক, সপ্রণামপুরঃস্বর, সানুনয়পূর্ব্বক, সাদরপূর্ব্বক, প্রভৃতি পদগুলি ব্যাকরণদুষ্ট। ইহাদের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে কৃতজ্ঞ, সলজ্জ, ক্ষম, অবহিত, সবিনয়, বা বিনয়পূর্ব্বক, সপ্রণাম বা প্রণামপুরঃসর, সানুনয় বা অনুনয়পূর্ব্বক, সাদরে বা আদরপূর্ব্বক প্রভৃতি প্রযুক্ত হইবে।

১২। যেখানে বহুব্রীহিসমাস করিলেই অর্থের প্রতীতি হইয়া যায়, সেখানে কর্ম্মধারয়সমাস করিয়া তাহার উত্তর বিদ্যমানার্থে কোন প্রত্যয় করিয়া পদ সিদ্ধ করা বিধেয় নহে। যথা, সু উত্তম বুদ্ধি যাহার এই বাক্যে বহুব্রীহিসমাস করিয়া 'সুবুদ্ধি' পদ সিদ্ধ হয়; এবং সু এমন বুদ্ধি সুবুদ্ধি

এইরূপ কর্ম্মধারয়সমাস করিয়া উহার উত্তর বিদ্যমানার্থে 'মৎ' প্রত্যয় করিয়া 'সুবুদ্ধিমান্' পদ সিদ্ধ হয়। উহারা একার্থক হইলেও 'সুবুদ্ধিমান্' পদটী প্রয়োগ না করিয়া 'সুবুদ্ধি' পদটী প্রয়োগ করাই প্রশস্ত।

(ক)। বহুব্রীহিসমাসান্ত পদ বিশেষণ। উহার উত্তর বিদ্যমানার্থে কোন প্রত্যয় করা যাইতে পারে না। অতএব 'সুকেশিনী', 'হেমাঙ্গিনী' প্রভৃতি পদগুলি অপপ্রয়োগ। 'সুকেশী', 'হেমাঙ্গী', এইরূপ হইবে।

১৩। 'সৃজন', 'রূপসি', 'নিন্দুক', আবশ্যকীয়', প্রভৃতি পদগুলি বহুকাল হইতে বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এগুলি ব্যাকরণদুষ্ট। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ঐগুলির পরিবর্ত্তে যথাক্রমে 'সর্জ্জন', 'রূপীয়সী', 'নিন্দক', ও 'আবশ্যক' এইরূপ হইবে।

১৪। 'বৎ' ও 'মৎ' প্রত্যয় স্থলে বালকেরা প্রায়ই ভুল করিয়া থাকে। এজন্য ঐ দুইটী প্রত্যয়ের সাধারণ নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) বিদ্যুৎ, স্রজ্, নভস্, প্রভৃতি শব্দের উত্তর এবং যে সকল শব্দের অন্তে ও উপান্তে (অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণের অব্যবহিত পূর্ব্বে) 'অ', 'আ' ও 'ম' থাকে তাহাদের উত্তর বিদ্যমানার্থে 'বৎ' প্রত্যয় হয়। যথা, বিদ্যুত্বান্, স্রগ্বান্, নভস্বান্, জ্ঞানবান্, দয়াবান্, লক্ষ্মীবান্ ইত্যাদি।

(খ) এতদ্ভিন্ন শব্দ সকলের উত্তর বিদ্যমানার্থে 'মৎ' প্রত্যয় হয়। যথা, শ্রীমান্, ধীমান্, বুদ্ধিমান্, গরুত্মান্ ইত্যাদি।

১৫। একটী শব্দের সহিত দুইটী বহুত্ববোধক চিহ্ন প্রযুক্ত হইতে পারে না। যথা, সকল মনুষ্যেরা, সমস্ত বালকবৃন্দ, বহুবিধ পশুগণ, কোন কোন ব্যক্তিরা, এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। মনুষ্যসকল বা মনুষ্যেরা, সমস্ত বালক বা বালকবৃন্দ, বহুবিধ পশু বা পশুগণ, এবং কোন কোন ব্যক্তি, এইরূপ হইবে।

(ক) কখন কখন দৃঢ়তা বা সাকল্য অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য একটি পদের সহিত দুইটী বহুত্ববোধক চিহ্ন প্রযুক্ত হইতে পারে। যথা, 'আমরা সকলেই' ইহা জানি ; 'প্রজারা সকলেই' রামবিরহে কাতর।

১৬। 'বৃদ্ধা রমণীগণ', 'বুদ্ধিমতী বালিকাবৃন্দ', 'সুন্দরী স্ত্রীলোক' ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ প্রশস্ত নহে। কারণ সমস্ত পদটীর যে লিঙ্গ

বিশেষণের সেই লিঙ্গ হইয়া থাকে। সমস্ত পদের স্ত্রীলিঙ্গ অংশগুলি ধরিয়া বিশেষগুলি স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পারে না।

(ক) কিন্তু কারক, সম্বন্ধপদ এবং সংযোজক অব্যয়দ্বারা সংযুক্ত দ্বন্দ্বসমাসযোগ্য পদের সহিত পরবর্ত্তী সমস্ত পদের একভাগের সহিত অন্বয় হইয়া যায়। যথা, কুঠারদ্বারা চিন্নমূল তরুর ন্যায় তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইলেন; গুরুকে প্রণামানন্তর তিনি প্রস্থান করিলেন; তাঁহার প্রস্থানান্তর আমি আগমন করিয়াছি; মল্লিকা, মালতী, যূথী চম্পক ও কমলামোদে গৃহটী আমোদিত হইয়া উঠিল ইত্যাদি।

(খ) কিন্তু তৎপুরুষসমাসে বিশেষণপদ স্বতন্ত্র রাখিয়া বিশেষ্য-পদের সহিত অন্য পদের সমাস করা যায় না। যথা, 'দয়াবান্ নৃপতির পুত্র' এই স্থলে 'দয়াবান্' পদটী স্বতন্ত্র রাখিয়া 'নৃপতিপুত্র' এইরূপ সমাস করিলে 'দয়াবান্ পদটী' 'নৃপতি' পদের সহিত অন্বিত না হইয়া 'পুত্র' পদের সহিত অন্বিত হইয়া যাইবে।

১৭। কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহিসমাসে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটীর পুংবদ্ভাব হয় অর্থাৎ উহা পুংলিঙ্গের ন্যায় হইয়া যায়। যথা, স্থিরা এমন বুদ্ধি অথবা স্থিরা বুদ্ধি যাহার, দৃঢ় এমন ভক্তি অথবা দৃঢ়া ভক্তি যাহার, এবং প্রিয়া এমন ভার্য্যা অথবা প্রিয়া ভার্য্যা যাহার ইত্যাদিরূপ বাক্যে কর্ম্মধারয় বা বহুব্রীহিসমাস করিয়া যথাক্রমে 'স্থিরবুদ্ধি', 'দৃঢ়ভক্তি', এবং 'প্রিয়ভার্য্যা' ইত্যাদিরূপ পদ হয়।

১৮। প্রায় তুল্যার্থবোধক শব্দ সকলের মধ্যে অর্থের যে সামান্য একটু পার্থক্য থাকে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ঐ শব্দগুলি প্রয়োগ করিতে হয়। যেমন, 'অগণ্য' ও 'নগণ্য' এই দুইটী শব্দ প্রায় তুল্যার্থবোধক। 'এদেশে অগণ্য লোকের বাস' (অর্থাৎ এত লোক বাস করে যে গণনা করা যায় না) এই বাক্যটিতে 'অগণ্য' শব্দের পরিবর্ত্তে 'নগণ্য' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না; কারণ 'নগণ্য শব্দের অর্থ

গণনার যোগ্য নহে অর্থাৎ হেয়। এবং 'আমি নগণ্য কার্য্যে (অর্থাৎ যে সকল কার্য্য গণনীয় নহে বা তুচ্ছ) জীবন অতিবাহিত করিলাম' এই বাক্যে অগণ্য' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

১৯। কতকগুলি শব্দে বর্ণযোজনার (বানানের) একটু বিভিন্নতা থাকিলেও উহারা একই অর্থ প্রকাশ করে। যথা, অলি অলী, অঙ্গুলি অঙ্গুলী, অবনি অবনী, আবলি, আবলী, কলশ, কলস, কুটির, কুটীর, কেশর কেসর, কৌশল্যা কৌসল্যা, গর্ভ গর্ত্ত, চরিত চরিত্র, তরি তরী, ধরণি ধরণী, নিমিষ, নিমেষ, পদ্ধতি পদ্ধতী, প্রতিকার প্রতীকার, পুত্র পুত্‍র, ভূমি ভূমী, রজনি রজনী, শ্রেণি শ্রেণী ইত্যাদি।

২০। সচরাচর প্রচলিত কতকগুলি অশুদ্ধপদ শুদ্ধ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া গেল।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ।	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভদ্রস্থতা	ভদ্রতা।	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন	পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন
একত্রিত	একত্র।	ক্রেতাগণ	ক্রেতৃগণ
ভবিতব্যনীয়	ভবিতব্য।	নিরপরাধী	নিরপরাধ
গ্রাহ্যযোগ্য	গ্রাহ্য বা গ্রহণযোগ্য	মৈত্রতা	মৈত্র্য, মৈত্রী
মন্মোহন	মনোমোহন		বা মিত্রতা
সিঞ্চিত	সিক্ত	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
বাহুল্যতা	বাহুল্য	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ
লাঘবতা	লাঘব, লঘুতা	কিম্বা	কিংবা
	বা লঘুত্ব।	কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী
যদ্যপিও	যদ্যপি বা যদিও	খ্যাতাপন্ন	খ্যাত্যাপন্ন
অদ্যাপিও	অদ্যাপি বা অদ্যও	রক্তিমতা	রক্তিমা
সৌহৃদ্যতা	সৌহৃদ্য বা সৌহার্দ্দ	বশম্বদ	বশংবদ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দারিদ্র্যতা	দারিদ্র্য বা দরিদ্রতা	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
কতকগুলিন	কতকগুলি	নিরপরাধিনী	নিরপরাধা
অজ্ঞানিত	অজ্ঞাত	পশ্বাধম	পশ্বধম
নির্দ্দোষী	নির্দ্দোষ	ভুজঙ্গিনী	ভুজঙ্গী
আধিক্যতা	আধিক্য	বারম্বার	বারংবার
সম্বরণ	সংবরণ	পৈত্রিক	পৈতৃক
শিরমণি	শিরোমণি	মাধুর্য্যতা	মাধুর্য্য
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	প্রনাশ	প্রণাশ
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর	প্রণষ্ট	প্রনষ্ট
সততা	সত্তা	ঐক্যতা	ঐক্য, একতা
সখ্যতা	সখ্য	সৌজন্যতা	সৌজন্য
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত বা অধীন	মান্যনীয়	মান্য বা মাননীয়
নীরোগী	নীরোগ	সহ্যাতীত	সহনাতীত, অসহ্য
সানন্দিত	সানন্দ বা	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
	আনন্দিত	জগবন্ধু	জগদ্বন্ধু
অসহনীয়	অসহ্য বা	বিবাগী	বিবেকী
	অসহনীয়	নৈরাশ	নিরাশ
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	তত্রাপি	তথাপি
গৃহীতা	গ্রহীতা	তত্রাচ	তথাচ
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	ব্যবসা	ব্যবসায়
বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী	সাবকাশ নাই	অবকাশ নাই
কুরঙ্গিনী	কুরঙ্গী	উচ্ছন্ন	উৎসন্ন বা উচ্ছিন্ন
সর্পিণী	সর্পী	পার্ব্বতীয়	পার্ব্বত্য

অনুশীলনী (Exercise)। ৯।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে অশুদ্ধ পদগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

(ক) সেই বালকটী আপাদমস্তকপর্য্যস্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। দূত সবিনয়-সহকারে নৃপতিকে প্রণাম করিল। তিনি সকল বালকগণকে এই প্রশ্ন করিলেন। নরপতি অধীনস্থ সমস্ত সামন্ত ভূপতিবৃন্দের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। মিথ্যাবাদি বালকের কথা বিশ্বাস্যনীয় নহে। তিনি অতি সাবধানপুরঃসর গমন করিয়াও পথ দুর্গম প্রযুক্ত পদস্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অর্জ্জুনের সমতুল্য যোদ্ধা কেহই ছিল না। স্নেহমান্ পিতা সস্নেহসহকারে পুত্রকে মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। আমি সাবকাশাভাব প্রযুক্ত যাইতে পারি নাই। বৃক্ষাড়ালে চাঁদোদয় হইতে দেখিয়া আমি পরিতোষ হইলাম। তিন্যামার নিকটাগমন করিয়াসনোপবেসনানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি পৈত্রিক ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া ব্যবসান্তর অবলম্বন করিয়াছি। সমুদায় নির্দ্দোষী জনসমূহ দণ্ডিত হইয়াছে। বাড়িটী দুইভাগে ভাগ হইয়াছে। তিনি সলজ্জিতভাবে মুখাবনত হইয়া রহিলেন। সুকেশিনী বালীকার আগুলফ-পর্য্যন্ত লম্বিতালুলায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ সুচিক্কন নিবিড় জলদজালবৎ প্রতীয়মান কেশকলাপ দর্শন করিয়া আমি পরম সন্তোষ হইলাম। আমার ভ্রাতার পুত্রগণ সতৃপ্ত-হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্ত হইয়াছিল। এস্থানের রীত্যানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। প্রত্যহ জলস্বর্চ্চনা ব্যতিরেকে তিনি জল গ্রহণ করেন না। ঐক্যতাভাবে তাহাদের গোপিত মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মহারাজা রণজিৎ সিংহ বারাণস্যবস্থানকালীন প্রভূতার্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বরং প্রাণত্যক্ত করিব তত্রাপি লাঘবতা স্বীকৃত করিব না। সম্ভ্রান্তশালী সুবুদ্ধিমান্ লোকের দুরাবস্থা অসহনীয়। আমি নিরপরাধী হইলেও তিনি আমাকে নিগ্রহ করিতেছেন।

(খ) আমার সঙ্গে বহুদিবসের সৌখ্য থাকা সত্বেও তিনি আমার শত্রুগণের সাপক্ষে থাকিয়া আমার মহতী অহিতসাধন করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা আমার যে ক্ষতি হইয়াছিল, দুরাদৃষ্টবশতঃ আমি তাহা সংশোধন করিতে পারিলাম না। তাঁহার বন্ধুত্ব আকাশকুসুমবৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আমার হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার মৈত্রতার বীজ রোপণ করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা সক্ষম হইলাম না।

(গ) সুবিস্তৃত শারদীয় সুনীল আকাশের নীলিমাছবি অবলোকণে, স্নিগ্ধপ্রভা মনরম পূর্ণ চন্দ্রের শৌভ্রত্ব দর্শণে দর্শকগণদিগের হৃদিমধ্যে যে যে সৌখ্যত্বের ও রঙ্গ উচ্ছলিত হয় তাহা অবাক্‌বর্ণনায়।

(ঘ) দানের কি অলৌকিকী মহিমা। দানের ফলে দাতা ও গৃহীতা উভয়ই লাভমান্ হন। দাতার লাভ স্বর্গলাভ, গৃহীতার ঐহিকী বিপদ বারণ। এই দান আবার ত্রিবিধ—সাত্তাকী, রাজসীকি, ও তামসীকি। দ্বেষ, কাল পাত্র দেখিয়া অনুপকারি ব্যোক্তিকে যে দান করা যায় তাহার নাম সাত্যিকী দান; উপকার প্রত্যাশায় ক্লেশের সহিত যে দান করা যায় তাহার নাম রাজসীকি দান। দ্বেষ কাল পাত্র নীবিষেসে অবজ্ঞান পূর্ব্বক যে দান তাহার নাম তামসীকি দান।

(ঙ) তাঁহার অজানিত কিছুই নাই। স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্যতা সকল ধাতুর অপেক্ষা অধিক। এরূপ স্বীকার করিলে মানের খর্ব্বতা ও লাঘবতা ঘটিবেক। শারদী চন্দ্রিমা নেত্রস্নিগ্ধকারিণী ও মনোহারিণী। আকৃষ্ট ক্ষেত্রে রোপিত বীজ শীঘ্রই অঙ্কুরান্বিত হইয়া থাকে।

(চ) আমরা দুই বন্ধুতে নৌকারোহন হইয়া সদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ওদিকে আকাশ ঘণঘটা হইয়া চারিদিক্ ভিষণ আকার ধারণ করিল। মেদিনী ঘোর তিমীরে নিমগ্ন হইল। বৃষ্টী নামিয়া বাতাসের সঙ্গে যোগ করিল, এবং শরিরে তীরের ন্যায় বিদ্ধ করিতে লাগিল। আমার বিসম ভয় হইয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম। মাঝিরা

আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "আপনারা ধৈর্য্য হউন, ভয় করিবেন না। এইক্ষণেই বৃষ্টী থামিয়া যাইবে।"

(ছ) বিদ্বান্ বেক্তি সর্ব্বত্রে সম্মান পায়। রাজাগণ কেবল সদেশে পূজ্যনীয় হইয়া থাকে। আগত স্বরস্বতী পূজার দিনে তিনি আমার এখানে অবস্য অবস্যই আসিবেন। তিনি রূপে ভীম, বলে কুবের, গুণে রতিপতি ও ঐশ্বর্য্যে বৃহস্পতিতুল্য ছিলেন।

(জ) গ্রীষ্মকালে সায়াহ্ন অতি রমনীয়। মৃদুমন্দ সমিরণহিল্লোলে গাছপল্লব ইষদ্বিকম্পিত হইতে থাকে। মধুরিমাময় প্রকৃতি প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাখীর কূজনচ্ছলে পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে যেন শান্তনা করিতে থাকে। এইসময় পথিকও সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া একান্ত-মনে সাশ্রুসিক্ত নয়নে বিষাদ চিত্তে মহিমাসাগর পরমারাধ্যত্তম জগবন্ধু এই অনন্ত অসিম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বেশ্বরের অনন্ত রূপমাধুরি মনোপটে নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে আত্মা শুন্য হইয়া যায়।

(ঝ) তিনি দিব্যদৃষ্টী লাভ করিয়া অতীতোনাগত বিষয় প্রত্বখ্য হইয়াছিলেন। শীর্ণ্যদেহ হইলেও তাঁহার মুখে আনন্দযতিছটা পরিদর্শন হইত। মৎস্য বা মাংশ আহার করিতে তাহার আদৌ প্রিবিত্তি ছিল না।

(ঞ) পাপিয়শি মন্থরার প্রলোভনপূর্ণ বচণ-পরম্পরায় মুগ্ধ হইয়া তিনিই আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্র রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দস বৎসরের নিমিত্ত অবন্যে নির্ব্বাশিত করিতে বীন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। মন্থরার কুপরামর্ষে চালিত না হইলে তাহার এরূপ দুরাপণেয় কলংক কখনও জগতে ঘোশিত হইত না।

(ট) অনেক পণ্ডিতেরা উন্নতিকল্পার্থে অপগণ্ড ছাত্রকেও কঠিন বিষয়গুলি শিক্ষা দেন। এক গোপিনী পথে কালভুজ্ঞিনীকে দেখিয়া মহচ্চিৎকার করিতে লাগিল। তিনি মদ্য খাইয়া উন্মাদ হইয়াছেন।

(ঠ) পড়িবার সময় চাঞ্চল্যতা পরিহরণ করিয়া পাঠ অভ্যস্ত করিবে।

মনোসংযোগের অভাবতা ঘটিলে অভ্যাসের বিঘ্নত্ব হইবে, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে চাঞ্চল্যতা ত্যাজ্যনীয়। আমি আগত রবিবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং তিনি যে কর্ত্তব্যকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন তাহার সবিস্তারিত বিবরণ আপনাকে বিজ্ঞাপন করিব। শঠের সহিত মৈত্রতা করিলে পরিণামে অনুতাপী হয়। সভাসীন্ মান্যমান্ মহাত্মাগণের যত্নে যুবাগণ আস্ফালন হইতে ক্ষান্ত হইল। সহসা কম্পমান কলেবরে একজন বর্ষীয়ান বৃদ্ধা তথায় আগত হইল।

অনুশীলনী (Exercise) ১০।

১। নিম্নলিখিত পদগুলি লইয়া এক একটী বাক্য রচনা কর :—

ভীষণ, প্রাথয়িতব্য, সর্ব্বাঙ্গীন, শ্রুতিসুখকর, অকারণে, আপাতমধুব, অসার, ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী, আহারোপযোগী, পুত্রনির্ব্বিশেষে, অমৃতায়মান, দৃষ্টিযোজনা, আগ্রহাতিশয়, বৈরনির্য্যাতন, পর্য্যাপ্তপরিমাণে, ভাবান্তর, তীক্ষ্ণধার, বজ্রলেপময়, মুখরিত, দোদুল্যমান, আপামরসাধারণ, অর্দ্ধ-চন্দ্রলাঞ্ছিত, আসন্নপ্রসবা, প্রত্যবায়গ্রস্ত, আসমুদ্রহিমাচল, অমৃতরসবর্ষী, মুক্তামালা, কল্পনাকৌতুকী, কৌতূহলাবিষ্ট, অনন্যসাধারণ, অতলস্পর্শ, তেজস্বিনী, পবিত্রহৃদয়া, মর্ম্মস্পর্শী, কমনীয়, জীবসত্ত্বশব্দময়ী, দ্যুতিমান, মৌনী, তরণী, নিদাঘ, ঐরাবত, শুদ্ধমতি, পশুপতি, ঔদার্য্য, নির্ভীক, রত্নরাজি, নিরয়গামী, শূন্যগর্ভ, নশ্বর, মনোমুগ্ধকর, সুরবালাগণ, ত্রিদিবে, নন্দনকানন, মাহাত্ম্য, আবিষ্কার, সৌম্যভাব, চিত্তবিনোদন।

২। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলি লইয়া বাক্য রচনা কর :—

কাহার ক্ষমতা, বৈরনির্য্যাতনসঙ্কল্প, ভাবান্তরসম্পাদন, জানি না, জ্ঞানপ্রভাবে, অলোকসামান্য গুণগ্রামে বিভূষিত, আতিশয্যদর্শনে, অন্য-সহ বাক্যালাপে, শূন্যগর্ভ গর্ব্বে, দৃপ্ত করী, বীরের বাঞ্ছিত, উপমার পাত্র, দেবতার প্রতি, বিষয়ে আসক্তি, সচন্দন পুষ্পদলে, দেবতার পূজায়,

নির্ম্মাণের কৌশল, প্রচুর প্রমাণ, চঞ্চল নয়ন, বামাস্বর শুনিয়া, অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করত, স্নেহময়ী জননী, প্রয়োজন নাই, প্রকৃত ঘটনা, শুভ্র মলয়জে লিপ্ত, সুনীল নভোমণ্ডল, বিলম্ব সহে না।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যসকলে নিম্নরেখ বাক্যাংশগুলিকে এক একটী শব্দে পরিবর্ত্তিত কর :—

আমি এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়াছি। তিনি পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিয়াছেন। এই কার্য্যটী বহুপরিশ্রমের অপেক্ষা করে। মহারাজ যুধিষ্ঠির সমুদ্র পর্য্যন্ত ক্ষিতিতলের অধীশ্বর ছিলেন। অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যই হইবে। এই প্রিয়বাক্যকথনে অভ্যস্ত যুবককে সকলেই ভালবাসে। মনুষ্যের যে স্থানে গতিবিধি নাই এরূপ স্থানে আমি বাস করিতেছি। সেই বালকটীর কথাগুলি যেন অমৃতধারা বর্ষণ করে। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দানধর্ম্মে বিরত হন নাই। তিনি যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন ততদিন অতিথিসেবায় বিমুখ হন নাই। আমি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলাম। নিদাঘকালে দিবসগুলি শেষভাগে অতি রমণীয় হইয়া থাকে। যে স্বর বীণাস্বরকেও নিন্দা করে তাদৃশ স্বরে তিনি গান করিলেন। তিনি কণ্ঠস্বরে কোকিলের অনুকরণ করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে দেখিয়া এরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি যে বলিয়া শেষ করা যায় না। ভদ্রলোকেরা যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, ভৃত্যের সেইরূপ ব্যবহারে তিনি প্রীত হইলেন। যে বালক কিছুমাত্র পরিশ্রম করিতে চাহেনা, সে লেখাপড়া শিখিতে পারে না। যে স্ত্রীর অক্ষিযুগল বিশাল। যে পুরুষের গ্রীবা

মরালের ন্যায়। যাহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। যে বালক জন্মিয়াই মরিয়া গিয়াছে। যে ব্যঞ্জনে ঘৃতের গন্ধ অল্পমাত্র আছে।

৪। নিম্নলিখিত পদগুলির মধ্যে বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে এবং বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে পরিবর্ত্তিত করিয়া বাক্যরচনা কর :—

সুন্দর, ভোজন, সম্পাদন, কোমল, মধুর, মনোহর, গুণ, পান, সংসার, শরৎ, জল, ললিত, দর্শন, বহুদর্শী, সাধু, বিচক্ষণ, গৌরব, প্রণয়, পরিতোষ, শাস্ত্র, মৃদু, বিনয়, নীতি, বাঞ্ছা, বিষ্ণু, পরিবার, হৃদয়।

৫। নিম্নলিখিত অব্যয়গুলির মধ্যে এক একটী লইয়া এক একটী বাক্য রচনা কর :—

এবং, কিন্তু, বরং, তথাপি, অন্যথা, কি, অথবা, সুতরাং, যদি, পরন্তু, প্রত্যুত, অতএব, হায়, আহা, বা, ফলতঃ, যেন, হয়ত, ই, ত।

৬। সমাপিকাক্রিয়া এবং সমস্ত কারকবিশিষ্ট দশটী বাক্য রচনা কর।

৭। এরূপ একটী বাক্য রচনা কর যাহাতে একটী হেতুপদ, তিনটী বিশেষণ, একটী সর্ব্বনাম, পাঁচটী কারক এবং একটী সমাপিকা ক্রিয়া থাকে।

৮। চারিটী সমাস ও ছয়টী করকযুক্ত একটী বাক্য রচনা কর :—

৯। নিম্নলিখিত পদগুলি যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক বাক্য রচনা কর :—

(ক) কল্পনা, নবীন, তেজস্বিনী, থাকে, বয়সে।

(খ) শরীব, করা, জন্য, নহে, সুস্থ, জন্যও, শ্রম, আবশ্যক, জীবিকা, শুদ্ধ, রাখিবার, নির্ব্বাহের।

(গ) শোভা, বিনয়, ভূষণ, পায় না, অভাবে, কোন, সদ্‌গুণের, ইহার, সকল, শোভা, গুণই।

(ঘ) শোভা, প্রকৃতির, পরম, আমি, এইরূপ, করিয়া, করিলাম, দর্শন, প্রীতি, লাভ।

(ঙ) দর্শনে, তোমার, না হয়, মুগ্ধ, কাহার, রূপ, মন, চারু।

(চ) বিকসিত, বসিলাম, কামিনী, চিন্তাসখী, কুসুম, সহ, কুতুহলে, তরুতলে।

১০। নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলি লইয়া একটী সংশ্লিষ্টবাক্য কর:—

রাত্রি প্রভাত হইল। সূর্য্যদেব উদয়গিরিশিখর আশ্রয় করিলেন। বিহঙ্গমগণ স্বস্ব নীড় পরিত্যাগ করিল। বিহঙ্গমগণ আহার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল।

১১। নিম্নলিখিত পদগুলির বিপরীত অর্থবোধক পদ লইয়া এক একটী বাক্য রচনা কর:—

সুখ, হিতকারী, অলস, দিবস, মূর্খ, স্থূল, ধর্ম্ম, পাপ, দরিদ্র, ভীরু।

১২। অর্থ ঠিক রাখিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ কর:—

আমি পরম প্রীত হইয়াছি। তাঁহার সুখের সীমা নাই। তাঁহারা অতিশয় বিপন্ন হইয়াছেন। আমার দুঃখের অবধি নাই। আমি নির্জ্জন স্থানে বাস করিতেছি। সত্যবাদীর সদাই সুখ।

১৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে প্রশ্নবাচক বাক্যে পরিবর্ত্তিত কর:—

তিনি গৃহে আছেন। তুমি তথায় যাইবে। মহাশয়ের কুশল। মহাশয় আসিলেন। তিনি আহার করিলেন। তাঁহার আহার হইয়াছে। সেই পুস্তকখানি আছে। আমরা যাইব। তাঁহারা যাইতে পারেন। রাম কলিকাতা গিয়াছে। মিথ্যাবাদী সুখী হয়। তিনি এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছেন। তুমি এই বস্ত্রখানি পাইলে। তোমাকে পুস্তকখানি দিয়াছি। আমাকে ডাকিল। তুমি যাইতেছ। হরি আমার সহিত যাইবে। তোমার পুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আপনি সুস্থ আছেন। তিনি তথায় যাইবেন।

১৪। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে একটী বাক্যে পরিবর্ত্তিত কর:—

(ক) কৈকেয়ী দশরথের প্রিয়তমা মহিষী। (খ) কৈকেয়ী মন্থরার মুখে রামের অভিষেকবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। (গ) মন্থরা কৈকেয়ীর পিতৃদত্ত প্রিয় পরিচারিকা। (ঘ) তচ্ছ্রবণে কৈকেয়ীর হৃদয়ে সপত্নীদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল। (ঙ) তিনি ক্রোধাগারে গিয়া তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। (চ) দশরথ তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিলেন। (ছ) তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। (জ) তিনি তাঁহার ক্রোধশান্তির জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন।

১৫। একটী অপাদান, একটী অসমাপিকা ক্রিয়া ও একটী অব্যয় থাকিবে এরূপ একটী সরলবাক্য রচনা কর।

১৬। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে একটী বাক্যে পরিবর্ত্তিত কর :—

ধ্রুব ভক্তকুলের মুকুটস্থিত মণিস্বরূপ ছিলেন। তিনি যখন সংসার ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর। যিনি ভক্তের দুঃখ হরণ করেন, এবং ভক্ত যাহা বাঞ্ছা করে তাহাকে সেই ফল প্রদান করেন, সেই হরিকে পাইবার জন্য তিনি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

যতিচিহ্ন (Punctuation)

১। পাঠ করিবার সময় উচ্চারণের বিচ্ছেদরূপ জিহ্বার বিশ্রামকে যতি বলে। যতি বুঝাইবার জন্য কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; ঐগুলিকে যতিচিহ্ন (stops) বলে। পাঠ করিবার সময় ঐ সকল যতিচিহ্ন বিশ্রামের ন্যূনাধিক্য এবং একপদের সহিত অন্য পদের বা একবাক্যের সহিত অন্য বাক্যের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেয়।

২। বাক্যে (,) এইরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া উচ্চারণের অত্যল্প-মাত্র বিরাম এবং পদবাক্যাদির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেয়। ইহাকে কমা (comma) বা প্রথম ছেদ কহে।

(ক) যে সকল পদ ও বাক্যের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংযোজক বা বিযোজক অব্যয় দ্বারা নির্ণীত হয় সেই সকলের পরেই কমা দিতে হয়। কিন্তু যে সকল পদ ও বাক্যের অব্যবহিত পরেই সংযোজক বা বিযোজক অব্যয়াদি থাকে তাহাদের পরে কমা দিতে হয় না। যথা, রাম, গোপাল বা হরি কেহই এখানে আসে নাই; তিনি প্রত্যহ এখানে আসেন, আমাকে উপদেশ দেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে বলেন।

(খ) কিন্তু, অতএব, তজ্জন্য, বরং, প্রত্যুত, কেন না, কারণ, যেহেতু, ফলতঃ, বস্তুতঃ প্রভৃতি শব্দ বাক্যমধ্যে প্রযুক্ত হইলে উহাদের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং 'লে' অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ও যে সকল পদ বা বাক্যের অর্থ পরের ব্যাখ্যাত হইবে তাহাদের উত্তর কমা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, তিনি এখানে আসেন, কিন্তু আহার করেন না; এই বালকটী সত্যবাদী, অতএব সকলেই ইহাকে ভালবাসে। তুমি আমার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে, আমি পরম প্রীতিলাভ করিব। আমি দেখিতেছি, তুমি কেবল খেলা করিয়া বেড়াও ইত্যাদি।

(গ) দ্বন্দ্ব শব্দের পর কমা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, সুখ দুঃখ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, সত্য মিথ্যা, এইগুলি পরস্পর বিপরীতার্থ বোধক শব্দ; আমি তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার এবং বিনয় ও শিষ্টাচার, শিক্ষা করিয়াছি ইত্যাদি।

(ঘ) যে সকল বাক্যে যদর্থক বা অন্যপ্রকার সর্ব্বনাম শব্দ থাকে, তাহাদের উত্তর কমা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, আমি যাহা বলি, মন দিয়া শুন; তিনি কতদিন এখানে আছেন, তাহার নির্ণয় নাই।

৩। (;) এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া উচ্চারণের অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক বিরাম এবং এক বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ দূর সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেয়। ইহাকে সেমিকোলন (semicolon) বা দ্বিতীয় ছেদ কহে। যথা, দয়া, সরলতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা ও

সত্যনিষ্ঠা মনুষ্যের প্রধান গুণ; যিনি এই সকল গুণে ভূষিত, তিনিই প্রকৃত মহাত্মা ইত্যাদি।

৪। যেখানে বাক্যটী সমাপ্ত হওয়ায় উচ্চারণের সম্পূর্ণরূপে বিরাম হয় এবং পরবাক্যের সহিত সামান্যত উহার কোন সম্পর্ক থাকে না, সেখানে (।) এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকে পূর্ণচ্ছেদ কহে। যথা, সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে। ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু।

৫। প্রশ্নস্থলে (?) এই চিহ্নটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকে প্রশ্নবাচক চিহ্ন (note of interrogation) কহে।। যে বাক্যে এই চিহ্ন প্রযুক্ত হয় তাহাকে প্রশ্নবোধক স্বরে পাঠ করিতে হয়। যথা, তুমি কি পড়? তিনি কি এখানে আসিবেন?

(ক) কোন বাক্যে 'প্রশ্ন' এই শব্দটী অথবা এতদর্থক কোন শব্দ প্রযুক্ত হইলে, প্রশ্নবাচক চিহ্ন প্রযুক্ত হয় না। যথা, তিনি কি জীবিত আছেন. এই প্রশ্ন করিয়া রাম নীরব হইল; তোমার নাম কি, এই কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

৬। বিস্ময়, হর্ষ, শোক, ভয় প্রভৃতি মনের আবেগ প্রকাশ স্থলে এবং সম্বোধন পদের পর (!) এই চিহ্ন প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাকে বিস্ময়াদি সূচক চিহ্ন (note of admiration) কহে। যথা, কি অদ্ভুত বীরত্ব! আজ আমার কি আনন্দের দিন! হায় হায় কি সর্ব্বনাশ হইল! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! "আঃ পাপীয়সি! তুই অতিথির অবমাননা করিলি!" হে ঈশ! আমায় পাপ হইতে মুক্ত করুন ইত্যাদি।

(ক) কখন কখন সম্বোধনপদের পর (!) এই চিহ্নের পরিবর্ত্তে কমা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, হে মিত্র, দুঃখিত হইও না।

৭। কোন পদ বা বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইলে, অথবা কোন অতিরিক্ত বাক্য লিখিতে হইলে, ( ), [ ] এই দুইটী চিহ্ন

প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে বন্ধনী (bracket) কহে। যথা, তুমি রামকে (আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে) দেখিয়া থাকিবে।

"মলিনবদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি।"

(ক) পূর্ব্ববর্ত্তী বহিঃস্থ পদের সহিত বন্ধনীর অন্তর্গত পদটীর একই কারকাদি হইবে এবং বন্ধনীর অন্তর্গত অতিরিক্ত পদ বা বাক্যের সহিত পূর্ব্ব বা পরবাক্যের অর্থের সম্বন্ধ থাকিবে।

৮। যেখানে এক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অন্য কথা উপস্থিত হয় অথবা কোন বাক্যের বিবরণ লিখিতে হয় অথবা কোন বিষয়ের উদাহরণ দিতে হয় অথবা যেখানে কোন বাক্যাংশ উহ্য থাকে, সেই সকল স্থলে এবং দীর্ঘ বিরাম স্থলে (—) এই চিহ্ন প্রযুক্ত হয় ইহাকে ড্যাস (dash) কহে। যথা,

"ঘন ঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে।
—কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নিশিখা।"
"কিন্তু জীবনাশে সতত বিরত সখি
রাঘবেন্দ্র বলী—দয়ার সাগর নাথ
বিদিত জগতে।"

শব্দের শক্তি তিন প্রকার—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। তিনি যেরূপ উপকারী—তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। "মৃদুস্বরে কহিলা মৈথিলী——"

(ক) অনেকস্থলে বন্ধনীর পরিবর্ত্তে ড্যাস ব্যবহৃত হয়। যথা, "সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—এ কনক লঙ্কাপুরে—বীর রঘুনাথে।"

(খ) নাটকাদিতে বর্ণ বা পদের উচ্চারণ দীর্ঘ করিবার জন্য ড্যাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা ও—রা—মা—তুই—কোথায়—রে—?

৯। কোন বাক্যমধ্যে অন্যের বাক্যাদি অবিকল উদ্ধৃত করিতে হইলে (" ") এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকে উদ্ধার চিহ্ন (quotation) কহে। উদ্ধৃত বাক্যাদির আদ্যন্তে ঐ চিহ্ন বসিয়া থাকে যথা, রাজা কহিলেন "সারথে, রথ রক্ষা কর; আমি পুণ্যাশ্রম দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করি।"

১০। সমাস বা পদবিভাগ স্থলে (-) এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকে সংযোজক চিহ্ন (hypen) কহে। যথা, ভক্তি-ভাজন। পদবিভাগ প্রায় পঙ্‌ক্তির শেষেই হইয়া থাকে।

১১। কোন বর্ণ, পদ, বাক্য বা বাক্যাংশ পরিত্যক্ত হইলে সেই-স্থলে ('), (—), (* * *) বা (···) এই সকল চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; ইহাদিগকে পরিহার চিহ্ন (ellipsis) কহে। যথা, "মোর বাণ হ'তে তা'র নাহিক নিস্তার।" হে—ন্দ্র (হেমচন্দ্র)। "······নর্ত্তক নর্ত্তকী, এ দোঁহার সম রামা আছে কি জগতে ?" তুমি * * * এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিবে।

১২। কোন পদ বা বাক্যের টীকা করিতে হইলে ঐ পদ বা বাক্যের অন্তে এবং পৃষ্ঠার নীচে টীকার আদিতে [*, †, ‡, ‖, ¶, §, (১), (ক)] এই সকল চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে (☞) এই হস্তচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১৩। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ণচ্ছেদ ভিন্ন আর কোন যতিচিহ্নই ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইত না। এক্ষণে অবশিষ্ট সমস্ত যতিচিহ্নই ইংরাজী হইতে লইয়া ব্যবহৃত হইতেছে।

১৪। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই নাম লিখিতে বা বলিতে

হইলে উহার পূর্ব্বে 'শ্রী' লিখিতে বা বলিতে হয়। মৃত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে (৺) এই চিহ্ন দিতে হয়। দেবতাদির নাম লিখিতে হইলে উহার পূর্ব্বে 'শ্রীশ্রী৺' লিখিতে হয়।

১৫। কোন বাক্যে কোন পদ বা বাক্যাদি লিখিতে ভুলিয়া গেলে তাহা তুলিয়া দিবার জন্য সেই স্থানে নীচে (Λ) এই চিহ্ন দিয়া উপরে পতিত পদাদি লিখিয়া দিতে হয়।

১৬। কোন শব্দ সংক্ষেপে লিখিতে হইলে উহার আদিস্থিত একটী বা ততোঽধিক বর্ণের পর (ঃ) বিসর্গ ও (ং) অনুস্বার সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, তাং (তারিখ), খৃঃ (খৃষ্টাব্দ), হিঃ (হিসাব) ইত্যাদি। কোন কোন স্থলে ঐ চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয় না। যথা, বিণ (বিশেষণ), বহুব্রী (বহুব্রীহি), সক (সকর্ম্মক) অক (অকর্ম্মক), ধা (ধাতু) ইত্যাদি।

শব্দের শক্তি (Force of words)।

১। শব্দের শক্তি তিন প্রকার—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। এই তিনটী শক্তির নামানুসারে শব্দও তিন প্রকার—বাচক, লক্ষক ও ব্যঞ্জক।

২। যে শক্তিদ্বারা শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধ হয় তাহাকে 'অভিধা' কহে। অভিধাদ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয় তাহাকে 'বাচ্যার্থ' কহে। যথা, 'গো' শব্দে 'শৃঙ্গ, লাঙ্গুল ও গলকম্বলযুক্ত চতুষ্পদ জন্তু' বুঝায়; এইটী 'গো' শব্দের বাচ্যার্থ। এইরূপ 'পাচক' শব্দে 'যে পাক করে সেই ব্যক্তিকে' বুঝায়, অতএব এইটী 'পাচক' শব্দের বাচ্যার্থ।

৩। শব্দের বাচ্যার্থদ্বারা তাৎপর্য্যবোধের ব্যাঘাত ঘটিলে, যে শক্তিদ্বারা বাচ্যার্থের কোনরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট অন্য অর্থের বোধ হয় তাহাকে 'লক্ষণা' কহে। লক্ষণাদ্বারা যে অর্থের প্রতীতি হয় তাহাকে 'লক্ষ্যার্থ' কহে। যথা, "কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড়।" এই

বাক্যে 'গৌড়' শব্দের বাচ্যার্থ 'গৌড়দেশ'। কিন্তু গৌড়দেশের হাস্য করা অসম্ভব; এজন্য এস্থলে লক্ষণাদ্বারা 'গৌড়দেশবাসী লোক' বুঝাইতেছে। 'গঙ্গায় ঘোষ বাস করে,' এখানে 'গঙ্গা' শব্দের বাচ্যার্থ 'ভগীরথখাদাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহ'; উহাতে বাস করা অসম্ভব; অতএব এস্থলে লক্ষণাদ্বারা 'গঙ্গাতীর' বুঝাইতেছে অর্থাৎ গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে। এইরূপ, 'ছাত্রসভা' বলিতেছেন অর্থাৎ 'ছাত্রসভার সভ্যগণ' বলিতেছেন। তুই বড় 'গাধা' অর্থাৎ 'গাধার ন্যায় নির্ব্বোধ'।

(ক) যে লক্ষণাদ্বারা বাচ্যার্থের বিপরীত অর্থ বুঝায় তাহাকে 'বিপরীত লক্ষণা' কহে। যথা, এই কথাটী বুঝিতে পারিলে না তোমার 'বুদ্ধি কি সূক্ষ্ম' অর্থাৎ 'মোটাবুদ্ধি'। ওঃ তুমি কি 'মোটা,' যেন তালপাতার সিপাই অর্থাৎ 'অত্যন্ত কৃশ' ইত্যাদি।

৪। অভিধাদ্বারা বাচ্যার্থ এবং লক্ষণাদ্বারা লক্ষ্যার্থের প্রতীতি হইয়া গেলে যে শক্তিদ্বারা শব্দের অন্তর্নিহিত আর একটী বিশেষ অর্থের জ্ঞান জন্মে তাহাকে ব্যঞ্জনা কহে। ব্যঞ্জনাদ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয় তাহাকে 'ব্যঙ্গার্থ কহে। যথা, "বৃষ্টি হইতেছে" এই বাক্যটী প্রয়োগ করিলে ব্যঞ্জনাদ্বারা 'বৃষ্টি হইতেছে, অতএব এক্ষণে বাহিরে যাওয়া উচিত নহে' এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইয়া যায়। ইহাকেই ব্যঙ্গার্থ কহে।

(ক) শ্রোতৃভেদে এক বাক্যের নানাপ্রকার ব্যঙ্গার্থ হইয়া থাকে। যথা, 'সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন' এই বাক্যটী শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা বুঝিলেন, 'সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় হইয়াছে'; গোপেরা বুঝিল, 'মাঠ হইতে গরু আনিবার সময় হইয়াছে'; চৌরেরা বুঝিল, 'চুরির সময় আগতপ্রায়'; শ্রমজীবীরা ভাবিল, 'কর্ম্মত্যাগ করিয়া গৃহে যাইবার সময় হইয়াছে; ভৃত্যেরা ভাবিল, 'প্রভুর গৃহে আলোক দিবার সময় হইয়াছে'।

(খ) এরূপ কতকগুলি বাক্য আছে যে তাহাদের বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা যায় না। কিন্তু লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থদ্বারাই

তাহাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা যায়। যথা, তিনি 'মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন' অর্থাৎ 'মরিয়াছেন'; ইহা আপনার 'অনুকূল গলহস্ত' অর্থাৎ 'হিতকর'; 'গণ্ডের উপর বিস্ফোটক' অর্থাৎ 'বিপদের উপর বিপদ'; 'তিনি অরণ্যে রোদন করিলেন' অর্থাৎ 'তাঁহার চেষ্টা বৃথা হইল'; মাতৃ-আজ্ঞা 'শিরোধার্য্য' অর্থাৎ 'অবশ্য পালনীয়'; আমি ইহার 'বিন্দুবিসর্গও জানি না' অর্থাৎ 'কিছুই জানি না'; আমার 'তাপিত প্রাণ শীতল হইল' অর্থাৎ 'ক্লেশ দূর হইল'; আমার 'পা উঠিতেছে না' অর্থাৎ 'যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না'; তিনি 'ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন' অর্থাৎ 'ইহাকে বিবাহ করিয়াছেন'; তিনি 'দারপরিগ্রহ করেন নাই' অর্থাৎ 'বিবাহ করেন নাই'; তাঁহার 'মুখ ভোঁতা হইয়াছে' অর্থাৎ 'কথায় কোন ফল হয় নাই'; 'মশা মারিতে কামান পাতা' অর্থাৎ 'তুচ্ছ কার্য্যে মহা আড়ম্বর'; 'নির্ম্মক্ষিক প্রদেশ' অর্থাৎ 'নির্জ্জন স্থান' ইত্যাদি।

৫। একাকার শব্দ সকল উচ্চারণের তারতম্যে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। যথা, বিবাহই তাহার 'কাল' হইল; 'কাল' তিনি এখানে আসিবেন; সন্ধ্যাবন্দনার 'কাল' উপস্থিত। সে কোন কার্য্য 'করে' না তবে কি 'করে' সংসার চালাইবে ইত্যাদি।

(ক) পাঠের তারতম্য হেতুও একাকার শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইয়া থাকে। যথা, 'সে কি পড়ে?' এই বাক্যটীতে 'কি' এই শব্দের উপর জোর দিয়া পড়িলে, 'কি পুস্তক পড়ে' এই অর্থ বুঝায়; 'পড়ে' এই শব্দের উপর জোর দিয়া পড়িলে, 'পড়ে বা অন্য কার্য্য করে' এইরূপ অর্থ বুঝায় এবং 'সে' এই কথাটীর উপর জোর দিয়া পড়িলে, 'সে বা অন্য কেহ' এইরূপ অর্থ বুঝায় ইত্যাদি।

৬। কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিদ্বারা বাক্যের ভিন্নরূপ অর্থ হইয়া থাকে অর্থাৎ কখন বিধিবাক্যের নিষেধ অর্থ এবং কখন নিষেধবাক্যের বিধি অর্থ বুঝাইয়া যায়। ইহাকেই কাকু বলে। কাকুস্থলে প্রায়ই 'কি', 'কোথায়',

'কে' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, মিথ্যাবাদীকে কে বিশ্বাস করে? অর্থাৎ কেহই বিশ্বাস করে না। সুশীল বালককে কে না ভালবাসে? অর্থাৎ সকলেই ভালবাসে ইত্যাদি।

৭। 'কেবল', 'অন্ততঃ', 'বিশেষ' প্রভৃতি শব্দগুলি বাক্যমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যথা, 'কেবল' রাম প্রয়াগে গিয়াছিল (কেবল রাম, আর কেহ নহে); রাম 'কেবল' প্রয়াগে গিয়াছিল (অন্য কোন স্থানে নয়); রাম প্রয়াগে 'কেবল' গিয়াছিল (গিয়াছিল মাত্র, মুণ্ডনাদি করে নাই) ইত্যাদি।

দোষ (Defects in Composition)।

১। শব্দ, অর্থ ও রসাদির অপকর্ষের নাম দোষ। উহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটী নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

২। শ্রুতির অসুখকর কর্কশ শব্দসকল প্রযুক্ত হইলে শ্রুতিকটুতা দোষ হয়। যথা, "বৃক্ষমূলে ঋক্ষকুল তরক্ষুর প্রতি রুক্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে"।

৩। ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ পদ প্রযুক্ত হইলে, ব্যাকরণদুষ্টতা-দোষ হয়। যথা, উদ্যানের 'বাহ্যিক' দৃশ্য দর্শনে সুখী হইলাম।

৪। সচরাচর অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ সকল প্রযুক্ত হইলে অপ্রযুক্ততা-দোষ হয়। যথা,

"ঈশানের উর্ব্বুধে মারা গেল মার।"

৫। যে শব্দ যে অর্থের বোধক তাহাকে অন্য অর্থে প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা-দোষ হয়। যথা, "মৎস্যরাজপুত্র করে করহ অর্পণ।" এখানে 'মৎস্যরাজপুত্র' (অর্থাৎ উত্তর) এই শব্দটী 'প্রত্যুত্তর দেওয়া' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া অসমর্থতা দোষ হইয়াছে।

৬। একার্থক দুই শব্দ একত্র প্রযুক্ত হইলে নিরর্থকতা দোষ হয়। যথা, তিনি 'সাদা' 'সর্ব্বদা' এখানে আসিয়া থাকেন ইত্যাদি।

৭। লজ্জা বা ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ প্রযুক্ত হইলে অশ্লীলতা দোষ হয়।

৮। অতি কষ্টে যে সকল শব্দের অর্থবোধ হয় সেইগুলি প্রযুক্ত হইলে, ক্লিষ্টতা-দোষ হয়। যথা, ধ্বান্তারিতনয়াপুলিনবিহারী' কংশারি তোমার মঙ্গল করুন ইত্যাদি।

৯। অনাবশ্যক শব্দ বাক্যমধ্যে প্রযুক্ত হইলে অধিকপদতা-দোষ হয়। যথা, আমি 'চক্ষুদ্বারা' চিত্রপটগুলি দর্শন করিলাম ইত্যাদি।

১০। বাক্যমধ্যে যে পদগুলি প্রয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক সেগুলি প্রয়োগ না করিলে ন্যূনপদতা-দোষ হয়। যথা, জীবগণ 'মায়াবদ্ধ' হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে গতায়াত করিয়া থাকে। এখানে 'মায়াপাশে বদ্ধ' এইরূপ প্রয়োগ করা উচিত।

১১। অযোগ্য শব্দ বাক্যমধ্যে প্রযুক্ত হইলে অনৌচিত্য দোষ হয়। যথা, রণাধ্বরে 'পশুভূত বীরগণ স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। বীরগণ স্তুতিরই পাত্র, সুতরাং এখানে 'পশুভূত' পদটীর প্রয়োগ অনুচিত হইয়াছে।

১২। পাপে মলিনতা, যশে ধবলতা, বর্ষাকালে হংসগণের মানস-সরোবরে গমন, দিবসে কমলবিকাশ, রাত্রিতে কুমুদোন্মেষ, সূর্য্যপ্রিয়া কমলিনী ও ছায়া, চন্দ্রপ্রণয়িনীকুমুদিনী ও তারকাবলী, মেঘগর্জ্জন শ্রবণে ময়ূরের নৃত্য, চক্রবাকমিথুনের নিশাবিরহ, রমণীগণের চরণতাড়নে অশোকপুষ্পবিকাশ, চন্দনতরুর ফলপুষ্পহীনতা, চকোরের সুধাপান, চাতকের মেঘজলপান, প্রভৃতি কবিপ্রসিদ্ধ বিষয়ের বিরুদ্ধ বর্ণনাকে খ্যাতিবিরুদ্ধতা-দোষ কহে। যথা, চন্দ্রোদয়ে কমলিনী বিকসিত ও কুমুদিনী নেত্র নিমীলিত করিল।

গুণ (Style)।

১। যে ধর্ম্মদ্বারা রসের উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহাকে গুণ (style) কহে। গুণ তিন প্রকার—মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ।

২। রচনায় যে গুণ থাকিলে শ্রবণমাত্রেই চিত্ত দ্রবীভূত হয় তাহাকে মাধুর্য্য-গুণ (elegance) কহে। যথা,—

"পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে, ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।"

৩। রচনায় যে গুণ থাকিলে, শ্রবণমাত্রেই চিত্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে তাহাকে ওজোগুণ (elaborate style, abounding with compounds) কহে। যথা, "হে ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে? একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে।"

(ক) রচনায় সমাসবাহুল্য থাকিলেও ওজোগুণ হয়। যথা, "হরিদ্বর্ণ-শষ্পবীথি-পরিপূর্ণ-পরিচ্ছন্ন-প্রদেশ, ফলকুসুম-শোভিনী নয়নানন্দ-দায়িনী পাদপশ্রেণী, জলদজালসদৃশ উচ্চতর শৈলশিখর, হরিণসমাকীর্ণ অরণ্য, ভ্রমরগুঞ্জিত নিকুঞ্জ, হংসসারসশোভিত সরোবর, আর স্বভাব-সুন্দর সেই বনস্থান বিলোকন করিয়া পরমসুখে সময় অতিবাহন করিব।"

৪। যে গুণপ্রভাবে, পাঠ করিবামাত্রেই রচনার অর্থবোধ হইয়া যায় এবং মনও তন্মধ্যে নিবিষ্ট হয় তাহাই প্রসাদ গুণ (perspicuity)। যথা,— "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥"

রস (Sentiments)।

১। রস (sentiments) নয় প্রকার—বীর, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, আদি, হাস্য, বীভৎস ও শান্ত।

২। কোন বিষয় পাঠ, শ্রবণ বা দর্শন করিলে আমাদের হৃদয়ে যে ভাবটী বদ্ধমূল হয় তহোকে স্থায়িভাব কহে। বীররসে স্থায়িভাব উৎসাহ; এইরূপ করুণরসে শোক, অদ্ভুতরসে বিস্ময়. রৌদ্ররসে ক্রোধ, ভয়ানকরসে ভয়, আদিরসে অনুরাগ, হাস্যরসে হাস, বীভৎসরসে জুগুপ্সা, শান্তরসে শম।

৩। দয়া, ধর্ম্ম, দান ও যুদ্ধ বিষয়ে উৎসাহবিষয়ক যে ভাব তাহাকে বীর (heroic) রস কহে। জীমূতবাহন প্রভৃতি দয়াবীর, যুধিষ্ঠিরাদি ধর্ম্মবীর, কর্ণ প্রভৃতি দানবীর, রামচন্দ্র প্রভৃতি যুদ্ধবীর। যথা,—

"দানবনন্দিনী আমি রক্ষঃকুলবধূ
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে ?"

৪। প্রিয়বিরহ বা অপ্রিয়সংযোগজন্য মনে যে শোকের সঞ্চার হয় তাহাকে করুণ (pathetic) রস কহে। যথা,—

"হেরি গান্ধারী কাতরা কাঁদি কহিছে কেশবে,
হায় শোকে প্রাণ যায় কৃষ্ণ দেখিয়া এ সবে।

৫। অদ্ভুত বিষয় দর্শন করিলে মনে যে বিস্ময়ের আবির্ভাব হয় তাহাকে অদ্ভুত (surprising) রস কহে। যথা,—

"অপরূপ দেখ আর, হের ভাই কর্ণধার, কামিনী কমলে অবতার।
ধরি বামা বাম করে, সংহারয়ে করিবরে, উগরয়ে করয়ে সংহার ॥"

৬। ক্রোধজনক রসকে রৌদ্র (terrible) রস কহে। যথা,

"তবে ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে ভয়ঙ্কর।
গদা ফেলি মারিলেক রথের উপর ॥"

৭। ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শনাদিদ্বারা মনে যে ভয়ের সঞ্চার হয় তাহাকে ভয়ানক (fearful) রস কহে। যথা, "তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া স্পর্শপ্রস্তরে পদাঘাত করিলাম, পদাঘাতমাত্র অন্ধকার হইয়া বজ্রতুল্য বিকট শব্দ শ্রুত ও বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইতে লাগিল।"

৮। আদিরস—যথা, "সীতা কোমল বাহুবল্লী দ্বারা রামের গলদেশ অবলম্বন করিলে, তিনি অনির্ব্বচনীয় স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তোমার বাহুলতা স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীরে যেন অমৃতধারা বর্ষণ হইতেছে; ইন্দ্রিয়সকল অভূতপূর্ব্ব রসাবেশে অবশ হইয়া আসিতেছে; চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে; অকস্মাৎ আমার নিদ্রাবেশ কি মোহাবেশ উপস্থিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

৯। হাস্যজনক বাক্য বা চেষ্টা দর্শনে মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহাকে হাস্য (comic) রস কহে। যথা,—

"জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্য্যোধন।
সপ্তাহ-মধ্যেতে হবে তক্ষকদংশন॥"

১০। ঘৃণাজনক দৃশ্য দর্শন করিলে মনে যে ভাবের সঞ্চার হয় তাহাকে বীভৎস রস কহে। যথা,—

"———মলমূত্র না বিচারি কিছু,
অন্নসহ মাখি হায় খায় অনায়াসে।"

১১। সংসারকে অসার জানিয়া বৈরাগ্য জন্মিলে মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহাকে শান্তরস কহে। যথা,—

"স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে,
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে॥"

অলঙ্কার (Figures of Speech)।

১। শব্দ ও অর্থের শোভা-সম্পাদক অস্থায়ী ধর্ম্মকে অলঙ্কার (figures of speech) কহে। কুণ্ডল, হার, বলয়, প্রভৃতি যেরূপ মানবদেহের শোভা সম্পাদন করে সেইরূপ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি শব্দ ও অর্থের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে; এজন্য ইহাদিগকে অলঙ্কার কহে। অলঙ্কার দুইপ্রকার—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার।

১। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল শব্দালঙ্কার (figure of words) প্রচলিত, তন্মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও বক্রোক্তি এই কয়টী প্রধান।

২। স্বরবর্ণের ঐক্য না থাকিলেও ব্যঞ্জনবর্ণের যে সাদৃশ্য তাহাকে অনুপ্রাস (alliteration) কহে। যথা,—

"কোকিলকোকিলা করে কল রবে গান।
মধুকরীমধুকরে মধু করে পান॥"

৩। ভিন্নার্থবোধক একাকার শব্দের পুনরাবৃত্তিকে যমক (analogue) কহে। যমক তিন প্রকার—আদ্যযমক, মধ্যযমক ও অন্ত্যযমক। যথা,—আদ্য—"সুবর্ণ-সু-বর্ণ জিনি মুখকমলজ,
কি রূপ! কিরূপ করি কৈল্ কমলজ॥"

মধ্য—"পাইয়া চরণ-তরি তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধু-ভব ভব সে ভরসা॥"

অন্ত্য—"কাতরে কিঙ্করে ডাকে তার ভব ভব।"

৪। যেখানে একটী শব্দ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয় তাহাকে শ্লেষ কহে। যথা,—

"কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহনিশ।"

৫। যদি কোন ব্যক্তি শ্লেষ বা কাকু অর্থাৎ স্বরভঙ্গিদ্বারা অপর ব্যক্তির কোনরূপ অর্থযুক্ত বাক্যের অন্যপ্রকার অর্থ করে তাহা হইলে তাহাকে বক্রোক্তি কহে। যথা,—(১)। শ্লেষবক্রোক্তি—

"দ্বিজরাজ হ'য়ে কেন বারুণীসেবন?
রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।"

(২)। কাকুবক্রোক্তি—"চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহার কি দাহিকা শক্তি থাকে না?" অর্থাৎ থাকে।

অর্থালঙ্কার।

১। কোন অংশে একরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য কথনকে উপমা (simile) কহে। যেখানে উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম্ম ও একটী উপমাবাচক শব্দ * থাকে, তাহাকে পূর্ণোপমা কহে। যথা, তিনি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যবাদী।

(ক) যেখানে ইহার মধ্যে দুই একটী না থাকে, তাহাকে লুপ্তোপমা কহে। যথা, ইনি ইন্দীবর-শ্যাম্-তনু অথবা ইন্দীবর-তনু।

২। একটী উপমেয়ের অনেকগুলি উপমান থাকিলে, মালোপমা কহে। যথা, "কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায়, বিকটমূর্ত্তি এক সেনাপতি সমভিব্যাহারে যমদূতের ন্যায় কতকগুলি কুরূপ, কদাকার, শবরসৈন্য আসিতেছে।"

৩। একই বস্তু উপমান ও উপমেয় হইলে অনন্বয়োপমা (reflexive simile) কহে। যথা,—

"অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা, আপনি আপন সমা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-আকৃতি।"

৪। যেখানে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণিত হয় তাহাকে ব্যতিরেক-অলঙ্কার কহে। যথা,—

"চন্দ্রে সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়। কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥"

৫। যেখানে উপমেয়কে উপমানরূপে আরোপ করা যায় তাহাকে রূপক (metaphor) কহে। রূপক বুঝাইবার জন্য 'রূপ', 'স্বরূপ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমাসে 'রূপ' প্রভৃতি শব্দের লোপ হয়। উহারা কখন কখন উহ্যও থাকে। যথা, "সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে, ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ

* ন্যায়, সদৃশ, সম, যথা, প্রায়, তুল্য, যেরূপ, সেইরূপ, যেমন, তেমন, যেমতি, তেমতি প্রভৃতি শব্দগুলি উপমাবাচক।

করিল। নলিনী দিনমণির বিরহে অলিরূপ অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়া কমলরূপ নেত্র নিমীলন করিল।

(ক) যেখানে অঙ্গীতে কোন বস্তুর আরোপ করা হইলে, তাহার অঙ্গভূত বস্তুতেও অন্য বস্তুর আরোপ করা হয় সেখানে সাঙ্গরূপক হয়। যথা,— ———"শোকের ঝড় বহিল সভায়!
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন-
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু, অশ্রু-বারি-ধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব॥"

(খ) যদি এক বস্তুর আরোপ জন্য অন্য বস্তুব আরোপ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরম্পরিত রূপক কহে। যথা,—
"প্রতাপতপনে কীর্ত্তিপদ্ম বিকাশিয়া। রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া॥"

৬। যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অপর কোন বিষয়ের অভেদ কল্পনা করা যায়, সেইস্থলে উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কার হয়। উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার, বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। 'যেন', 'বুঝি' প্রভৃতি উৎপ্রেক্ষা-বাচক শব্দের প্রয়োগ থাকিলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং ঐগুলির প্রয়োগ না থাকিলে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হইয়া থাকে। যথা, (১) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা— "মুনিজনেরা রক্তচন্দনসহিত যে অর্ঘ্য দান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ হইলেন।" (২) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা—

"বেলা ঠিক দুই প্রহর। সমস্ত নিস্তব্ধ। বসুন্ধরাদেবী প্রচণ্ড আতপ-তাপ সহ্য করিতে না পারিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছেন।"

৭। যেস্থলে সমান ধর্ম্মাক্রান্ত দুইটী বস্তুর সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে কথিত হয় তাহাকে দৃষ্টান্ত-অলঙ্কার কহে। যথা, "সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, একথা অগ্রাহ্য; উর্ব্বর ক্ষেত্রে কি কণ্টকীবৃক্ষ জন্মে না?"

৮। যেস্থলে সাদৃশ্য হেতু কাহারও উপর কোন অবাস্তবিক ধর্ম্ম

অথবা কার্য্য আরোপিত করা যায় তাহাকে নিদর্শনা-অলঙ্কার কহে। যথা, "কোন্ ব্যক্তি এই ধরাতলে মানবগণকে তাপিত করিয়া চিরকাল ঐশ্বর্য্যশালী থাকে? এইটী সকলকে জানাইয়া দিবাকর অস্তগত হইল।"

৯। যেখানে উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাকেই অতিশয়োক্তি (hyperbole) কহে। 'মুখ হইতে মধুর বচন নিঃসৃত হইতেছে' এই অর্থ বুঝাইবার জন্য 'চন্দ্র হইতে সুধাবর্ষণ হইতেছে' এই বাক্যটীর যদি প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। যথা,—

"আয় আয় দেখ সখি যশোদার অঙ্কে,
উঠেছে পার্ব্বণ-চাঁদ ত্যজিয়া কলঙ্কে॥"

১০। সামান্য ঘটনাদ্বারা বিশেষ বিষয়ের এবং বিশেষ ঘটনাদ্বারা সামান্য বিষয়ের সমর্থন অর্থাৎ দৃঢ়তা প্রতিপাদিত হইলে উহাকে অর্থান্তর-ন্যাস-অলঙ্কার (corroboration) কহে। যথা,—(১) সামান্যদ্বারা বিশেষসমর্থন—"অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন সখি! সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ। মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করিবে?" (২) বিশেষদ্বারা সামান্য সমর্থন—

"চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে, দংশেনি যারে॥"

১১। অত্যন্ত সৌসাদৃশ্যহেতু এক বস্তুকে অন্য বস্তুর যে কবিকল্পিত ভ্রম তাহাকে ভ্রান্তিমান্-অলঙ্কার কহে। যথা,—

"উৎপলাক্ষী সীতা সতী তমসার জলে,
আপন নয়নছায়া দেখি কুতূহলে,
কুবলয়যুগ ভাবি বাহু প্রসারিয়া,
ধরিতে করেন যত্ন সানন্দ হইয়া॥"

১২। উপমেয়তে উপমানের যে কবিকল্পিত সংশয় তাহাকে সন্দেহ-অলঙ্কার কহে। যথা,—

"ইনি কিহে মদনের রথের পতাকা,
তারুণ্যতরুর কিংবা কুসুমিত শাখা,
অথবা লাবণ্য-বারিনিধির লহরী,
কিংবা মনোবিমোহন বিদ্যারূপধারী॥"

১৩। এক বস্তুর নানাপ্রকারে উল্লেখের নাম উল্লেখ-অলঙ্কার। যথা, "বিদ্যানামে তার কন্যা, আছিলা পরমধন্যা, রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।

১৪। যেখানে উপমেয়ের গোপন করিয়া উপমানের স্থাপন করা হয় তাহাকে অপহ্নুতি-অলঙ্কার কহে। যথা—

"ও নহে আকাশ, নীলনীরনিধি হয়।
ও নহে তারকাবলী, নব ফেনচয়॥"

১৫। উপমানের গোপন করিয়া উপমেয়ের স্থাপন করাকে নিশ্চয়-অলঙ্কার কহে। যথা, আমার হৃদয়ে এ মৃণালমালা, সর্প নয়; আমার কণ্ঠে নীলকান্তমণির আভা, এ কালকূট নয়; আমার গাত্রে শ্বেতচন্দন, এ ভস্ম নয়; হে কন্দর্প! তবে কিজন্য আমাকে মহাদেব বলিয়া প্রহার করিতে আসিতেছ?"

১৬। যেখানে প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিত এই দুই বিষয়ের এককালে এক ক্রিয়ার সহিত অথবা এক কারকের অনেক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকে তাহাকে দীপক-অলঙ্কার কহে। যথা,—

(১) "পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে।
উৎসবে সম্পদ শোভে কাব্য অলঙ্কারে॥"

(২) "অজিন (রঞ্জিত আহা কত শত রঙে)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,

সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ; কভু বা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে ;
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।"

১৭। যেখানে সমান কার্য্য, সমান লিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিত বিষয়ের ব্যবহার আরোপ করা হয় তাহাকে সমাসোক্তি-অলঙ্কার (personification) কহে। যথা,—

"হায়রে তোমারে কেন দুষি ভাগ্যবতি ?
ভিখারিণী রাধা এবে, তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, শুভগে তব সঙ্গিনী
অর্পেণ সাগরকরে তিনি তব পাণি,
সাগরবাসরে তব তাঁর সহ গতি॥"

১৮। যেখানে কারণ আছে অথচ কার্য্য দেখা যায় না, সেখানে বিশেষোক্তি-অলঙ্কার হয়। যথা, "যুবা হইয়াও চাঞ্চল্যরহিত ও অনেকের প্রভু হইয়াও প্রমাদহীন, এরূপ লোক ভূমণ্ডলে কতজন আছেন ?"

১৯। পদার্থসকলের প্রকৃত রূপগুণাদির যথাযথভাবে বর্ণনা করাকে স্বভাবোক্তি-অলঙ্কার কহে। যথা,—

"উঠহে পথিকবর ভাবুকপ্রবর, ভাবনিদ্রা হর, বেলা তৃতীয় প্রহর।
অই দেখ গোধন মহিষ মেষদলে, ছায়া হেতু দলে দলে তরুতলে চলে।
গোষ্ঠ ত্যজি হাম্বারবে উচ্চ পুচ্ছ তুলে, সমাকুল বৎসকুল ধায় বৃক্ষমূলে।
প্রখর ভানুর করে প্রবল পিপাসা, পাণি পাতি প্রবাহের পয় পিয়ে চাষা।"

২০। যেখানে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করা হয় তাহাকে ব্যাজস্তুতি (irony) কহে। যথা,—

"অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।"

"তব হে জনম অতি বিপুলে,ভুবন বিদিত অঙ্কের কুলে।
জনকদুহিতা বিবাহ করি, তাহাতে ভাসালে যশের তরি ॥"।

ছন্দঃ প্রকরণ (Versification)।

১। বাক্য সকল দুই প্রকার—গদ্য ও পদ্য। ছন্দোবিহীন বাক্যকে গদ্য (prose) এবং ছন্দোবদ্ধ বাক্যকে পদ্য (poetry) কহে। যাহা পরিমিত অক্ষরে বদ্ধ এবং শ্রবণ ও মনের প্রীতিপদ তাহাকে ছন্দ (versification) কহে। ছন্দ দুই প্রকার—মিত্রাক্ষর (rhyme) এবং অমিত্রাক্ষর (blank verse)।

২। যে ছন্দে অন্ত্যবর্ণের মিল থাকে না তাহাই অমিত্রাক্ষর ছন্দ। যথা,— "কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে।"

৩। যে ছন্দে অন্ত্য বর্ণ ও উপান্ত্য স্বরের মিল থাকে তাহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দ কহে। যথা,—
"অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গনীর তীরে, পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে।"

৪। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, ললিত, একাবলী প্রভৃতি নানাপ্রকার মিত্রাক্ষর ছন্দ আছে। তন্মধ্যে সচরাচর প্রচলিত প্রধান প্রধান কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৫। যদি প্রতিচরণে একাদশ অক্ষর এবং ষষ্ঠ ও নবম অক্ষরে যতি থাকে, তাহা হইলে তাহাকে একাবলী-ছন্দ কহে। যথা,—
"সে সব বলিয়া জানাব কত। বলিবার শক্তি নাই যে তত ॥"

(ক) অষ্টম অক্ষরে যতি থাকিলে ভঙ্গ একাবলী কহে। যথা,
"অসংখ্য তারকাজালে মণ্ডিত। বিবিধ বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত ॥"

(খ) একাবলীছন্দে একটী বর্ণ অধিক থাকিলে দীর্ঘএকাবলী কহে। যথা,—"নয়নযুগলে সলিল গলিত। কনকমুকুরে মুকুতা খচিত ॥"

৬। প্রথম দুইটী বর্ণ লঘু এবং তৃতীয় বর্ণ গুরু * এইরূপ চারিবার বিন্যস্ত হইয়া যদি প্রত্যেক চরণে দ্বাদশটী অক্ষর থাকে, তাহা হইলে তাহাকে তোটকছন্দ কহে। যথা,—

"নম নিত্য নিরাময় বিশ্বপতে। নম চিন্ময় পাপি-নিদান-গতে ॥"

(ক) প্রথমবর্ণ লঘু এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ গুরু, এইরূপ চারিবার বিন্যস্ত হইয়া দ্বাদশ অক্ষরে প্রতি চরণ পূর্ণ হইলে, তাহাকে ভুজঙ্গপ্রয়াত বলে। যথা,—

"গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে। কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥"

৭। প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর এবং অষ্টম অক্ষরে যতি থাকিলে তাহাকে পয়ার কহে। যথা,—

"এইরূপ প্রকৃতির রূপ দরশনে। আহা! কি বিমল সুখ উপজিল মনে ॥"

(ক) পয়ারে কখন কখন ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম প্রভৃতি অক্ষরেও যতি দেখা যায়। কিন্তু ইহা উৎকৃষ্ট রীতি নহে। যথা,—

"বিকসিত কামিনীকুসুম তরুতলে। বসিলাম চিন্তাসখী সহ কুতূহলে ॥"

(খ) পয়ারের প্রত্যেক চরণের চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে মিল থাকিলে, মালঝাঁপ কহে। যথা,—

"কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরশান হান হান হাঁকে ॥"

(গ) পয়ারের কেবল চতুর্থ ও অষ্টম বর্ণে মিল থাকিলে, তরল পয়ার কহে। যথা,—"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥"

(ঘ) যদি মালঝাঁপ ও তরল পয়ারের চরণের শেষে একটী একাক্ষর

---

* হ্রস্বস্বর ও তৎসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ লঘু। দীর্ঘস্বর, অনুস্বার ও বিসর্গ যুক্ত বর্ণ এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ গুরু। চরণের শেষে লঘুবর্ণ থাকিলে তাহা কখন গুরু এবং কখন লঘু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

পদ থাকে, অথবা দ্বাদশবর্ণের পর একটী ত্র্যক্ষর পদ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দীর্ঘ মালঝাঁপ বা দীর্ঘ তরলপয়ার কহে। যথা,—

(১) "হাহাকার, সবাকার, শবাকার দেহরে ॥"

(২) "দেহ তার, কি আকার, অস্থিসার, হতেছে ॥"

৮। যে ছন্দে পয়ারের ন্যায় চারিটী চরণ থাকে, এবং প্রথম চরণের সহিত তৃতীয় চরণের ও দ্বিতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মিল থাকে, তাহা পর্য্যায়সম। আর প্রথম চরণের সহিত চতুর্থ চরণের এবং দ্বিতীয় চরণের সহিত তৃতীয় চরণের মিল থাকিলে মধ্যসম কহে। যথা—

(১) "ধন্য সে ধরণীতলে অগ্রগণ্য ধাম !
যাহার মাহাত্ম্য আমি অক্ষম বর্ণনে ;
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" যে ভূমির নাম,
উজ্জ্বল করিতে সাধ করে সর্ব্বজনে ॥"

(২) "প্রভাত হইলে নিশি হাতে লয়ে থালা,
পূরিত উদ্যানসার সুরসাল ফলে,
ধীরে ধীরে উপনীত বকুলের তলে,
ধনশালী কোন এক বণিকের বালা ॥"

(ক) কোন কোন কবিতায় ঐরূপ চারি চরণের পর পরস্পর মিত্রাক্ষরনিবদ্ধ পয়ারের দুইটী চরণ থাকে। যথা,—

"কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী
হিতব্রতে উপদেশ দিয়াছে আমারে ॥
স্বল্প বটে বুদ্ধি আর সামর্থ্য সঙ্গতি,
তবু রত হব আমি পর উপকারে।
বহিবে জীবনস্রোত যথা দয়াবতী
কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ॥"

৯। যে ছন্দে পয়ারের চরণের শেষে একটী অধিক বর্ণ থাকিয়া মিল হয়, তাহাকে মালতী-ছন্দ কহে। যথা,—

"তেজস্বীর তেজ সয় তত দুঃখ হয় না।
তার তেজে যায় তেজ, তার তেজ সয় না॥"

(ক) যে মালতী-ছন্দের শেষে হে, গো, রে, প্রভৃতি একাক্ষর পদ থাকে, তাহার প্রত্যেক চরণের আটটী বর্ণের পরস্থিত ছয়টী বর্ণ পুনরায় ঐ চরণের শেষে যোগ করিলে বিশাখপয়ার হয়। যথা,—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে, কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে, কে পরিবে পায়॥"

(খ) মালতী-ছন্দের প্রত্যেক চরণের শেষের সাতটী বর্ণ পুনরায় ঐ চরণের শেষে যুক্ত হইলে চম্পক-ছন্দ কহে। যথা,—

"দয়াময় তোমা বিনে আর কিছু চাইনে, আর কিছু চাইনে।"

১০। যে ছন্দে প্রত্যেক চরণে প্রথম বর্ণটী গুরু ও দ্বিতীয়টী লঘু এইরূপে চতুর্দ্দশ অক্ষর যোজিত হইয়া শেষে একটী গুরুবর্ণ থাকে, তাহাকে তূণক-ছন্দ কহে। যথা,—

"ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্টহাস হাসিছে।"

১১। যে ছন্দে প্রত্যেক চরণে প্রথমটী গুরু, তার পর তিনটী লঘু এইরূপ বারটী এবং পরে একটী গুরু আর একটী লঘু এবং শেষ বর্ণটী গুরু এইরূপে পনরটী অক্ষর বিন্যস্ত হয়, তাহাকে চামর কহে। যথা,—

শৈশব ত, দেখি গত, আর কত খেলিবে?
বালক কি, ভাব দিন, এই মত যাইবে?"

১২। পয়ারের প্রত্যেক চরণের প্রথমে দুইটী অক্ষর অধিক এবং ঐ দুই অক্ষরে যতি থাকিলে, তাহাকে কুসুমমালিকা কহে। যথা,—

"হল, তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে, পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়॥"

১৩। যে ছন্দে প্রত্যেক চরণে আঠারটী অক্ষর থাকে ও তাহাদের মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও ষোড়শ অক্ষর গুরু, অন্ত্যবর্ণটী লঘু বা গুরু এবং অবশিষ্ট দশটী বর্ণ লঘু হয়, আর পঞ্চম দশম ও পঞ্চদশ বর্ণে যতি থাকে, তাহাকে চম্পকাবলী কহে। যথা,—

"অন্ধ আতুর, দীন মানব, দুঃখ হারক যে জন।
সেই মানুব, ধন্য সেজন, তার সার্থক, জীবন॥"

(ক) কখন কখন এই ছন্দে পঞ্চম, দশম ও পঞ্চদশবর্ণেও মিল থাকে। যথা, "বিশ্বপাবন, বিশ্বজীবন, ভূতভাবন, শঙ্কর।
সৃষ্টিকারক, সৃষ্টিপালক, সৃষ্টিনাশক, ঈশ্বর॥"

(খ) কখন কখন এই ছন্দের প্রত্যেক চরণের আদিতে একটী দুই অক্ষরযুক্ত পদ সংযুক্ত করিয়া দিয়া ইহার বৈচিত্র্য সম্পাদন করা যায়। যথা,— "জয়, কৃষ্ণকেশব, রাম রাঘব, কংশদানব ঘাতন।
জয়, পদ্মলোচন, নন্দ-নন্দন, কুঞ্জকানন-রঞ্জন॥"

১৪। ত্রিপদীছন্দের প্রত্যেক চরণে তিনটী করিয়া পাদ থাকে বলিয়া ইহাকে ত্রিপদী কহে। ইহাতে চরণের শেষে এবং প্রথমপাদের সহিত দ্বিতীয় পাদের মিল থাকে। যে ত্রিপদীছন্দে প্রতিচরণের প্রথম ও দ্বিতীয়পাদে ছয়টী করিয়া এবং শেষ পাদে আটটী বর্ণ থাকে তাহাকে লঘুত্রিপদী কহে। শেষপাদের আটটী বর্ণকে নিম্নলিখিতরূপে বিন্যস্ত করিতে হয়। যেমন, (১) তিনটী, তিনটী, ও দুইটী; (২) দুইটী দুইটী অক্ষর যুক্ত চারিটী পদ; (৩) চারিটী চারিটী; (৪) চারিটী একটী ও তিনটী; (৫) দুইটী, দুইটী ও চারিটী। যথা,—

"কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর, কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, অপ্সরগণের বাস॥"

(ক) কখন বা ইহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে মিল থাকে না। যথা,

"বঙ্গে সুবিখ্যাত, দামোদর নদ, ক্ষীর সম স্বাদু নীর।
বৃক্ষ নানা জাতি, বিবিধ লতায়, সুশোভিত উভতীর ॥"

১৫। লঘুত্রিপদীর প্রত্যেক চরণের শেষে যদি একটী বর্ণ অধিক থাকে, অথবা হে, রে, গো, না প্রভৃতি একাক্ষর পদ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে তরল-ত্রিপদী কহে। যথা,—

"যদি হীন সহ, অহরহ রহ, মতি তব হীন হইবে ॥"
দয়াদৃষ্টে চাহ, ত্বরায় তরাহ, ভারতে ভবভারে গো।"

(ক) কখন কখন এই ছন্দে প্রত্যেক চরণের তিন ভাগে মিল থাকে। যথা, "সাজিল সঘন, সেনা অগণন, করিবারে রণ, চলিল ॥"

১৬। প্রতি চরণের প্রথম দুই পাদে আটটী করিয়া ষোলটী এবং শেষ পাদে দশটী বর্ণ থাকিলে দীর্ঘ ত্রিপদী হয়। যথা,—

"একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে, আগুনের কপালে আগুন ॥"

(ক) শেষ পাদে এগারটী বর্ণ থাকিলে, তাহাকে ললিত ত্রিপদী কহে। যথা,—

"মা বাপ পাষাণহিয়া, হেন ঘরে দিলা বিয়া, ভারত এ দুঃখে ঘর ছাড়িবে।"

(খ) কখন কখন প্রত্যেক আটবর্ণে মিল থাকে। যথা,—

"কাতরে করুণা কর, পাপ তাপ সব হর, ভারতে রাখহ হর, ভজনে ॥"

১৭। চতুষ্পদীছন্দের প্রত্যেক চরণে চারিটী করিয়া পাদ থাকে। যে চতুষ্পদীছন্দে প্রত্যেক চরণের প্রথম তিন পাদে ছয়টী করিয়া আঠারটী এবং শেষ পাদে চারিটী বর্ণ থাকে, তাহাকে লঘু ললিত চতুষ্পদী কহে। এই ছন্দে কখন প্রথম দুই পাদে, কখন বা প্রথম তিন পাদে মিল থাকে, এবং অষ্টাদশ বর্ণে যতি থাকে। চরণের শেষ বর্ণটী প্রায়ই হে, রে, না এইরূপ হইয়া থাকে। যথা,—

"তব মায়াছাঁদে, বিশ্ব পড়ি কাঁদে, ভারতে এফেরে, ফেলিও না ॥"

"আমি ধনী মানী, মনে অনুমানি, কভু অভিমানী, হইও না ॥"

১৮। যে চতুষ্পদী ছন্দে প্রত্যেক চরণের প্রথম তিন পাদে ছয়টী করিয়া আঠারটী এবং শেষ পাদে পাঁচটী বর্ণ থাকে, তাহাকে ললিত কহে। ইহাতে প্রথম তিনপাদে মিল থাকে এবং একবিংশতি বর্ণে যতি থাকে। যথা,—

"কেনরে রসনা, সুরসে রস না, বিরস বাসনা, কেনরে কর।
অমল কমল, জিনিয়ে কোমল, অতি নিরমল, শরীর ধর ॥"

(ক) এই ছন্দে প্রথম তিন পাদে মিল না থাকিয়া, কেবল প্রথম দুই পাদে মিল থাকিলে, তাহাকে ভঙ্গ ললিত কহে। যথা,—

"যত দিন ভবে, না হবে না হবে, তোমার অবস্থা, আমার মত ॥"

(খ) যে ছন্দে ললিতের একচরণ ও ভঙ্গ ললিতের একচরণ মিশ্রিতভাবে থাকে, তাহাকে মিশ্র ললিত কহে। যথা,—

"নয়ন-কমল, নীল উৎপল, মুখ শতদল, দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্ত-পাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি, অধরে নবীন, পল্লব দিল ॥"

১৯। যে চতুষ্পদীতে প্রত্যেক চরণের প্রথম তিন পাদে আটটী করিয়া এবং শেষ পাদে পাঁচটী, এই উনত্রিশটী বর্ণ থাকে, তাহাকে লঘু চতুষ্পদী কহে। ইহাতে কখন প্রথম দুই পাদে কখন বা প্রথম তিন পাদে মিল থাকে। কখন কখন চরণের শেষে হে, রে, এইরূপ একটী বর্ণ থাকে। যথা,—

"তাই বলি শিশু সবে, কটুভাষী নাহি হবে,
মধুর বচনে ফলে, বড় সুফল ॥"

"ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, এ চারি বর্গের ধাম,
বেদে বলে হরি নাম, সুখে জপরে ॥"

২০। যে চতুষ্পদীতে প্রত্যেক চরণের প্রথম তিন পাদে আটটী

করিয়া এবং শেষ পাদে ছয়টী বর্ণ থাকে, তাহাকে পয়ারান্ন চতুষ্পদী কহে। ইহাতে চতুর্ব্বিংশ বর্ণে কখন মিল থাকে, কখন থাকে না। যথা,—

"পিককুল পঞ্চস্বরে, জগতের মন হরে,
বুঝি তারা এই স্বরে, রাজগুণ গায়॥"

"এই বড় বাড়ি যার, তনয় এখন তার'
খেলায় সর্ব্বস্ব বেচে, ভিক্ষা মেগে খায়॥"

২১। যাহাতে প্রত্যেক চরণের প্রথম তিন পাদে আটটী করিয়া ও শেষ পাদে সাতটী বর্ণ থাকে, তাহাকে ললিত' চতুষ্পদী কহে। ইহাতে কখন তিন পাদে কখন বা দুই পাদে মিল থাকে। যথা,—

"নয়ন অমৃত-নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজপতি বিনা কভু, অন্যজনে চায় না॥"

২২। যাহাতে প্রত্যেক চরণের প্রথম তিন পাদে এগারটী করিয়া এবং শেষ পাদে নয়টী বর্ণ থাকে এবং ঐ তিন পাদেই মিল থাকে, তাহাকে দীর্ঘ চতুষ্পদী কহে। যথা,—

"আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজালা,
আধ গলে শোভে গরল কালা, আধই সুধা মাধুরী রে॥"

২৩। যাহার প্রথম চরণে আটটী বর্ণ থাকে এবং দ্বিতীয় চরণ ঠিক পয়ারের ন্যায় হয়, তাহাকে লঘু ভঙ্গ পয়ার কহে। যথা,—

"ধনী বিনত বদনে। এসো এসো বসো বলি তোষে সম্বোধনে॥"

২৪। যাহার প্রত্যেক চরণ ঠিক পয়ারের ন্যায়, কেবল প্রত্যেক দ্বিতীয় চরণের শেষে হে, রে, প্রভৃতি একটী একাক্ষর পদ থাকিয়া মিল হয়, তাহাকে পয়ারাঙ্গ কহে। যথা,—

"তুমিই ডুবিতে পার সুখ-পারাবারে।
তুমিই ডুবাতে পার দুঃখের পাথারে হে॥"

২৫। যাহাতে প্রথম চরণে অগ্রে আটটী বর্ণ ও দ্বিতীয় বর্ণে যতি

থাকে, পরে আবার অবিকল সেই আটটী বর্ণই থাকে এবং দ্বিতীয় চরণটী ঠিক পয়ারের ন্যায় হয়, আর অষ্টম, ষোড়শ ও ত্রিংশ অক্ষরে মিল থাকে, তাহাকে ভঙ্গ পয়ার বলে। যথা,—

"ওরে মানস বিহঙ্গ ওরে মানস বিহঙ্গ। বিষম বিষয় বনে কর কত রঙ্গ।"

২৬। যাহার প্রথম চরণে আটটী বর্ণ ও ষষ্ঠ বর্ণে যতি থাকে এবং দ্বিতীয় চরণটী ঠিক লঘু ত্রিপদীর ন্যায় হয়, তাহাকে হীনপদা লঘু ত্রিপদী কহে। যথা,— "দেখনা মৃতের শির।

জীবন অভাবে, রয়েছে কি ভাবে, এই দশা জেনো স্থির॥"

২৭। যাহাতে প্রথম চরণের দুই পাদে আটটী করিয়া ষোলটী বর্ণ থাকে ও দ্বিতীয় চরণটী ঠিক লঘু ত্রিপদীর ন্যায় হয় এবং অষ্টম, ষোড়শ ও ষট্‌ত্রিংশ বর্ণে মিল থাকে, তাহাকে লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী কহে। যথা,—

"ওরে বাছা ধূমকেতু, মাবাপের পুণ্যহেতু,
কেটে ফেল চোরে, ছাড়ি দেহ মোরে, পুণ্যের বাঁধহ সেতু॥"

২৮। যাহাতে প্রথম চরণে দুই পাদে দশটী করিয়া কুড়িটী বর্ণ থাকে ও দ্বিতীয় চরণটী ঠিক দীর্ঘ ত্রিপদীর ন্যায় হয় এবং দশম, বিংশ ও ষট্‌চত্বারিংশৎ বর্ণে মিল থাকে, তাহাকে ভঙ্গ ত্রিপদী কহে। যথা,—

"চোরে লয়ে কোতোয়াল যায়, দেখিতে সকল লোকে ধায়।
বালক যুবক জরা, কাণা খোঁড়া করে ত্বরা,
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায়॥"

পদ্যসম্বন্ধে কয়েকটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

১। সংক্ষেপ করিবার জন্য পদ্যে কতকগুলি ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গদ্যে উহারা ব্যবহৃত হয় না। যথা, দেখিয়া—দেখি; দেখিতেছে—দেখিছে; শুনিয়া,—শুনি; কহিতেছে—কহিছে ইত্যাদি।

২। 'ইল' ভাগান্ত ক্রিয়াগুলি প্রায়ই 'আ'কারযুক্ত হইয়া পদ্যে

ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং 'ইলাম' ভাগ স্থানে অনেক সময় 'ইনু' হইয়া থাকে। যথা, দেখিলা, যাইলা, করিলা, কহিলা, শুনিলা ইত্যাদি। ভুলিনু, দেখিনু, সেবিনু, করিনু, কহিনু, শুনিনু ইত্যাদি।

৩। পদ্যে নাম ধাতু বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, স্বনিছে, মর্ম্মরিয়া, বিবরিয়া, নাদিলা, গর্জ্জিলা, উত্তরিলা ইত্যাদি।

৪। তব, মম, এবে, হেন, ইথে, যাহে, তাহে, পানে, মাঝারে, তেঁই, কিসে প্রভৃতি পদগুলি পদ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৫। এরূপ কতকগুলি ক্রিয়াপদ পদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যে, তাহারা গদ্যে কখনই ব্যবহৃত হইতে পারে না। যথা, ভণে, তিতিয়া, পশিলা, সুধাই, উপজে, উথলিছে, উছলে, আইনু, বুঝিতে, উর, খেদাইল, আছিলা, পরশে, নারিনু, হেরি, ছুঁইনু, থুলা ইত্যাদি।

৬। কখন কখন ব্যাকরণদুষ্ট পদও পদ্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথা, চার্ব্বঙ্গী, শ্যামাঙ্গিনী, সুকেশিনী ইত্যাদি।

৭। পদের কোমলতা সম্পাদন করিবার জন্য পদ্যে অনেক সময় অপভ্রষ্ট শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, যত্ন—যতন, রত্ন—রতন, প্রাণ—পরাণ, স্বর্ণ—সোণা, মুক্তা—মুকুতা, শক্তি—শকতি, মধ্যে—মাঝে, বর্ষা—বরিষা, হর্ষ—হরিষ, অক্ষি—আঁখি, দ্বার—দুয়ার, মিত্র—মিতা, ত্রাস—তরাস, নিষ্ঠুর—নিঠুর, হৃদয়—হিয়া, পার্শ্ব—পাশ, চিত্ত—চিত, সেচনী—সেঁউতি, বন্ধু—বঁধু, দুগ্ধ—দুধ, দধি—দই ইত্যাদি।

৮। ছন্দের অনুরোধে কখন কখন পদ্যে ব্যাকরণের নিয়মও লঙ্ঘন করিতে হয়।

পত্র-প্রকরণ (Letter-writing)।

১। প্রত্যেক পত্রেরই দুইটী করিয়া অংশ থাকে—শিরোনাম ও অন্তর্ভাগ।

২। শিরোনামে এই চারিটী বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। যথা,

(১) পাঠ; (২) নাম ও উপাধি; (৩) পত্রলেখকের সহিত পত্রগ্রহীতার সম্বন্ধ অথবা পত্রগ্রহীতার পদ; (৪) ঠিকানা।

(ক) ঠিকানা লিখিতে হইলে প্রথমে গ্রামের নাম, পরে পোষ্ট-আফিসের নাম এবং তৎপরে জেলার নাম লিখিতে হয়। ভিন্নদেশে পত্র লিখিতে হইলে জেলার নামের নিম্নে প্রদেশ ও তৎপরে দেশের নাম লিখিতে হয়। ঠিকানা রাজধানীতে বা কোন প্রধান নগরে হইলে বাটীর নম্বর, রাস্তার নাম, এবং সেই নগর বা রাজধানীর নাম লিখিতে হয়।

১ম ধারা—পিতাকে পত্র লিখিতে হইলে শিরোনাম—

পরম পূজনীয় *
শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।

দেয়া প্রতাপপুর।

পোষ্ট জগদ্বল্লভপুর। জেলা হাওড়া।

৩। পত্রের অন্তর্ভাগে এই কয়টী বিষয় লিখিতে হয়। (১) পত্রের সর্ব্বোপরি মধ্যভাগে ঈশ্বর বা অভীষ্টদেবতার নাম। (২) পাঠ। (৩) বক্তব্য বিষয়। (৪) স্থানের নাম (অথবা সম্পূর্ণ ঠিকানা) ও তারিখ।

১ম ধারা—পিতাকে পত্র লিখিতে হইলে অন্তর্ভাগ—

শ্রীশ্রীহরিঃ।
শরণং।

শ্রীচরণকমলেষু।

সেবক * শ্রীহরিনাথ দেবশর্ম্মণঃ † বহুসংখ্যক প্রণতিপুরসরঃ নিবেদনমেতৎ। মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাসের কায়িক ও মানসিক সমস্ত মঙ্গল। বহুদিবসাবধি কোন আশীর্ব্বাদপত্র না পাওয়ায় অতিশয় উৎকণ্ঠিত

---

* শিরোনামে 'পূজনীয়' 'পূজ্যপাদ' এবং 'শ্রীচরণাম্বুজেষু' শ্রীচরণেষু' ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাঠে 'সেবকানুসেবক', 'ভৃত্যানুভৃত্য', 'দাসানুদাস' প্রভৃতি ভৃত্যবোধক শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† শূদ্র হইলে 'দাসস্য', 'বসুদাসস্য', 'মিত্রদাসস্য' ইত্যাদি লিখিতে হয়।

আছি। অতএব সানুনয় নিবেদন এই যে, অনুগ্রহপূর্ব্বক বাটীর কুশল-সমাচার লিখিয়া উদ্বেগ দূর করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ ভাইজীউর শরীর একটু অসুস্থ হইয়াছিল। আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এক্ষণে বেশ সুস্থ হইয়াছে। তাহার পরীক্ষার ফল এখনও জানিতে পারা যায় নাই। জানিতে পারিলেই শ্রীচরণে নিবেদন করিব ইতি

হাওড়া
২০শে বৈশাখ,
১৩১৭ সাল।

(ক) আজকাল অন্তর্ভাগে যেখানে ঈশ্বর বা অভীষ্টদেবতার নাম লেখা হয়, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থানের নাম ও তারিখ লিখিবার এবং সর্ব্বনিম্নে স্বাক্ষর করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়।

৪৭। সম্বন্ধানুসারে শিরোনামে 'পিতাঠাকুর' শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়া প্রথম ধারার পাঠ পিতামহ, মাতামহ, প্রপিতামহ, প্রমাতামহ, পিতৃব্য (জেঠা, খুড়া), জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইত্যাদি এবং শ্বশুর, মাতুল, মাতৃষসৃ-পতি (মেসো), পিতৃষসৃ-পতি (পিসে) প্রভৃতি পূজ্যব্যক্তিদিগকে লিখিতে হয়। ইহার মধ্যে কেহ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে নিম্নে দর্শিত ২য় ধারার পাঠ লিখিতে হয়। ভ্রাতার শ্বশুর, ভগিনীর শ্বশুর, শ্বশুরের ভ্রাতা ও ঐরূপ অপর জ্যেষ্ঠ সম্পর্কীয়দিগকেও এইরূপ লিখিতে হয়।

২য় ধারা—শিরোনামে—'বন্দনীয় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তালুই মহাশয় বন্দনীয়েষু' এইরূপ এবং অন্তর্ভাগে—'বন্দনীয়েষু। প্রণত শ্রীকালীকিঙ্কর দেবশর্ম্মণঃ প্রণতিপুরঃসর নিবেদন মেতৎ। ভবদাশীর্ব্বাদে অকিঞ্চনের সমস্ত মঙ্গল ইত্যাদি।' এইরূপ লিখিতে হয়।

৫। পুত্র পিতাকে যেরূপ পাঠ ও শিরোনামাদি লিখিয়া থাকেন, কন্যারও পিতা ও পিতৃপর্য্যায়ের ব্যক্তিদিগকে এবং শ্বশুর, ভাসুর, ও

তৎসম্পর্কীয় গুরুজনদিগকে ঐরূপ পাঠাদি লেখা বিহিত। কেবল পাঠে 'দেব্যাঃ' বা 'দাস্যাঃ' কিংবা 'শ্রীচরণাশ্রিতায়াঃ' এইরূপ লিখিতে হয়। পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে 'স্নেহানুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীমতী' ইত্যাদি পাঠও লিখিতে পারেন। এইরূপ পাঠ স্নেহব্যঞ্জক।

৬। পিতামহী, মাতামহী, মাতা, বিমাতা, পিতৃব্যপত্নী, পিতৃষসা, মাতৃষসা, শ্বশ্রূ, মাতুলানী, জ্যেষ্ঠাভগিনী, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপত্নী প্রভৃতি পূজনীয়াদিগকে প্রথম ধারার পাঠাদি লিখিতে হয়। কেবল শিরোনামে একটু বিভিন্নতা হইয়া থাকে। যথা, পরমপূজনীয়া বা পরমার্চ্চনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী ইত্যাদি ; শ্রীচরণকমলেষু ইত্যাদি।

৭। গুরু ও তাঁহার পুত্র, পিতা, পিতামহাদি নিকটসম্পর্কীয়দিগকে এবং পুরোহিতদিগকে পিতার তুল্য এবং গুরুপত্নীকে মাতার তুল্য পাঠ লেখাই বিহিত। কেবল গুরুর পত্রের শিরোনামে 'শ্রীমদভীষ্টদেব' এবং গুরুপত্নীর পত্রের শিরোনামে 'গুরুপত্নী ঠাকুরাণী' এইরূপ লিখিতে হয়।

৮। পুত্রকে পত্র লিখিতে হইলে স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপক পাঠ এবং তদনুযায়ী শিরোনামা লেখা বিহিত। যথা,—

৩য় ধারা— শিরোনাম।

পরমকল্যাণাস্পদ শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
বাবাজীউ দীর্ঘায়ুর্নিরাপৎসু।*

ক্ষেমাস্পদেষু পাঠ।

শুভানুধ্যায়িনঃ* শ্রীতারাপদ দেবশর্ম্মণঃ † পরমশুভাশীর্ব্বাদবিজ্ঞাপনমিদং। অত্রৈব কায়িক সমস্ত মঙ্গল। বাবাজীউর মাঙ্গল্য শ্রীশ্রী৺স্থানে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি ইত্যাদি।

* শিরোনামে 'অশেষক্ষেমধাম', 'পরমমঙ্গলাকর' বা ক্ষেমাস্পদ ইত্যাদি এবং 'চিরজীবিষু', 'পরমমঙ্গলাকরেষু', 'ক্ষেমাস্পদেষু বা 'আয়ুষ্মৎসু' ইত্যাদিও লিখিত হইয়া থাকে। পাঠে 'শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ,' 'মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণঃ,' 'হিতাকাঙ্ক্ষিণঃ,' 'নিত্যাশীর্ব্বাদকস্ত' ইত্যাদি এবং 'পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু,' বা 'পরমশুভাশিষঃ সন্তু' ইত্যাদিও লিখিত হইয়া থাকে। † শূদ্র হইলে 'দাসস্ত' বা ঘোষদাসস্ত' ইত্যাদিরূপ লিখিতে হয়।

৯। পিতা পুত্রকে যেরূপ পাঠাদি লিখিয়া থাকেন, মাতাও ঐরূপই লিখিবেন। কেবল 'শুভানুধ্যায়িনঃ' স্থলে 'শুভানুধ্যায়িন্যাঃ' ইত্যাদি এবং 'দেবশর্ম্মণঃ' স্থলে 'দেব্যাঃ' শূদ্র হইলে 'দাস্যাঃ' ইত্যাদি লিখিতে হয়।

১০। পুত্রকে যেরূপ পাঠাদি লিখিতে হয়, পৌত্র, দৌহিত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, ভ্রাতৃসম্পর্কীয় কনিষ্ঠমাত্র এবং দেবর ও স্বগোত্রের কনিষ্ঠমাত্রকেই ঐরূপ পাঠাদি লিখিত হইয়া থাকে।

১১। পুত্রকে যেরূপ পাঠাদি লেখা যায় কন্যাকেও ঠিক ঐরূপই লিখিতে হয়। কেবল শিরোনামে 'পরমকল্যাণীয়া শ্রীমতী ভবতারিণী দেবী বা দাসী চিরজীবিনীষু, প্রাণাধিকাষু নয়নানন্দদায়িনীষু' ইত্যাদি এইরূপ লিখিতে হয়।

১২। কন্যার পত্রে যেরূপ পাঠাদি লিখিতে হয়, পৌত্রি, দৌহিত্রী, ভ্রাতুষ্কন্যা, ভাগিনেয়ী প্রভৃতিকেও সেইরূপই লিখিতে হয়।

১৩। পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি কন্যার তুল্য হইলেও উহাদের পত্রে শিরোনামের একটু বিভিন্নতা হইয়া থাকে। যথা, স্বধর্ম্মপরিপালিকা শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী বা দাসী ইত্যাদি।

১৪। স্বামীকে পত্র লিখিতে হইলে পাঠে 'সেবাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীমতী সরোজিনী দেব্যাঃ বা দাস্যাঃ প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন মিদং' এইরূপ এবং শিরোনামে 'শ্রীযুক্ত মদনমোহন মুখোপাধ্যায় বা মিত্র মহাশয় মমাশ্রয়েষু' এইরূপ লিখিতে হয়। বিশেষ পাঠ—'হে প্রাণেশ্বর' ইত্যাদি, পত্রশেষে স্বাক্ষর—'ত্বদীয় প্রণয়াভিমানিনী শ্রীমতী' ইত্যাদি।

১৫। পত্নীকে পত্র লিখিতে হইলে পাঠে 'প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণঃ শ্রী অমুকস্য বিজ্ঞাপনমিদং। প্রিয়তমে'! ইত্যাদি এবং শিরোনামে 'স্বধর্ম্ম-পরিপালিকা শ্রীমতী ইত্যাদি সাবিত্রীধর্ম্মাশ্রিতাসু' এইরূপ লিখিতে হয়। ইচ্ছানুসারে অন্যবিধ প্রণয়ব্যঞ্জক পাঠও লিখিত হইয়া থাকে।

১৬। বৈবাহিককে পত্র লিখিতে হইলে, পাঠে মান্যবরেষু, নমস্কার

পূর্ব্বক নিবেদনমিদং ইত্যাদি লিখিতে হয় এবং পত্রশেষে 'ভবদীয় শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণঃ বা দাসস্য' এইরূপে স্বাক্ষর করিতে হয়। শিরোনামে 'মদেকসদয় বা মান্যবর বা মাননীয় শ্রীযুক্ত অমুক বৈবাহিক মহাশয় মহোদয়েষু বা মান্যবরেষু বা সদাশয়েষু, লিখিতে হয়।

১৭। স্বজাতীয় পরস্পর তুল্য ব্যক্তিকে শিরোনামে 'মান্যবর বা মাননীয় শ্রীযুক্ত অমুক মহাশয় মান্যবরেষু বা মাননীয়েষু' এইরূপ এবং পাঠে 'ত্বদীয় শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণঃ বা দাসস্য সবিনয় নমস্কার নিবেদনমিদং' এইরূপ লিখিত হয়। •

১৮। অধীন কর্ম্মচারীকে পত্র লিখিতে হইলে শিরোনামে 'সচ্চরিত্র শ্রী অমুক সমীপেষু' এইরূপ এবং পাঠে 'শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণঃ বা দাসস্য বিজ্ঞাপনমিদং' এইরূপ লিখিতে হয়।

১৯। শ্রেষ্ঠজাতীয় ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত হীনজাতীয় তুল্যপদস্থ ব্যক্তিকে পত্র লিখিতে হইলে শিরোনামে 'মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু অমুক মহাশয় মান্যবরেষু' এইরূপ এবং পাঠে 'বিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ' এইরূপ লিখিতে হয় এবং নিম্নে 'অমুক দেবশর্ম্মণঃ বা দাসস্য' এইরূপে স্বাক্ষর করিতে হয়।

২০। ব্রাহ্মণকে অপর সকল জাতিই প্রণামবিশিষ্ট পাঠ লিখিবে এবং ব্রাহ্মণগণও অপর সকল জাতিকে আশীর্ব্বাদবিশিষ্ট পাঠ লিখিবেন।

২১। ব্রাহ্মণাদি যে কোন জাতীয় ব্যক্তিকে তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পদের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইলে শিরোনামে 'মান্যবর শ্রীযুক্ত অমুক, সাহিত্যপরিষৎসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু' এইরূপ এবং পাঠে 'সম্মানপুরঃসর সবিনয়নিবেদনমিদং' এইরূপ লিখিতে হয় ও নিম্নে স্বাক্ষর করিতে হয়। ঐরূপ স্থলে নাম না লিখিয়া কেবল পদের উল্লেখ করিয়াও লেখা যায়।

২২। জমীদারকে প্রজার পত্র লিখিতে হইলে শিরোনামে

'মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু অমুক, জমীদার মহাশয় প্রবলপ্রতাপেষু' এইরূপ এবং পাঠে 'আজ্ঞাকারী শ্রী অমুকস্য নমস্কার বা প্রণামপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদনমিদং, শ্রীশ্রী৺স্থানে নিয়ত মহাশয়ের রাজশ্রীর উন্নতি প্রার্থনা করিতেছি ইত্যাদি' এইরূপ লিখিতে হয়। ভৃত্য ও অধীন কর্ম্মচারিগণও স্বামীকে এইরূপ শিরোনামাদি লিখিবেন।

২৩। স্বামী ভৃত্যকে ১৮ অনুচ্ছেদে লিখিত পাঠাদি লিখিবেন। তবে পাঠের প্রথমে নাম না লিখিয়া পার্শ্বে স্বাক্ষর করিবার রীতি আছে।

২৪। বন্ধুকে পত্র লিখিতে হইলে শিরোনামে সুহৃদ্বর বা 'অভিন্ন-হৃদয় শ্রী অমুক, সুহৃদ্বরেষু বা প্রণয়াস্পদেষু বা সহোদরপ্রতিমেষু' এইরূপ এবং পাঠে 'সখে বা সহোদরপ্রতিম অমুক' এইরূপ লিখিয়া নিম্নে 'অভিন্ন-হৃদয় শ্রী অমুক' এইরূপে স্বাক্ষর করিতে হয়।

২৫। পিতৃমাতৃবিয়োগে 'সময়োচিত নিবেদনমেতৎ' এইরূপ পাঠ লিখিতে হয় এবং নিম্নে 'ভাগ্যহীন শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণঃ বা দাসস্য' এইরূপে স্বাক্ষর করিতে হয়। বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে উপরিভাগে 'প্রজাপতয়ে নমঃ' এইরূপ লিখিতে হয়।

২৬। উপরে যে সকল পত্র লিখিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইল উহা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারেই বুঝিতে হইবে। অধুনা পত্রে পাঠাদির অধিক আড়ম্বর পরিদৃষ্ট হয় না। পত্রের শিরোভাগে অভীষ্টদেবতার নামের দক্ষিণ পার্শ্বে পত্রপ্রেরকের ঠিকানা ও তারিখ লিখিত হয়। পরে যথোপযুক্ত পাঠ লিখিয়া বক্তব্য বিষয় লিখিত হয়। এবং নিম্নে যথাযোগ্য বিশেষণ সহিত স্বাক্ষর করা হয়। সরকারী পত্রাদির শিরোভাগে অভীষ্টদেবতার নাম লিখিবার রীতি নাই।

২৭। পিত্রাদি গুরুজনদিগকে আধুনিক রীতি অনুসারে যেরূপ প্রণালীতে পত্র লিখিতে হয় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা,—

শ্রীশ্রীদুর্গা। ৫নং হ্যারিসনরোড
শরণং। কলিকাতা।
১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭।

শ্রীচরণেষু
বহুসংখ্যক প্রণতিপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

আপনার ১৫ই তারিখের আশীর্ব্বাদপত্র প্রাপ্ত হইয়া অনুগৃহীত হইলাম। আমি ইণ্টারমিডিয়েট-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। বৃত্তি পাইবার সম্পূর্ণ আশা আছে। পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী এবং অন্যান্য গুরুজনদিগকে আমার প্রণাম জানাইয়া এই সংবাদ অবগত করাইবেন। আমার খরচপত্রের অভাব হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু টাকা পাঠাইবেন শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীভবতোষ দেবশর্ম্মণঃ।

পরমপূজনীয়
শ্রীযুক্ত শশিশেখর মুখোপাধ্যায় পিতাঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু।

২৮। মুসলমানদিগের মধ্যে পত্র লিখিবার প্রণালী এইরূপ। গুরুজনদিগকে পত্র লিখিতে হইলে, 'ছেলাম বহুত বহুত নিবেদন', 'বহুত বহুত ছেলাম জানিবেন' এইরূপ পাঠ লিখিতে হয়। স্নেহ-ভাজনদিগকে সম্বন্ধ অনুসারে 'বাপজান্', 'ভাইজান্', এইরূপ পাঠ লিখিতে হয়। স্বাক্ষরের পূর্ব্বে কোন বিশেষণ পদ ব্যবহার করিবার রীতি নাই। শিরোনামে সম্বন্ধ অনুসারে 'ওয়ালেদ সাহেব জনাব', 'ভাই সাহেব জনাব', প্রভৃতি লিখিতে হয়। পত্রের শিরোভাগে সচরাচর 'ইলাহী' এই পদটী লিখিত হইয়া থাকে।

২৯। পত্রে স্পষ্ট করিয়া পরিষ্কাররূপে বিশুদ্ধ ভাষায় সুশৃঙ্খলার সহিত বক্তব্য বিষয়গুলির বিন্যাস করা কর্ত্তব্য। বক্তব্য বিষয় অধিক হইলে উহার এক একটী বিষয় ভিন্ন ভিন্ন অনুচ্ছেদে লেখা উচিত।

৩০। সাধারণতঃ পত্রের ভাষা যত সরল হয় ততই ভাল। তবে বক্তব্য বিষয়ের লঘুত্ব গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ভাষার সরলতা ও গাঢ়তা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

৩১। সমবয়স্ক ও বন্ধু প্রভৃতিকে চলিত ভাষায় পত্র লেখাই উচিত, কিন্তু সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্তলোককে পত্র লিখিতে হইলে, অথবা সরকারী পত্রে চলিত ভাষার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

৩২। পত্র যাহাতে সুদীর্ঘ না হয় এবং যাহাতে পুনরুক্তি দোষ না ঘটে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। পত্রের মধ্যে যে কথাগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় সেইগুলির নিম্নে একটী রেখা টানিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

VERNACULAR COMPOSITION

AND TRANSLATION

MADE EASY.

PART II.

প্রবন্ধ-রচনা (Essay-writing)।

১। প্রথম রচনাশিক্ষা করিবার সময় শব্দাড়ম্বর ও অলঙ্কারাদির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, ভাষা ও বিষয়টীর উপর সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে মনোগত ভাবগুলি সরল ভাষায় স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

২। একই শব্দের বারংবার প্রয়োগ না করিয়া কোথাও বা তাহার প্রতিশব্দ এবং কোথাও বা সর্ব্বনাম শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। সর্ব্বনামশব্দের প্রয়োগ কালে কোন্ সর্ব্বনাম শব্দটী কোন্ শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা যেন সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

৩। বাক্যমধ্যে পুনরুক্তি দোষাবহ বটে, কিন্তু বিষাদ, দৈন্য, বিস্ময়, হর্ষ, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি স্থলে পুনরুক্তি দোষাবহ নহে।

৪। ধর্ম্ম, নীতি এবং উপদেশমূলক রচনায় ভাষার সজীবতা ও ভাবের গাঢ়তা রক্ষা করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিষয়মূলক রচনায় ভাষার গাঢ়তা সম্পাদন এবং ঘটনামূলক রচনায় ভাষার প্রাঞ্জলতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। প্রবন্ধ বা বক্তৃতায় যেখানে পাঠক বা শ্রোতার চিত্তাকর্ষণ করিতে হইবে, সে স্থলে ভাষার ওজস্বিতা সম্পাদনে যত্নকরা কর্ত্তব্য।

৫। কি প্রবন্ধরচনায়, কি বক্তৃতায়, সহজ, সরল ও সাধারণের বোধগম্য প্রচলিত শব্দ সকলই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে স্থলে ছোট ছোট, সচরাচর প্রচলিত, সহজবোধ্য শব্দ সকল প্রয়োগ করিলে চলে, সে স্থলে দীর্ঘ, দুরূহ, সচরাচর অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নহে। সিংহকে সিংহ, কেশরী, পশুরাজ প্রভৃতি; জলকে জল, বারি, সলিল প্রভৃতি এবং পর্ব্বতকে পর্ব্বত, গিরি প্রভৃতি সচরাচর প্রচলিত এবং সাধারণের বোধগম্য শব্দে অভিহিত করাই উচিত। হর্য্যক্ষ, বন বা ক্ষ্মাভৃৎ প্রভৃতি দুরূহ আভিধানিক শব্দে অভিহিত করা বিধেয় নহে।

(ক) তবে লেখক বা বক্তাকে বিষয়টীর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ বিষয়টী উন্নত, গম্ভীর ও ওজস্বী হইলে ভাষাও ওজস্বী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ললিত ও প্রাঞ্জল রচনাতে ভাষাটী মধুর ও শ্রুতিসুখকর হওয়া আবশ্যক। যখন পাঠক বা শ্রোতাকে উত্তেজিত করিতে হইবে, তখন উগ্র, উদ্দীপ্ত ও জ্বলন্ত ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে। পাঠক বা শ্রোতাকে কাঁদাইতে বা হাসাইতে হইলে, ভাষাও কাঁদিবে বা হাসিবে।

৬। রচনার ভাষা প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য হইবে। কর্কশ, ব্যাকরণ-দুষ্ট, অশ্লীল, অপ্রচলিত বা অল্পপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নহে। সংক্ষেপে হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করাই উচিত। রচনামধ্যে একই ভাব, বাক্য বা বাক্যাংশের বারংবার প্রয়োগ করা উচিত নহে কারণ তাহাতেও পুনরুক্তি দোষ হইয়া থাকে।

৭। বর্ণনীয় বিষয়ের ভাবগুলি (points) প্রথমে স্থির করিয়া লইয়া এক একটী ভাব পৃথক্ পৃথক্ অনুচ্ছেদে (paragraph) বিশদ রূপে বর্ণনা করিবে।

৮। কেবল আবশ্যকীয় বিষয়গুলি রচনামধ্যে সন্নিবিষ্ট করিবে। নিরর্থক কতকগুলি বাক্য বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রয়োগ করিয়া

রচনা দীর্ঘ করিবে না। রচনার ভাবগুলি এরূপে সন্নিবিষ্ট করিবে যেন পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ থাকে। যথাসম্ভব উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া বর্ণিত বিষয়ের সমর্থন ও পুষ্টিসাধন করা কর্ত্তব্য। রচনার মধ্যে অতিশয় নীচ বা গ্রাম্য ভাষার প্রয়োগ করা উচিত নহে।

৯। বীর, বীভৎস, রৌদ্ররসাদিঘটিত রচনা সকলের বাক্যের ওজস্বিতা প্রতিপাদন করিবার জন্য দীর্ঘসমাসযুক্ত গুরুগম্ভীর পদসকল প্রয়োগ করিতে হয়; কিন্তু শান্ত ও করুণরসঘটিত রচনায় শ্রুতিসুখকর কোমল শব্দই প্রয়োগ করা উচিত।

১০। বিনা কারণে অলঙ্কারাদি প্রয়োগ করিয়া অথবা দীর্ঘসমাসযুক্ত দুর্ব্বোধ পদসকলের প্রয়োগ দ্বারা বৃথা বাক্যাড়ম্বর করিয়া ভাষার সৌন্দর্য্য নষ্ট করা উচিত নহে। যাহাতে ভাষার মাধুর্য্য লালিত্য, ওজস্বিতা, সুকুমারতা প্রভৃতি রক্ষিত হয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য [রাখা কর্ত্তব্য। ভাষার সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য বিনা প্রয়োজনে কতকগুলি বিশেষণ পদ অথবা একটী বিশেষ্যের বহু বিশেষণপদ প্রয়োগ করা উচিত নহে। যে স্থলে যে বিশেষণের কোন সার্থকতা নাই সে স্থলে সেই বিশেষণ প্রয়োগ করা উচিত নহে।

১১। দিন দিন বাঙ্গালাভাষার রচনা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং সুরুচিসঙ্গত নির্দ্দোষ রচনা করিতে হইলে বাঙ্গালাভাষার আধুনিক সুলেখকগণের রচিত প্রবন্ধাদি পাঠ ও তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

১২। প্রবন্ধ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, (১) বিবরণ-ঘটিত (descriptive), (২) বৃত্তান্ত ঘটিত (narrative) এবং (৩) চিন্তা ঘটিত (reflective)। বিবরণ-ঘটিত রচনা—প্রাণিবিষয়ক, উদ্ভিদ-বিষয়ক, বস্তুবিষয়ক, স্থানবিষয়ক প্রভৃতি। বৃত্তান্তঘটিত রচনা—জীবন-চরিতবিষয়ক, ঐতিহাসিক, প্রভৃতি। চিন্তাঘটিত রচনা—নীতিবিষয়ক, গুণবিষয়ক, অবস্থাবিষয়ক প্রভৃতি।

১৩। যে বিষয়ক রচনা করিতে প্রথমে যে ভাবগুলি (points) ঠিক করিয়া লইতে হয় তাহা নিয়ে দেখাইয়া দেওয়া হইল।

(১)। প্রাণিবিষয়ক—(ক) কোন্ শ্রেণীর জন্তু; ভূচর, খেচর, জলচর কি উভচর; অস্থিমান্ কি অস্থিহীন; স্তন্যপায়ী, পক্ষী, কি সরীসৃপ; গৃহপালিত কি বন্য। (খ) আকার, বর্ণ, বল, গতি। (গ) কি খায়, আহার প্রণালী। (ঘ) জন্মস্থান, স্বদেশজাত কি ভিন্নদেশ হইতে আনীত। (ঙ) প্রকৃতি। (চ) উপকারী কি অপকারী।

(২)। উদ্ভিদ্‌বিষয়ক—(ক) উৎপত্তি, বীজে বা কলমে জন্মে; জাতি ও শ্রেণীবিভাগ, কিরূপে উৎপাদিত ও বর্দ্ধিত করা যায়; আকৃতি, প্রকৃতি, স্বাভাবিক শোভা। উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ কোন্ দেশে অধিক জন্মে। (গ) উপকারিতা ও অপকারিতা।

(৩)। বস্তুবিষয়ক—(ক) বস্তুটী খনিজ, উদ্ভিজ্জ কি প্রাণিজ। (খ) কোন স্থানে, কি অবস্থায়, কিরূপভাবে পাওয়া যায়। (গ) আকৃতি, বর্ণ, গুণ ইত্যাদি। (ঘ) উপকারিতা, অপকারিতা ইত্যাদি।

(৪) স্থানবিষয়ক—(ক) স্থানেব নাম (কিরূপে ঐ নাম হইল)। (খ) অবস্থিতি—প্রদেশে ও জেলায় নাম; কোন নদীতীরে, সমুদ্রতীরে, সমতলক্ষেত্রে কি পর্ব্বতোপরি অবস্থিত; সীমা, দৈর্ঘ্য, বিস্তার, পরিমাণফল ইত্যাদি। (গ) কোন্‌পথে কি উপায়ে যাওয়া যায়। (ঘ) ভূমি, উৎপন্নদ্রব্য, জলবায়ু. বনপর্ব্বতাদিসমন্বিত কি না ইত্যাদি। (ঙ) অধিবাসীর সংখ্যা, অধিবাসিগণের জাতি, ধর্ম্ম, ব্যবসায় বিবাহপ্রথা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি। (চ) বিখ্যাত গৃহাদি—দেবালয়, ঔষধালয়, বিদ্যালয়, সেতু, রেলওয়ে, কলকারখানা, দুর্গ, মনুমেণ্ট, টাউনহল প্রভৃতি। (ছ) প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা।

(৫) জীবনচরিতবিষয়ক—(ক) জন্ম—সময়, স্থান, পিতামাতার নাম, বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। (খ) বাল্যকাল—লালন পালন, বিদ্যাশিক্ষা।

(গ) জীবনের প্রধান প্রধান কার্য্য, গুণ, দোষ ইত্যাদি। (ঘ) চরিত্র—দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় কি না ইত্যাদি। (ঙ) মৃত্যু—কোথায়, কখন, কি রোগে, কি ভাবে।

(৬) ঐতিহাসিক—(ক) বর্ণনীয় ঘটনা কোন্ সময় সম্পন্ন হইয়াছে, ইতিহাসের সহিত উহার সম্বন্ধ। (খ) ঘটনার কারণ। (গ) বিশেষ বিবরণ। (ঘ) ফল। (ঙ) ঐ ঘটনায় উপকার বা অপকার।

(৭) নীতিবিষয়ক—(ক) বিষয়ের পরিচয়। (খ) আবশ্যকতা। (গ) উপকারিতা (দৃষ্টান্ত)। (ঘ) অন্যথাচরণে অপকারিতা (দৃষ্টান্ত)। (ঙ) উপসংহার।

১৪। আদর্শ স্বরূপ কয়েকটী প্রবন্ধ রচনা করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইল।

গরু।

এই সদ্বীপা সাগরাম্বরা মেদিনী অসংখ্য জীবের আবাসস্থল। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কত অসংখ্যপ্রকার প্রাণী যে ইহাতে বাস করে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। উহাদের মধ্যে কেহ জলে, কেহ স্থলে, কেহ ভূগর্ভে, কেহ উন্নত গিরিশৃঙ্গে, কেহ বৃক্ষশাখায়, কেহ লোকালয়ে, কেহ নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিয়া থাকে। কেহ বা লতাপাতা, কেহ বা ফলমূল, কেহ বা অন্যপ্রাণীর মাংস শোণিতে উদরপূর্ত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার জীবের বিষয় আলোচনা করিলে বিশ্বস্রষ্টার অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা হৃদয়ঙ্গম করত অন্তঃকরণ আনন্দরসে আপ্লুত ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইতে থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ মনীষীগণ যাবতীয় প্রাণীকে প্রধানতঃ দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অস্থিমান্ ও দ্বিতীয় অস্থিহীন। যাহাদিগের অস্থি অর্থাৎ হাড় আছে তাহারা অস্থিমান্ প্রাণী বলিয়া অভিহিত হয়। যথা, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব, গো, মেষ, মহিষ, কুক্কুর, মার্জ্জার, পক্ষী, মৎস্য, সর্প

প্রভৃতি। এবং যাহাদের অস্থি নাই তাহাদিগকে অস্থিহীন প্রাণী কহে। যথা, কীট, পতঙ্গ, মশক, মক্ষিকা, শঙ্খ, শম্বুক প্রভৃতি।

গোশরীরে অস্থি আছে বলিয়া ইহাকে অস্থিমান্ প্রাণী কহে। গোশাবকগণ শৈশবাবস্থায় স্তন্যপান করিয়া জীবিত থাকে, এইজন্য ইহা-দিগকে স্তন্যপায়ী কহে। ইহারা স্থলে বাস করে বলিয়া ইহাদিগকে স্থলচর জন্তু কহে। গরু চতুষ্পদ জন্তু, ইহার চারিটী পদ ও একটী লাঙ্গুল আছে। ইহাদের লাঙ্গুলের অগ্রভাগে স্বল্পপরিমাণ কেশগুচ্ছ থাকে। হিমালয় প্রদেশে চমরী নামে একপ্রকার গাভী আছে, তাহাদের লাঙ্গুলের অগ্রভাগে বহুলপরিমাণে কেশ থাকে। উহাতেই চামর প্রস্তুত হয়। ইহাদের গাত্রে মশক, মক্ষিকা প্রভৃতি উপবিষ্ট হইলে ইহারা লাঙ্গুল সঞ্চালন দ্বারা উহাদিগকে বিতাড়িত করে। ইহাদের মুখ দীর্ঘাকার এবং মস্তকে দুইটী শৃঙ্গ আছে। এই শৃঙ্গই ইহাদের আত্মরক্ষণ ও শত্রু-নিগ্রহের অস্ত্র স্বরূপ। মুখবিবরে কেবল নিম্নে একটী দন্তপঙ্‌ক্তি আছে। গলদেশে কম্বলের ন্যায় লোমাবৃত মাংস ঝুলিতে থাকে। ইহাকেই গলকম্বল কহে। ইহাদের লম্বা লম্বা দুইটী কর্ণ ও দুইটী চক্ষু। পদের ক্ষুর দ্বিখণ্ডিত। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ লোমে আবৃত এবং গাত্রের বর্ণ শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত প্রভৃতি নানা প্রকার হইয়া থাকে।

ইহারা ছাগ, মেষ প্রভৃতি জন্তু অপেক্ষা অধিক বলশালী কিন্তু হস্তী, মহিষ প্রভৃতি অপেক্ষা দুর্ব্বল। দেশবিশেষের এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের গো সকল অনেক সময়ে মহিষ অপেক্ষাও বলবান্ হইয়া থাকে। ইহাদিগের স্বাভাবিক গতি মৃদুমন্দ কিন্তু ভীত বা ক্রুদ্ধ হইলে দ্রুত-বেগেও গমন করিতে পারে, এমন কি তিন চারি হস্ত উচ্চ প্রাচীরাদি অনায়াসেই উল্লম্ফন করিয়া অতিক্রম করিতে পারে। তৃণপত্রাদি ইহাদের প্রধান খাদ্য। গরু প্রায় সকল দেশেই জন্মে। দেশভেদে আকৃতি ও বলের কিছু তারতম্য হইয়া থাকে।

পুরুষজাতীয় গোদিগকে বৃষ বা ষণ্ড এবং স্ত্রীজাতীয় গোদিগকে ধেনু, গবী বা গাভী কহে। বৃষ সাধারণতঃ কিছু উগ্রপ্রকৃতি ও কোপন-স্বভাব হইয়া থাকে। গরুর স্কন্ধদেশে একটী মাংসপিণ্ড থাকে, উহাকে ককুদ্ বা ঝুঁটি কহে। বৃষের ককুদ্ সাধারণতঃ গাভীদের অপেক্ষা বড় হয়, এজন্য বৃষের আর একটী নাম ককুদ্মান্। গাভীর স্তনকে আপীন বা উধস্ এবং চলতি কথায় পালান বা মোড় কহে এবং স্তনবৃন্তকে চলতি কথায় বাঁট কহে। ইহারা দশমাস গর্ভ ধারণ করিয়া একেবারে এক একটী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। পুরুষজাতীয় গোবৎসদিগকে বৎসতর এবং স্ত্রীজাতীয় গোবৎসদিগকে বৎসতরী কহে। অতি অল্প-বয়সে বৎসতরদিগের মুষ্ক ছেদন করিয়া উহাদিগকে বলীবর্দ্দ বা বলদ করা হয়। এই কার্য্যটী যবন বা কসাইদিগের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুরা এই কার্য্যটীকে মহাপাপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বলীবর্দ্দ বৃষ অপেক্ষা কর্ম্মক্ষম এবং কিয়ৎ পরিমাণে শান্তস্বভাব হইয়া থাকে।

গাভীর দুগ্ধ অতিশয় সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও মহোপকারী। ইহা হইতে দধি, তক্র, নবনীত, ঘৃত, ছানা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ সকল দ্রব্য হইতে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। অজাতদন্ত শিশুগণ এবং গলিতদন্ত বৃদ্ধগণ দুগ্ধপান করিয়াই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এই দুগ্ধই সুস্থ ও সবলদেহ নরনারীগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য পানীয় এবং অসুস্থ জনগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্য। অতএব গাভীগণ কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি যুবা, কি সুস্থ, কি অসুস্থ সকলেরই মাতৃস্থানীয় হইয়া প্রাণরক্ষা করিয়া থাকে। গাভীদুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয় তাহা আয়ুষ্কর, পুষ্টিকর ও হৃদ্য এবং দেবগণেরও উপভোগ্য।

গোময় মনুষ্যের মহোপকারী। ইহা ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি উৎপাদন করে। কৃষকগণ ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট সাররূপে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। শুষ্ক গোময় ইন্ধনকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। শুষ্ক গোময়ভস্মও

সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মানবের স্বাস্থ্যের পক্ষে গোময় অত্যন্ত হিতকর; ইহা দুর্গন্ধনাশক ও বিশোধক। হিন্দুগণ পরম পবিত্রবোধে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। হিন্দুর গৃহে গোময় ব্যতীত একমুহূর্ত্তও চলিবার উপায় নাই। মানবের ঈদৃশ মহোপকারক বলিয়াই ইহারা হিন্দুগণের আদরের বস্তু। হিন্দুগণ দেবতাজ্ঞানে ইহাদের পূজা করিয়া থাকেন। গো-সেবা হিন্দু গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য।

গরু মৃত হইয়াও মানবের উপকার সাধন করিয়া থাকে। ইহার চর্ম্মে পাদুকা প্রস্তুত হয় এবং অস্থিতেও নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুগণ গো-পঞ্জরনির্ম্মিত দ্রব্য অপবিত্র জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

নারিকেল-বৃক্ষ

নারিকেল-বৃক্ষ তালজাতীয় বৃক্ষের অন্তর্গত। ইহা বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। সুপক্ক নারিকেল ঊর্দ্ধমুখ করিয়া ঈষৎ বক্রভাবে সরস মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিলে উহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয়। ঐ অঙ্কুর ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হইলে ঐ স্থান হইতে তুলিয়া লইয়া যথাস্থানে রোপণ করিতে হয়। ভূমিতে হস্তপরিমিত গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে মৎস্যের শল্ক, অশ্বপুরীষ, গোময় প্রভৃতি সার দিয়া চারাগাছগুলিকে আট দশ হাত ব্যবধানে শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপণ করিতে হয়। সার দিলে বৃক্ষগুলি অতি সত্বর সতেজ হইয়া উঠে। লবণাক্ত ভূমিতে নারিকেল বৃক্ষ অতি সত্বরই সতেজ হইয়া উঠে; এইজন্য যে স্থানের মৃত্তিকা লবণাক্ত নহে সেই সকল স্থানে বৃক্ষ রোপণ কালে মৃত্তিকরে সহিত কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া দিলে ভাল হয়। নারিকেল-বৃক্ষ বড় হইলে সচরাচর ৩০ হাত হইতে ৬০ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। কখন কখন ৬০ হাতেরও অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায়।

তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষের ন্যায় ইহাদেরও শাখা প্রশাখা কিছুই হয় না। শিরোদেশে ৮।৯ হাত দীর্ঘ কাণ্ড এবং ঐ কাণ্ডের উভয়পার্শ্বে প্রায় দুই হাত দীর্ঘ পত্রশ্রেণী থাকে। ঐ পত্রগুলির ঠিক মধ্যভাগে দীর্ঘ শলাকার ন্যায় একটী ডাঁটা থাকে। তাল, খর্জ্জুর, গুবাক প্রভৃতি বৃক্ষে বৎসরে একবারমাত্র ফল হয়, কিন্তু নারিকেল বৃক্ষে বারমাসই ফল হইয়া থাকে।

নারিকেল-বৃক্ষ সতেজ ও বলবান্ হইলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষেই উহাতে ফল হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু দশম বা একাদশবর্ষ পূর্ণ না হইলে সম্পূর্ণ-রূপে ফলবান্ হয় না। ইহাদের শিরোভাগে ঝাড়ের মত যে সকল কাণ্ড থাকে তাহাদের অভ্যন্তর হইতেই এক একটী মোচ্ বাহির হয় এবং তাহাতেই ফুল ও ফল হইয়া থাকে। এক একটী মোচে ১০।১২টী বা ততোধিক ফল হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত ফলগুলির অভ্যন্তরে জলসঞ্চার না হয় ততদিন ঐগুলিকে নারিকেল মুচি এবং জলসঞ্চার হইলে ডাব কহে। পরে ক্রমশঃ উহাতে শস্য জন্মিতে থাকে। যত দিন পরিপক্ক না হয় ততদিন শস্যগুলি খুব নরম থাকে। সচরাচর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে নারিকেল পরিপক্ক হয়। সুপক্ক নারিকেলকে চলিত কথায় ঝুনা নারিকেল কহে। ফলের উপরে একটী দৃঢ় আবরণ থাকে, উহাকে ছোবড়া বলে। উহার ভিতরে কঠিন ফল ও তন্মধ্যে শুভ্রবর্ণ শস্য থাকে। ঐ শস্যপরিবেষ্টক দৃঢ় আবরণের নাম খোলা বা মালা।

বঙ্গদেশ, পূর্ব্ববঙ্গ, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব্বোপদ্বীপ, সিংহলদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে নারিকেল-বৃক্ষ প্রভূতপরিমাণে উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর নারিকেল আছে। (১) সাধারণ নারিকেল, (২) রাজ (বৃহৎ) নারিকেল, (৩) বামন (ক্ষুদ্র) নারিকেল। আর একপ্রকার নারিকেল আছে উহাকে মালদ্বীপজাতীয় নারিকেল কহে। পূর্ব্ববঙ্গ, পূর্ব্বোপদ্বীপ, সিংহলদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যেরূপ সুবৃহৎ নারিকেল জন্মে বঙ্গদেশে ঐরূপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

নারিকেল বৃক্ষ, পত্র, ফুল, ফল প্রভৃতি সমস্তই আমাদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগে। তালবৃক্ষের স্থায় নারিকেল বৃক্ষেরও সারাংশ লইয়া ডোঙা প্রস্তুত করা যায় এবং উহা ইন্ধনরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার পত্রদ্বারা অনেকে গৃহাচ্ছাদন করে। উহার শলাকার স্থায় ডাঁটা-গুলিতে সম্মার্জ্জনী প্রস্তুত হয় এবং পত্রগুলি ইন্ধনের কার্য্য করে। নারিকেল ফুল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয় এবং শুষ্ক করিয়া ইন্ধনরূপেও ব্যবহার করা যায়। মোচ্‌গুলিও জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। ডাবের জল পান করিতে অতি সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও হিতকর।

ফলের শস্য অতিশয় সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। ইহাতে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয় এবং অনেক ঔষধেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে একপ্রকার সুগন্ধি পাতলা তৈল প্রস্তুত হয়। ঐ তৈল আমাদের বিশেষ উপকারী। উহার সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অনেক প্রকার সুগন্ধি তৈল, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। নারিকেলের মালায় হুঁকার খোল, উড়্কি, ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এতদ্দেশীয় সাধু, ফকিরদিগের নিকট নানাপ্রকার নারিকেল মালার ভিক্ষাপাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী নারিকেলমালার ভিক্ষাপাত্র এত বড় হয় যে, উহাতে দুইসের পরিমিত দ্রব্য অনায়াসে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। ঐগুলি এতদ্দেশীয় নারিকেলের মালা অপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ পুরু। অনেকে ঐগুলিকে দরিয়া নারিকেলের মালা বলিয়া থাকে। দরিয়া শব্দে নদী বা সমুদ্র বুঝায়। বোধ হয় সিংহলদ্বীপে উৎপন্ন রাজ নারিকেলের মালা হইতে ঐগুলি প্রস্তুত হয়। সিংহলদ্বীপ সমুদ্রপারে অবস্থিত বলিয়াই ঐ নারিকেলগুলি দরিয়া নারিকেল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ নারিকেলমালা হইতে ছুরির বাঁট প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ঐগুলি দেখিলে শৃঙ্গনির্ম্মিত বলিয়া সহসা ভ্রম জন্মে।

নারিকেল-বৃক্ষ হইতে একপ্রকার রস নির্গত হয়। ঐ রস এবং

নারিকেলের অভ্যন্তরস্থ জল বহুক্ষণ কাংস্যাদিপাত্রে রাখিয়া দিলে উহার মাদকতাশক্তি জন্মে। এক্ষণে বিজ্ঞানবলে ঐ রস বা জল হইতে এক-প্রকার চিনি প্রস্তুত হইতেছে। নারিকেলের ছোবড়া হইতে কাতাদড়ি, কাছি, গদি প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে এক বিদেশীয় পণ্ডিত ভারত-বর্ষে আসিয়া নারিকেলবৃক্ষ দর্শনে ও ইহার তত্ত্বাবধানে চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষ কি অদ্ভুত স্থান; এখানে পরমপিতা পরমেশ্বর মানবের জন্য তরুশিরোপরি খাদ্য ও পানীয় একত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।" বস্তুতঃ এই নারিকেলফলে বিশ্বশিল্পীর যে অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য ও অচিন্তনীয় মহিমা প্রকাশ পাইতেছে তাহা চিন্তা করিলে কোন্ পাষাণ হৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণ ভক্তিরসে আপ্লুত না হয়?

লৌহ।

অবনীমণ্ডলে সতত পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই দুইভাগে বিভক্ত। যথা, মৌলিক ও যৌগিক। যে পদার্থ অন্য কোন পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন হয় না তাহাকে মৌলিক পদার্থ কহে এবং যে সকল পদার্থ দুই, তিন বা ততোঽধিক পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে যৌগিক পদার্থ কহে। জগতে অধিকাংশ পদার্থই যৌগিক; মৌলিক পদার্থের সংখ্যা অতি অল্প। স্বর্ণ, লৌহ, পারদ প্রভৃতি ধাতুগুলি মৌলিক পদার্থ; কারণ ইহারা অন্য পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন হয় না। অসংস্কৃত অবস্থায় যদিও ইহাদের সহিত কোন কোন পদার্থ মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা সংস্কৃত করিয়া লইলেই ইহারা বিশুদ্ধ হয়। লৌহ একপ্রকার ধাতু। সুতরাং ধাতুমাত্রের সাধারণ ধর্ম্মগুলি লৌহে বিদ্যমান আছে।

ইহা কঠিন ও উজ্জ্বল। অসংস্কৃত অবস্থায় দেখিলে যদিও উজ্জ্বল

বলিয়া বোধ হয় না বটে, কিন্তু পরিষ্কৃত করিয়া মাজিয়া ঘসিয়া লইলেই বেশ মসৃণ ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে। ইহা ঘাতসহ অর্থাৎ ইহার উপর সজোরে আঘাত করিলে সহসা ভাঙ্গিয়া যায় না এবং তান্তব অর্থাৎ ইহাকে পিটিয়া পাতলা পাত ও সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা যায়। ইহা গুরু ও তাপের পরিচালক।

লৌহ খনি হইতে উৎপন্ন হয়, এজন্য ইহা খনিজ পদার্থ। খনি হইতে যে লৌহ পাওয়া যায় উহার সহিত অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে এবং উহা দেখিতে ঠিক প্রস্তরের ন্যায়। নভোমণ্ডল হইতে মধ্যে মধ্যে যে সকল উল্কাপিণ্ড পতিত হয়, উহাতেও লৌহ পাওয়া যায়। ঐ লৌহও বিশুদ্ধ নহে; উহার সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। লৌহ যদিও মৌলিক ধাতু বটে, কিন্তু সাধারণ লৌহ প্রায়ই অল্লাধিক পরিমাণে অঙ্গার, গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য উহাকে সংস্কৃত করিয়া লইতে হয়। উল্কাপিণ্ড বা খনি হইতে যে লৌহ পাওয়া যায়, উহা কাষ্ঠের কয়লা বা কোক কয়লার সহিত মিশ্রিত করিয়া বড় বড় মুচিতে গলাইয়া লইলে উহা হইতে লৌহ বাহির হয়। ঐ লৌহকে ঢালা লোহা বলে। ঢালা লোহাও বিশুদ্ধ নহে। উহার সহিতও অঙ্গার গন্ধকাদি দ্রব্য মিশ্রিত থাকে।

ঐ ঢালা লোহা ভঙ্গপ্রবণ অর্থাৎ উহাতে হাতুড়িদ্বারা আঘাত করিলে উহা ভাঙ্গিয়া যায়, এজন্য যে সকল দ্রব্য পিটিয়া প্রস্তুত করিতে হয় সেগুলি ঢালা লোহায় প্রস্তুত হইতে পারে না। কেবল যে সকল দ্রব্য ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত করা যায় সেইগুলিই উহাতে প্রস্তুত হইতে পারে। ঐ ঢালা লোহাকে আবার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা সংস্কৃত করিয়া লইলে, উহা হইতে ঐ সকল অঙ্গারাদি অনেক অংশে বহির্গত হইয়া যায়। ইহাকেই পেটা লোহা কহে। ঐ পেটা লোহাও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। সুতরাং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ লৌহ একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য বলিলেও বোধ হয়

অত্যুক্তি হয় না। পেটা লোহা অতিশয় কঠিন ও ঘাতসহ। কর্ম্মকার-গণ পেটালোহাতেই প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

লৌহ আমাদের যেরূপ প্রয়োজনীয় অন্য কোন ধাতুই সেরূপ নহে। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই লৌহে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছুরি, কাঁচি, কুড়ুল, কোদাল, কাটারি, বঁটি, খন্তা, খড়্গ, কড়া, হাতা, বেড়ি, লাঙ্গল, প্রেক, হুক প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য ব্যতিরেকে আমাদের এক মুহূর্ত্তও চলিবার উপায় নাই, সে সমস্তই লৌহে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার কল, কব্জা, থাম, খুঁটী, কড়ি, বরগা, রেলিঙ, বাষ্পীয়রথ চলিবার লৌহবর্ত্ম, বাষ্পীয়রথের চক্র প্রভৃতি কত ব্যবহার্য্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যে লৌহে প্রস্তুত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বর্ণাদি ধাতু অপেক্ষা লৌহ যদিও স্বল্পমূল্য বটে, কিন্তু উপকারিতায় ইহা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। স্বর্ণাদি ধাতু না পাইলে আমাদের সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, কিন্তু লৌহ ব্যতিরেকে সংসারমার্গে আমাদের একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই একথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

ইস্পাত লৌহেরই রূপান্তর মাত্র, ইহাকে সাধুভাষায় কালায়স কহে। ইহাতেও অঙ্গারের অংশ আছে। ইহাতে অঙ্গারের ভাগ ঢালা লোহা অপেক্ষা যদিও কম পরিমাণে আছে বটে, কিন্তু পেটা লোহা অপেক্ষা অধিক। ইহাকে উত্তপ্ত করিয়া সহসা শীতল করিলে ইহা অতিশয় কঠিন ও ভঙ্গপ্রবণ হয় অর্থাৎ অল্পমাত্র আঘাত পাইলেই সহসা ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু বিশেষ সাবধানতার সহিত উত্তপ্ত ইস্পাতকে ধীরে ধীরে শীতল করিলে ইহা স্থিতিস্থাপক হয়, অর্থাৎ ঐরূপ করিয়া উহাদ্বারা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিলে উহা যে আকারে ও যে অবস্থায় প্রস্তুত করা হইবে কথনও তাহার অন্যথাভাব ঘটিবে না; আকুঞ্চন, প্রসারণ ও অভিঘাতাদি করিলেও পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সুচতুর শিল্পীগণ ইহাকে

এইরূপে স্থিতিস্থাপক করিয়া লইয়া ইহাদ্বারা রথচক্র, ঘটিকাযন্ত্রের স্প্রিঙ্ প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া থাকে। ছুরি, কাঁচি, তরবারি, কর্ত্তরিকা প্রভৃতি অস্ত্র সকল ইস্পাতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

পরম মঙ্গলকর পরমেশ্বর জীবগণের কল্যাণ-সাধনার্থ জগতে যে সকল অশেষকল্যাণকর পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিষয় অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে মঙ্গলালয়ের মঙ্গলময় উদ্দেশ্যের মর্ম্মাব-বোধ করিয়া অন্তঃকরণে যে প্রগাঢ় প্রেম ও কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয়, যিনি কখন একবারমাত্রও তাহার রসাস্বাদে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই মানবজন্ম গ্রহণ করা সার্থক।

দিল্লী নগরী।

খৃষ্টজন্মের অন্যূন পঞ্চদশশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে এই নগরী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এত অধিক ঐতিহাসিক ঘটনা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে যে, প্রাচীন রোম নগরও ইহার সমকক্ষ নহে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে ইহা ইন্দ্রপ্রস্থনামে অভিহিত হইত। পরে খৃষ্টজন্মের অনুমান সপ্তপঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্যবংশীয় শেষ নরপতি দিলু বা তিলক স্বকীয় নামানুসারে ইহাকে দিল্লী নামে অভিহিত করেন। বর্ত্তমান দিল্লী নগরী ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ সাজাহানের রাজত্বকালে স্থাপিত হয়। তদবধি ইহা সাহজাহানাবাদ নামে অভিহিত হয়।

এই নগরী পুণ্যসলিলা যমুনানদীর তীরে অনুন্নত পর্ব্বতমালার উপর অবস্থিত। ইহা কাণপুর হইতে প্রায় দুইশত ছিয়াশী মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। সাগরপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ছয়শত হস্ত। পূর্ব্বে ইহা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের পর যখন প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া

স্বহস্তে ভারতশাসনভার গ্রহণ করেন তৎকালে ইহা পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত হয়। প্রাচীনকালে ইহার পরিধি প্রায় চল্লিশ ক্রোশ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহার যে অংশে লোকালয় অবস্থিত তাহার পরিধি চারি ক্রোশের অধিক হইবে না। পূর্ব্বে যখন এদেশে লৌহবর্ত্ম নির্ম্মিত হয় নাই তখন কলিকাতা হইতে দিল্লী যাইবার বড়ই অসুবিধা ছিল। কিন্তু এক্ষণে কলিকাতা হইতে বাষ্পীয়রথসহযোগে অনায়াসে ও অল্প সময়ের মধ্যেই যাইতে পারা যায়।

এখানকার ভূমি অতি নীরস। মৃত্তিকাভ্যন্তরে অনেক খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে সোরাই প্রধান। এখানকার ভূমি, বিশেষতঃ যমুনাতীরস্থ ভূমি, অতিশয় উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। এখানে বারিবর্ষণ অতি অল্পপরিমাণেই হইয়া থাকে, সুতরাং কৃষিকার্য্য প্রধানতঃ জলসেকের উপরই নির্ভর করে। এখানে ধান্য, গোধুম, ছোলা, ভূট্টা প্রভৃতি খাদ্য-শস্য এবং নীল প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হয়। আতা, লেবু, খরমুজা প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে এবং অতি সুলভমূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। খাদ্যবস্তুমাত্রেই অতি সুলভ। এখানকার বায়ু সাধারণতঃ নীরস। জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালে যেরূপ গ্রীষ্মের আধিক্য, শীতকালে শীতেরও সেইরূপ আতিশয্য হইয়া থাকে। শীত-কালে রাত্রিতে তুষারপাত হইয়া থাকে।

এই নগরী একদিকে যমুনা এবং অপর তিনদিকে সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ঐ প্রাচীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সুচারু কারুকার্য্যবিভূষিত সুদৃঢ় দশটী তোরণ ও তদুপরি নগররক্ষিগণের অবস্থিতির জন্য দুর্গ নির্ম্মিত আছে। নগরমধ্যে চাঁদনিচক্ নামে প্রায় শতহস্ত বিস্তৃত একটী সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম রাজপ্রাসাদ হইতে দিল্লী-গেট পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। উহার উভয় পার্শ্ব সুরম্য পণ্যবীথিকায় পরিশোভিত। ঠিক ঐরূপ শোভন ও সুপ্রশস্ত অপর একটী রাজমার্গ প্রাসাদ হইতে লাহোর-গেট

পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত পথ আছে। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ। অধিবাসিদিগের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক।

দীর্ঘকাল মুসলমান নৃপতিগণের শাসনাধীন থাকায় এখানকার অধিবাসিগণ আচারপদ্ধতি ও পরিচ্ছদাদিতে অনেকাংশে যবনভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা সাধারণতঃ ধুতি, চাপকান ও মস্তকে তাজ পরিধান করিয়া থাকেন। ইঁহাদের পরস্পর অভিবাদনপ্রণালী প্রভৃতিও মুসলমানগণের অনুরূপ। শিল্পকার্য্য, বিবিধ কারুকার্য্য ও চিত্রাঙ্কনকার্য্যে ইঁহারা বিশেষ পারদর্শী। কার্পাসবস্ত্র, শাল, জামিয়ার, কার্পেট, মণিমাণিক্যখচিত নানাবিধ অলঙ্কার প্রভৃতি প্রস্তুতকরণে ইঁহারা সুনিপুণ। অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই বাণিজ্য ব্যবসায়াদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। মুসলমান অধিবাসিগণ প্রায়ই বিলাসপরায়ণ ও বিবিধ কুক্রিয়ানিরত, কিন্তু হিন্দু অধিবাসিগণ প্রায়ই স্বধর্ম্মনিরত ও বিশুদ্ধস্বভাব। এইজন্য মুসলমানগণ অপেক্ষা হিন্দুগণ প্রায়ই সুস্থ ও বলিষ্ঠ। প্রাকৃতিক নিয়মপালনে যে অমৃতময় ফলের এবং তল্লঙ্ঘনে যে বিষময় ফলের উৎপত্তি হয়, তাহা এখানকার হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসিগণকে দেখিলেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ ও সৌধাবলির নিমিত্ত দিল্লীনগরী ভারতের ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপরায়ণ নৃপতি ধব সিন্ধুদেশে বাহ্লিকজাতিকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া বিজয়স্তম্ভস্বরূপ একটী লৌহস্তম্ভ স্থাপন করেন। ইহার নির্ম্মাণপ্রণালী ও কারুকার্য্যদর্শনে বিস্মিত হইতে হয়। ইহাতে যে সকল অক্ষর খোদিত আছে তদ্দর্শনে অবগত হওয়া যায় যে, ইহার নাম কীর্ত্তিভুজ ছিল। রাঠোর বংশীয় নৃপতিগণকর্ত্তৃক কান্যকুব্জ বিজিত হইলে অত্রত্য নৃপতি দ্বিতীয় অনঙ্গপাল দিল্লীতে প্রস্থান করেন। ইনি ১০৬০ খৃষ্টাব্দে ধূসরবর্ণ প্রস্তর

দ্বারা একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ইহার প্রাচীরগুলির বেধ প্রায় বিংশতি হস্ত। ইহাই লোহিতদুর্গ নামে অভিহিত।

তৃতীয় কীর্ত্তি, কুতবমিনার নামক স্তম্ভ। ১২২০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ কুতবউদ্দিন ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে বিংশতি বৎসরে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। ইহা শ্বেত, কৃষ্ণ, লোহিত, পীত প্রভৃতি নানাবিধ প্রস্তরে বিবিধ সুচারু কারুকার্য্যে মণ্ডিত। ইহার মূলদেশ সমচতুর্ব্বিংশতিভূজবিশিষ্ট ক্ষেত্রের আকারে নির্ম্মিত। প্রত্যেক ভূজের পরিমাণ প্রায় শত হস্ত। ইহার শিরোভাগ সূচীর ন্যায়। ইহাতে পাঁচটী তল আছে। প্রত্যেক তলের প্রকোষ্ঠগুলি সুপ্রশস্ত এবং উহাদের মধ্যে আলোক ও বায়ুগমনাগমনের উৎকৃষ্ট উপায় আছে। ইহার শিরোদেশে আরোহণ করিতে হইলে ৩৮৯ তিন শত উননব্বই সোপান অতিক্রম করিতে হয়।

চতুর্থ কীর্ত্তি, জুম্মামস্‌জিদ। ইহা চাঁদনিচকের নিকট অবস্থিত। দিল্লীতে যতগুলি সৌধ আছে, ইহার উচ্চতা তৎসর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সম্রাট্ সাহজাহানের শাসনকালে ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং ইহা সম্পন্ন হইতে প্রায় বিংশতি বৎসর লাগিয়াছিল। ইহা প্রস্তুত করিতে প্রায় দশলক্ষমুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহা এরূপ সুপ্রশস্ত যে প্রায় পঞ্চসহস্র ব্যক্তি একত্র উপবেশন পূর্ব্বক নমাজ করিতে পারে।

উপরোক্ত প্রাসাদ ও কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি ভিন্ন দিল্লীতে দর্শনীয় আরও অনেক পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ও উল্লেখ-যোগ্য। যথা, দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস, অন্দরমহল, কালামহল, লালবাঙ্গালা, ভূতখানা, মেটকাফ্ হাউস, তোগলকাবাদ দুর্গ, মহম্মদাবাদদুর্গ, কুতুবমস্‌জিদ্, মতিমস্‌জিদ্, কালামস্‌জিদ্, কুমারীমস্‌জিদ্, শেরমঞ্জিল, হুমায়ুনের সমাধি, দারা ও জাহাঙ্গীরের সমাধি, সাবাগ ঘাজিউদ্দীন কলেজ, ফেরোকসিয়ারের স্তম্ভ, নিজামুদ্দীন কূপ, ফিরোজ

সাহার খাল ইত্যাদি। আধুনিক প্রাসাদের মধ্যে দিল্লীর গভর্ণমেণ্ট কলেজগৃহই উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টজন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ এইস্থানে রাজধানী স্থাপন করত ইহাকে ইন্দ্রপ্রস্থনামে অভিহিত করেন। এই ইন্দ্রপ্রস্থই পরিণামে দিল্লীনগরীতে পরিণত হইয়াছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশীয় শেষ নরপতি পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে, পাঠান জাতীয় দাসরাজ কুতবদ্দীন এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই পাঠানরাজগণ ১১৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোগল সম্রাট্‌গণ প্রবল প্রতাপে এই স্থানে রাজত্ব করেন। তৎপরেই ইহা ইংরাজরাজের হস্তগত হয়। তোগলকবংশীয় শেষ নরপতি মামুদের রাজত্বকালে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্ধর্ষ তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ করিয়া নরশোণিতে ধরাতল আর্দ্র করিয়াছিলেন। তদীয় নৃশংস আচার স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। পরে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদীরসাহও দিল্লী আক্রমণ করিয়া অমানুষিক নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে এই দিল্লীনগরীতে দিব্যপ্রভাবসম্পন্না মহামহিমান্বিতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া মহাসমারোহে ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন।

বহুকালাবধি বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান নরপতি এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রাজত্বকালে ইহা এরূপ সুখসমৃদ্ধিসম্পন্না ও ধনজনপূর্ণা ছিল যে ভারতের কোন নগরীই ইহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। কিন্তু এখন আর ইহার সে দিন নাই। চিরদিন কখন কাহারও সমভাবে অতিবাহিত হয় না। দিল্লী হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার পরই ইহার ভগ্নাবস্থার সূত্রপাত হইয়াছে।

এখন আর সে শ্রী নাই, সে সম্পদ নাই, সে গৌরব নাই, সে প্রতাপ নাই। প্রাচীন কীর্ত্তিসৌধ সমূহও ক্রমশঃ ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। কবি যথার্থই গাহিয়াছিলেন "নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ"। বর্ণে বর্ণে কবির এই উক্তি প্রতিপাদন করিবার জন্যই যেন এই প্রাচীন মহানগরী এখনও ভারতবক্ষে বিরাজ করিতেছে।

বুদ্ধদেব।

নেপাল প্রদেশে গোরক্ষপুরের সমীপে কপিলবাস্তু নামে একটী নগর ছিল। প্রাচীন হিন্দুরাজবংশীয় নৃপতি শুদ্ধোদন তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম মহামায়া। খৃষ্টজন্মের ৫৫৬ বৎসর পূর্ব্বে এই শুদ্ধোদনের ঔরসে মহামায়ার গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। বুদ্ধদেব ভূমিষ্ঠ হইবার সপ্ত দিবস পরেই ইঁহার জননী মহামায়া পরলোক গমন করেন। জননী পরলোকগতা হইলে, বিমাতা গৌতমীর হস্তে ইঁহার লালনপালনের ভার অর্পিত হয়। তাঁহারই প্রযত্নে এই নবজাত মাতৃহীন শিশু সিতপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পুত্রের জন্মহেতু নৃপতি সিদ্ধমনোরথ হওয়ায় পুত্রের নাম সিদ্ধার্থ রাখিলেন। শাক্যবংশে উদ্ভূত হওয়ায় ইঁহার অপর নাম শাক্যসিংহ এবং ইঁহার মাতামহকুল গৌতম বংশ বলিয়া ইঁহাকে গৌতম নামেও অভিহিত করা হইত।

নৃপতি শুদ্ধোদন দেশীয় প্রথা অনুসারে পঞ্চমবর্ষেই বিদ্যারম্ভ করাইয়া উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। সিদ্ধার্থ বাল্যকাল হইতেই ধীর, শান্ত-স্বভাব, মেধাবী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। অলৌকিক প্রতিভাশালী সিদ্ধার্থ অচিরকাল মধ্যেই বিবিধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া পিতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বালকের ন্যায় ইনি চঞ্চলপ্রকৃতি ছিলেন না। সুকুমার বয়সেই ইঁহার চরিত্রে গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইতে লাগিল। ইনি অতিশয় বিনয়ী ও মধুরভাষী

ছিলেন। ইঁহার সৌজন্যে আপামর সাধারণ সকলেই পরিতুষ্ট হইত। ইনি বাল্যকাল হইতেই নির্জ্জনে চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন। শাস্ত্রচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গেই ইঁহার ভোগলিপ্সা ও বিষয়ানুরাগ তিরোহিত হইল এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিল।

প্রকৃতির অনতিক্রমণীয় নিয়মানুসারে সিদ্ধার্থ যৌবনসীমায় উপনীত হইলেন, কিন্তু তিনি সাংসারিক কোন কার্য্যে লিপ্ত হইলেন না। সুরম্য রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা বিজন অরণ্য তাঁহার প্রিয়তর হইল, রাজকার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মতত্ত্বনির্ণয় তাঁহার সমধিক প্রিয় হইল, প্রজাপালনের পরিবর্ত্তে সাধুসেবা করিয়া তিনি সমধিক তৃপ্তিলাভ করিতেন, সাংসারিক কার্য্য অপেক্ষা ভগবচ্চিন্তায় অধিকতর প্রীতিলাভ করিতেন। পুত্রের ঈদৃশী অবস্থা দর্শনে সংসারাসক্তচিত্ত নৃপতি শুদ্ধোদন চিন্তাকুলিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিরূপে পুত্রকে সংসারে আসক্ত করিবেন এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিতে পারিলে হয়ত তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে এইরূপ চিন্তা করিয়া অলৌকিক-রূপলাবণ্য-সম্পন্না বিবিধ-সদ্গুণ-বিভূষিতা দণ্ডপাণির কন্যা গোপাদেবীর সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিবার সংকল্প করিলেন। এই সময়ে দৈবযোগে গোপাদেবীর সহিত সিদ্ধার্থের সাক্ষাৎ হইল। উভয়কে দর্শন করিয়া উভয়েরই হৃদয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল।

নৃপতি শুদ্ধোদন পুত্রের হৃদগতভাব অবগত হইয়া দণ্ডপাণির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দণ্ডপাণিও সিদ্ধার্থের শিক্ষা, শৌর্য্য প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণের পরিচয় পাইয়া এই সম্বন্ধটী শ্লাঘ্য বিবেচনায় কন্যাদানে স্বীকৃত হইলেন। তখন মহাসমারোহে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। গোপাদেবীর পবিত্র প্রণয়ে ও শুশ্রূষায় সিদ্ধার্থের মনোভাব অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি সংসারের এই নবভাবে মোহিত হইলেন।